বর্ম্মাদেশের মেয়ে

দীপিকা দে-প্রণীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বৈশাখ—১৩৪৬

প্রকাশক—শৈলেন্দ্র দে
বাণী-পীঠ
৩৫।১নং বিবেকানন্দ রোড্।

ললিত প্রেস
সি, সি, সাঁতরা মুদ্রিত
৮১নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক

অপরাজেয় রহস্য-শিল্পী

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের

করকমলে

এই উপন্যাসখানি

তাঁর পরম স্নেহের

পৌত্রী কর্ত্তৃক

পরম শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত

হইল

লেখিকার কথা

আমার দুটী কথা বল্‌বার আছে। প্রথম কথা এই যে, আমার এই "বর্ম্মাদেশের মেয়ে" উপন্যাসখানির সংশোধনের ভার আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ, বাংলার শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বইখানি আগাগোড়া সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত ক'রে আমাকে তাঁহার অগাধ স্নেহে আপ্লুত ক'রে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, বইখানি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের স্নেহদৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হ'লে আমি কৃতার্থ হবো। পরিশেষে নিবেদন এই যে, বইখানির মধ্যে যে তিনখানি চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে, তা আমার গত পাঁচ বৎসরের চিত্র-শিল্প-সাধনার পরিণতি। ছবি তিনখানি যদি পাঠক-পাঠিকাগণের প্রশংসা-দৃষ্টি লাভ করে, তবে আমার সাধনা সার্থক হবে।
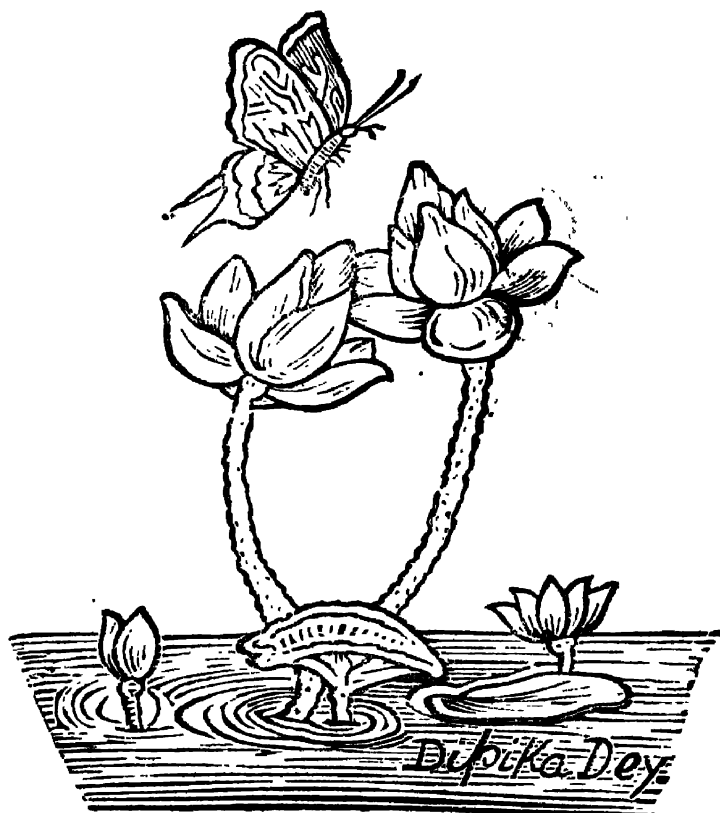
চিত্র-শিল্পী-

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার বহু নামের মধ্যে একটী হচ্ছে আলো। ছ-মাস কাল বর্ম্মা-মুলুকে ঘুরে, ফিরে আস্‌বার পরেই—আমার মন শত বান্ধবীর মাঝে শ্রেষ্ঠা বান্ধবী অনীতার জন্যই উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। কল্‌কাতায় ফিরেছি সবে-মাত্র গত কাল। তা' হ'লে, কি হবে? আজ আমার জন্মতিথির উৎসব যে! আমার ঠাকুর্দ্দা যে আমার বাড়ীতে ফের্‌বার আগেই সে-সব আয়োজন ঠিক্ ক'রে রেখেছেন।

হাঁ, আজ আমার জন্মতিথি। কোন্ সে ভোরে উঠেছি আজ—মা' পর্য্যন্ত টের্ পান্ নি; বাবার কথা ছেড়েই দিই। সাত্‌টা না বাজ্‌তেই অনীতাকে আন্‌বার জন্য বেহারাকে গাড়ী সমেত পাঠিয়ে দিয়েছি। এই তো মোটে ছ'টা মাসের ছাড়াছাড়ি। মনে হচ্ছে, যেন কত যুগ চ'লে গেছে—অনীতাকে দেখিনি। তাকে ছেড়ে বর্ম্মায় যেতে আমার মনই কি ছাই চেয়েছিল!

এ কী! আট্‌টা বেজে গেলো যে! কৈ, অনীতা তো এখনও এলো না! মেয়ে যেন কী! গদাই-লস্করী-চালে তৈরী

হচ্ছেন আর কি! আচ্ছা, গদাই-লস্করী কথাটার মানে কি?—মনে ভাব্‌তেই হাসি আসে! ওমা! এদিকে মা যে কখন্ ডেকে-ডেকে আমার সাড়া না পেয়ে পাশ্‌টীতে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা' যে দেখিনি আমি। আমাকে আপন-মনে হাস্‌তে দেখে, মা আমার হেসে বল্‌লেন, "আমাদেরও বন্ধু ছিল, মা! কিন্তু বন্ধুর আশা-পথ চেয়ে-চেয়ে অমন পাগলের মত হাস্‌তাম না।" ব'লেই তিনি আমার মুখের স্বেদ-বিন্দু আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে, মাথার উপরকার পাখাটার সুইচ্ "অন্" ক'রে দিলেন। পরে আপন কাজে চ'লে গেলেন। আঃ, বাঁচ্‌লাম! এতক্ষণ ঘেমে মর্‌ছিলাম গরমে—আঁট্‌-সাট্‌ পোষাক এঁটে!

না বাপু, জানিনে! আজ্ ওদের সব কী হয়েছে! ওমা, আমারই আজ কী হয়েছে! কখন্ থেকে যে অনীতা এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে, আর—"ওরে দুষ্টু, দাঁড়াও তোমাকে জব্দ কর্‌ছি!" ব'লেই সকল বান্ধবীর মাঝে শ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আমার মাথাটা তার কাঁধের ওপর ফেলে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দু'দণ্ড কি ছাই আজ আমার আদর কর্‌বার সময় আছে! সবিতা, অমিয়া, শেফালী, আর শেফালীর ভাই অজিত এসে হাজির হ'ল। অজিতরাও কিছুদিন বর্ম্মায় ছিল। অজিত ছেলেটা আমাকে দেখেই তার ছোট হাত দু'টো বার্ম্মিজ-ধরণে একত্র ক'রে—তাদের গলার স্বর অনুকরণ ক'রে—চোখ্ দু'টী মিট্‌-মিট্‌ ক'রে চাইতে-চাইতে বল্‌লে—"আলো-দি, মা বায়ে রে!"

আমি হেসে জবাব দিলাম,—"মা বায়ে!"

শুনে মেয়েদের হাসি-ফোয়ারার ছিপি যেন খুলে গেল! অনীতা কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বোকার মত মুখ ক'রে একবার আমার হাসি-মুখের দিকে—অন্যবার মেয়েদের অস্বাভাবিক হাসিভরা মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল। পরে আমার বাঁ-হাতটায় সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে, "অজিত কি বল্‌লে, আলো?"

অনীতার প্রশ্ন শুনে দুরন্ত অজিত, তেম্‌নি বিশেষ ধরণে হাত দু'টী একত্র ক'রে তার সাম্‌নে গিয়ে বল্‌লে, "অনীতা-দি, মা বায়েরে!"

অনীতা কিছু বল্‌বার আগেই আমি বল্‌লাম, "অজিত বল্‌ছে,—অনীতা-দি, নমস্কার! ভাল আছেন তো?"

—"ওই রে রে ক'রে বুঝি, সেই মগের দেশের লোকে কথা বলে? বাবারে! এ যে ডাকাতে-ভাষা!" ব'লেই অনীতা অকারণে একটু কেঁপে উঠ্‌ল।

শেফালি বল্‌লে, "ডাকাতে-ভাষা হ'বে কেন! ও খুব মিষ্টি ভাষা। ঝগ্‌ড়া কর্‌লেও মনে হয় না—যে রেগেছে! সে দেশের সবটুকুই আশ্চর্য্য! না, আলো?"

আমি বল্‌লাম, "আশ্চর্য্যই বটে!"

সকলে একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, "সে আশ্চর্য্য দেশের কথা আমাদের তুই সব বল্, আলো? আমরা শোন্‌বার আগ্রহ আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছিনে, ভাই!"

"—বল্‌ব, কিন্তু সেও এক আধ ঘণ্টার কথা নয়। তার আগে চল, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই। তারপর আমার ঘরে ব'সে সব কথা শোনাব। শুনে সব, অবাক্ হ'য়ে যাবি।"

অনীতা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে, আনন্দে কলরব ক'রে উঠ্‌ল। পরে বল্‌লে, "সব কথা আমাদের বল্‌তে হবে কল্‌কাতা ছাড়্‌বার দিনে জাহাজে চ'ড়া থেকে, বর্ম্মা হ'তে ফিরে এসে গতকাল আউট্‌রাম ঘাটে জাহাজ থেকে নামা পর্য্যন্ত যা' ঘটেছিল, যা' দেখেছিলি, যা' বলেছিলি, যা' শুনেছিলি—সব বল্‌তে হ'বে, আলো ?"

আমি সানন্দে সম্মতি দিয়ে বল্‌লাম, "তাই হবে।"

এমন সময়ে মা এসে অনুযোগ-ভরা স্বরে বল্‌লেন, "আলো, তোর বন্ধুদের বুঝি শুধু কথাই খাওয়াবি? নিয়ে আয় মা সকলকে। খাবার যে এদিকে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।"

আমরা মেয়েরা এম্‌নিই তো খুব ধীরে-ধীরে আহার করি। তারপরে যখন বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসি, তখন তো আ'র কথাই নেই! সে-দিন যখন আমরা আহার শেষ ক'রে আমার ঘরে ঢুকে খিল্ এঁটে দিলাম—তখন একটা বাজে। পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বস্‌তে-না-বস্‌তে অনীতার হুকুম হ'ল—"নে, আরম্ভ কর্, আলো।"

অমিয়া, অনীতা, শেফালী সবাই আমায় ঘিরে গোল হ'য়ে বিছানার উপর বস্‌ল। অনীতা আবার বল্‌লে, "সুরু হোক্, সখি"—তার আর সবুর সইছে না যেন!

আমি সবার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আরম্ভ কর্‌লাম,—"সে-দিন……

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

······ভোর বেলায় আউট্‌রাম ঘাটে পৌঁছে দেখি, কত রকমের নর-নারী, বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি, কলরবে গঙ্গার ঘাট্‌টি যেন সে-দিন ভোর-বেলাতেই জেগে উঠে চোখ রগ্‌ড়াচ্ছে। আমাদের গাড়ী জাহাজ-ঘাটে এসে থাম্‌তে-না-থাম্‌তে, কোথায় ছিল কুলী-রেজিমেণ্ট—চিলের মত ছোঁ-মেরে পাহাড়-প্রমাণ মোট্‌-ঘাট্‌ নিয়ে পলকের মধ্যে উধাও হ'ল—গয়নার বাক্সটা পর্য্যন্ত নিয়ে। ভয়ে-ভয়ে মামাবাবুকে চুপি-চুপি বল্‌লাম, "ওরা গয়নার বাক্সটা পর্য্যন্ত নিয়ে গেল যে ?"

তিনি সস্নেহে একটু হেসে আমার মনকে আশ্বস্ত কর্‌তে বল্‌লেন, "কোন ভয় নেই, মা। ওরা জাহাজ-কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড্‌ কুলি। ওদের নম্বর আমি রেখেছি।"

কিছুক্ষণ পরে একজন মেম্‌-সাহেব এলেন। এসে আমাদের মেয়েদের হাতের নাড়ী-পরীক্ষা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। আমার হাত ধর্‌তেই আমি আপত্তি জানিয়ে বল্‌লাম, "অসুখ করে নি—ছেড়ে দিন্‌!"

মেম্‌-সাহেব একটু হাস্‌লেন শুধু, কিন্তু আমার হাত ছাড়্‌লেন না—বল্‌লেন, "অবাধ্য হ'য়ো না, মেয়ে!"

একটু পরে মামাবাবুর কাছে মেম্‌সাহেবের নামে অনুযোগ জানাতে, তিনি বল্‌লেন "এই নিয়ম মা! কারণ যদি কেউ কোনও, কঠিন্ সংক্রামক রোগ নিয়ে জাহাজে যায়, তা' হ'লে অন্যান্য সুস্থ লোকেরও বিপদ্ হ'তে পারে। তাই ডাক্তারী-পরীক্ষায় মেয়ে-পুরুষ সবাইকেই পাশ্ কর্‌তে হয়।"

মামাবাবু একটা গোটা কেবিন রিজার্ভ করেছিলেন। সঙ্গে আমি, মামাবাবু, অণিমা আর অনুপ। মামী-মা আগের মেলেই রেঙ্গুণে রওনা হ'য়ে গেছেন। মামী-মা'র ভাই অমিত বাবু রেঙ্গুণে চাক্‌রী করেন। দেশে এসেছিলেন বিয়ে কর্‌তে। আমাদের যাবার আগেই তাঁর ছুটী ফুরিয়ে যায় দেখে, আর নূতন ক'নে-বউকে তো আর একলা নিয়ে যাওয়া যায় না ভেবে—অমিত বাবু মামী-মা'কে সঙ্গে নিলেন। মামী-মা'কে তাঁর অনিচ্ছাতেই আমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে ভায়ের সঙ্গ নিতে হয়েছিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে জাহাজের গতি বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে গঙ্গার বুক প্রশস্ত হ'তে প্রশস্ততর হ'তে লাগ্‌ল। আমি আর অণিমা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক্‌এ ডেক্-চেয়ারে ব'সে ক্রমশঃ দূ'রে মিলিয়ে যাওয়া তীরের দিকে চেয়ে-চেয়ে কত কথাই ভাব্‌ছিলাম! বিপরীত দিকে মামাবাবু একখানা ডেক্-চেয়ারে ব'সে অনুপের শত কঠিন-প্রশ্নের সমাধান কর্‌ছিলেন।

সহসা অণিমা চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল,—"আলো-দি, আমরা সমুদ্রে পড়্‌ছি! ভাব্‌না ছেড়ে চেয়ে দেখ, শুধু জল আর জল—তীর আর দেখাই যায় না।"

অণিমার কথা শুনে মামাবাবু বল্‌লেন, "এইখান হ'তে সমুদ্র সুরু হ'ল, মা। এইখানে গঙ্গা সমুদ্রে মিশেছেন। তাই

এখানকার জল এমন ঘোলা৷ আর কিছু দূর গেলেই শুধু নীল জল দেখা দেবে।"

আমরা তখন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর বাঙ্‌লার শেষ সীমা-রেখার দিকে চেয়েছিলুম।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একটু পরে শেষ সীমা-রেখাও মিলিয়ে গেল। আর কিছুই দেখা গেল না। শুধু জল—আর জল—শুধু নীল সাগরের সীমা-হীন নীল জলরাশি!

কোথায় ছিল এত জল! ভেবে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। আকুল হলুম্ ভেবে—এই বিশাল অতলস্পর্শ উচ্ছল অসীম জলরাশি কে তিনি—যিনি সংযত ক'রে রেখেছেন! অণিমা ও আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে শুধু চেয়ে রইলুম্। দেখে-দেখে আশা যেন আর মিট্‌তে চায় না! যে দিকেই চাই, শুধু জল—আর জল! নীল আকাশ চারিদিকে গোল হ'য়ে নীল জলের ওপর নেমে এসেছে! জাহাজ অবিরাম গতিতে ছুটেছে। কী ক'রে যে পথ চিনে চ'লেছে—কে জানে!

অণিমা বল্‌লে, "আলো-দি, চল না, একটু বেড়িয়ে আসি?"

"কোথায়, অণিমা?"

"কত বড় জাহাজখানা, আর কত লোক চলেছে। চলনা, দেখে আসি, আলো-দি?" ব'লেই অণিমা আমার হাত ধ'রে টান্‌তে লাগ্‌ল।

মামাবাবু আমাদের ইচ্ছা শুনে বল্‌লেন, "বেশ্ ত—মা, ঘুরে এস। এখানে কোন ভয় নেই—স্বচ্ছন্দে ঘুর্‌তে পার।"......

শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজখানা ছুটে চলেছে। দ্বিতীয়

শ্রেণীর ডেক্-চেয়ারগুলি, ইউরোপিয়ান, পাঞ্জাবী, গুজ্রাটী, বাঙ্গালী প্রভৃতি নানা-জাতির নর-নারী ও শিশুতে দখল্ ক'রে বসেছে। সবার চোখে-মুখে নূতনের মোহ! নবীন সজীবতা জীবন্ত যেন! আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচের ডেক্এ নাম্‌তে সুরু কর্‌লুম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীচের ডেক্-এ নাম্‌তে-না-নাম্‌তে একটী অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি আমাদের কানে এসে পৌঁছতে লাগ্‌ল। চেয়ে দেখি, আমরা এক নূতন রাজ্যে এসে পড়েছি। সুদীর্ঘ ডেকের ওপর ছত্রিশ জাতির নর-নারী, মোট-ঘাটের পাঁচীল তুলে যেন আপন-আপন সংসার পেতে বসেছে। কোন জাতি-বিচার এখানে নেই। মুসলমানের কাঠের বাক্স, পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লী, বদ্‌না-ঘেরা পাঁচীলের পাশে, দীর্ঘ চৈতনধারী উপবীত্-গলায় ব্রাহ্মণ—তাঁর ট্রাঙ্ক, বিছানা, কুশাসন ও কোশা-কুশীর পাঁচীল-ঘেরা সংসার পেতে বেশ স্বচ্ছন্দতার সঙ্গেই স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌ছেন। কাবুলী, পেশোয়ারী, উড়িয়া, বাঙ্গালী, সিন্ধি আরও যে কত জাতের লোকের একত্র সমাবেশ হয়েছে এখানে—তার সংখ্যা নেই। সবার ওপর বিস্ময়ের দৃশ্য—তাদের নিরুদ্বেগে হাস্য-পরিহাসের ভিতর আলাপ-আলোচনা।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের যাত্রী। আর এ'রা, —ডেকের। মধ্যে ব্যবধান এত বেশী—শুনে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেম।

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

"বিশুর মা" ব'লে একজন, মহিলা পাশে ছিলেন। আমাকে বস্‌তে দেখে তিনি অস্থির হ'য়ে বল্‌লেন, "ভাল দামী কাপড়টা নষ্ট হ'য়ে যাবে যে—একটু উঠে দাঁড়াও—ভাই, চাদরটা বিছিয়ে দিই।"

আমি সে-কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "আপনারা বুঝি রেঙ্গুণে থাকেন?"

বউটী চকিতে একবার পিছন ফিরে, বোধ করি তাঁর স্বামীকে দেখে নিয়ে বল্‌লেন, "হঁা, ভাই, উনি সেখানে চাক্‌রী করেন। খোকা যে-বছর হ'ল—" ব'লেই বউটী মনে-মনে গণনা ক'রে, আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এই তিন বছর, এক মাস আগে, খোকাকে দেখ্‌তে একবার দেশে গিয়েছিলেন। তারপর আর ছুটী পান্‌ নি। তাই এবারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তুমি কি রেঙ্গুণে থাক, ভাই?"

আমি একটু হেসে বল্‌লাম, "না, আমি নূতন দেশটা দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

অতি কষ্টে লোকের ভিড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তা ক'রে ডেকের অপর দিকে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, একটী বর্ম্মা-দেশের মেয়ে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে কাঁদ্‌ছে, আর একটী মধ্য-বয়সী বাঙ্গালী মেয়ে কী-এক অবোধ্য ভাষায় তাকে কী-সব বল্‌ছে। দেখে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল। অণিমা বল্‌লে, "কেমন চুল বাঁধা দেখেছ, আলো-দি! বর্ম্মা-দেশের মেয়েরা ঐ রকম চুল বাঁধে। কিন্তু ভাই, বর্ম্মা-মেয়েরা তো—অবশ্য দু' একজন শিক্ষিতা মেয়ে ছাড়া—সমুদ্র পার হ'তে চায় না। এ মেয়েটী তবে কোথায় গিয়েছিল?"

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

অণিমাকে ও আমাকে দেখে বাঙ্গালী মেয়েটী সম্ভ্রমের চোখে চেয়ে, বর্ম্মা-মেয়েটীকে দেখিয়ে বল্‌লে, "হতভাগিনীকে হাজার বার বল্‌লুম, মা—যে হতভাগী, মিছেই যাবি খুঁজ্‌তে—দেখা পাবিনি—পাবিনি। সে গেছে তোকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে! তা কি আমার কথা শোনে! বলে, তা' হোক্, তুমি জান না, তিনি মিথ্যে কথা ব'লে যান্ নি।"

আমরা তার কথার মাঝ্‌খানে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "হয়েছিল কি? ও মেয়েটী কাঁদ্‌ছে কেন?" ব'লেই আমরা সেখানে ব'সে পড়্‌লুম।

"তাই তো বল্‌ছিলুম, মা। তবে, সব বলি শোন! এই হতভাগী বিপুল রায় নামে একজন বাঙ্গালী-বাবুকে বিয়ে ক'রে আজ্ পাঁচ বছর সুখে-শান্তিতে ঘর-কন্না করছিল, মা।—ঐ হতভাগী মেয়ে মা-থিন্ তার তিন্‌টে চুরুটের কারখানা আর মৌল্‌মিনে চারখানা ভাড়া-বাড়ীর সব আয় দিয়ে সেই বিপুল বাবুকে রাজার হালে রেখেছিল, মা। তা' সে রাজ্যি-ভোগের সুখে নবাব-পুত্তুরের অরুচি হ'লো। তামাক কিন্‌তে যাই ব'লে বোকা মেয়েটাকে ভুলিয়ে, পট্টি লাগিয়ে, আট-দশ হাজার টাকা নিয়ে, সেই-যে আজ সাত-আট মাস হ'ল ভাগল্‌বা হয়েচেন—তার আর টিকিটিরও খোঁজ্ নেই।" একটু থেমে মা-থিনের হাঁটুর ওপর লুটিয়ে-পড়া মাথার পিছন-দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে পুনরায় বল্‌তে আরম্ভ করলে, "আমি মৌল্‌মিনে ঐ মা-থিনের ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি, মা। একটী মুড়ী-মুড়্‌কীর দোকান দিয়েছি সেখানে। আমার কথা থাক্ মা। যা' বল্‌ছিলুম, বলি। আমি কত বোঝালুম মা, ঐ

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

মা-থিনকে যে, বিপুল বাবু পালিয়েচে। তোকে বোকা হাঁদা মেয়ে পেয়ে, ভুলিয়ে টাকা-কড়ি হাত ক'রে পালিয়েচে। তা'—ও কি আমার কথা শোনে! বলে—যার সঙ্গে আজ পাঁচ বছর বাস করবার সৌভাগ্য পেয়েছিলুম, তাঁকে আমি চিনি নে! তাঁর নামে কুচ্ছো তুমি ক'রো না, মোড়ল-বৌ! নিশ্চয় তাঁর কিছু হয়েচে। নইলে তিনি কখনও তাঁর মা-থিনকে ভুলে থাকতে পারতেন না! হতভাগী মেয়েটা নাওয়া ভুললো—খাওয়া ভুললো—কারখানা বন্ধ হ'য়ে যাবার যো হ'ল, বাড়ীর ভাড়াটেরা খুসীমত ভাড়া বাকী ফেলতে লাগল। কোন দিকে ওর গেরাহ্যি রইল না। কেঁদে কেঁদে সোণার বরণ পিত্তিমে কাঠ হ'য়ে যেতে লাগলো।"

আমরা সব ভুলে ঐ শোক-কাতরা বর্ম্মা-মেয়েটীর দিকে চেয়ে মোড়ল-বৌয়ের কথা শুনছিলুম। তাঁকে নীরব হ'তে দেখে অণিমা সাগ্রহে বললে, "তারপর, কি হ'ল?"

"বলচি—মা বলচি! হাঁ, আমার কেমন পোড়া স্বভাব মা, পরের দুঃখ সইতে পারি নে। একদিন আমি মা-থিনের সঙ্গে দেখা ক'রে বললুম, "আচ্ছা মা! তুমি যে বলছ, তোমার সোয়ামী বিপুল বাবু তোমাকে ভোগা দেয় নি! সে কি তাঁর বাড়ীর ঠিকানা তোমায় ব'লে গেছে?"

মা-থিন্ একটু হেসে বললে, "নিশ্চয়ই ব'লে গেছেন! তুমি যা' ভাবছ মেয়ে—তা' তিনি নন্।"

আমি এই জবাব পেয়ে, আর কী বলব, ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঘসচি—হঠাৎ মা-থিন্ এসে আমার হাত দু'টী জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "মোড়ল মেয়ে,

আমার জন্য তোমাকে একটু কষ্ট পেতে হবে মা! তোমার সব ক্ষতি আমি পুষিয়ে দেবো।"

একে বড়লোকের মেয়ে—তার উপর আমাদের জমিদার! আমার হাত ধর্‌তেই, আমি কেঁদে ফেলে বল্‌লুম, "মা, আমি তোমার দাসী, আমাকে হুকুম করো মা—আমি পালন করবো।"—ব'লে হাত দুটী ছাড়িয়ে নিয়ে ওর পায়ের কাছে মাথা নত করলুম। মা-থিন্ বল্‌লে, "একটু দাঁড়াও মেয়ে—আমি এখনি আস্‌চি।" ব'লেই ঘরের মধ্যে চ'লে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে আমার হাতে দশখানি দশটাকার নোট্ গুঁজে দিয়ে বল্‌লে, "আমার সঙ্গে তোমাকে একবার কল্‌কাতায় যেতে হবে, মা। নিশ্চয়ই তাঁর অসুখ করেছে। নইলে অভাগীকে ভুলে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন না। কী ছাই টাকা তিনি নিয়ে গেছেন! তাঁর সুখের জন্য লাখ্ টাকা খরচ কর্‌তেও আমার গায়ে লাগে না, মা। তুমি সব বন্দোবস্ত শেষ করে নাওগে, মোড়ল-বৌ। আমরা কালই রেঙ্গুণ থেকে যাত্রা করব। আমি বুঝ্‌লুম, এখানে আর কোন কথাই চলবে না। শুধু আর একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "বিপুল বাবুর ঠিকানা জানতো, মা?"

ঘাড় নেড়ে আগের মত একটু হেসে মা-থিন্ বললে, "জানি, মা—জানি। তিনি আমাকে প্রবঞ্চনা করেন্ নি।"

মনে মনে ভাব্‌লুম, যাক্ পরের পয়সায় একবার জন্মভূমিটে ঘুরে আসি! কবে সেই পনেরো বছর বয়সে দেশ-ছাড়া হয়েছিলুম, মনেই নেই!" ব'লে মোড়ল-বৌ তার শুষ্ক চোখদুটিকে বেশ ক'রে মুছে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "তারপর মা, সব বন্দোবস্ত করে রেঙ্গুনে

এসে জাহাজে উঠ্‌লুম। আস্‌বার আগে ফায়াতে ফায়াতে এত টাকার মান্‌সিক পাঠানো হ'লো—তা দেখে ভাব্‌লুম, বাবা বুদ্ধদেব যদি সত্যিকার ভগবান্ হন্, তবে হতভাগী নিশ্চয় তার সোয়ামীকে ফিরে পাবে। কিন্তু, কী ভুলই না করেছিলুম, মা! কল্‌কাতায় নেমে হতভাগী যেন বিভোলা হ'য়ে গেল। আমি বল্‌লুম, এই কল্‌কাতা, এখন বিপুল বাবুর ঠিকানা বলো? শুনে কি বল্‌লে জান, মা? বল্‌লে, ওঁর সোয়ামী সেই বিপুল বাবু শুধু বলেছিলেন যে, তিনি কল্‌কাতায় থাকেন। শুন্‌লে মা তোমরা, হতভাগীর কথা? আর এই কথার ওপর পেত্যয় ক'রে সেই মৌল্‌মিন থেকে কল্‌কাতায় ছুটে এসেচি। এমন রাগ সেই ভদ্দর লোকের ছেলের ওপর হ'ল যে, সাম্‌নে যদি তখন পেতুম—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম্। কল্‌কাতা তাঁর ঠিকানা! যেন কল্‌কাতার জমিদার, লাট্ তিনি।" ব'লে মোড়ল-বৌ রাগে গর্ গর্ করতে লাগ্‌ল।

আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে শুন্‌ছিলাম। তাকে নীরব হ'তে দেখে বল্‌লাম, "তারপর, কি হ'ল?"

"আর কী হ'ল!—দশ, বিশ, কুড়ি, ঝুড়ি-ঝুড়ি বিপুল বাবুর খবর পাওয়া গেল। গেল না পাওয়া—শুধু ওর সেই সোয়ামী বিপুলটার। জোচ্চোর! বাট্‌পাড়! বদ্‌মাস্! গোবেচারা নিরীহ মেয়েটাকে ঠকিয়ে তোর কি লাভ হ'ল রে, হতভাগা? এই যে ভদ্দর লোকের মেয়ে আজ দু'দিন মুখে জলটুকু দেয় নি—তোর মত চোরের জন্য এই যে হা-হুতাশ কোর্‌চে—এই চোখের জলে তোর সর্ব্বনাশ কি হবে না! হবে—হবে—হবে!"

মোড়ল-বৌয়ের গলার স্বর ক্রমশঃ উঁচু পর্দ্দায় চড়্‌ছিল। সহসা মা-থিন মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়ে হাত দুটী একত্র যুক্ত

ক'রে বাঙ্গালী-প্রথায় অভিবাদন করলে। অশ্রুজলে তার মুখখানি তখন ভেসে যাচ্ছে। ম্লান হাস্যে শুদ্ধ বাঙলায় বললে, "মোড়ল বউয়ের কথায় আপনারা তাঁর ওপর অবিচার করবেন না, যেন। ও আমাকে বড় ভালবাসে। রাগ্‌লে, ওর জ্ঞান থাকে না।"

আমি বর্ম্মা-মেয়ের মুখে শুদ্ধ বাঙ্‌লা-ভাষায় কথা বলতে শুনে যতটা না আশ্চর্য্য হলুম—ততোধিক আশ্চর্য্য হলুম, মেয়েটীর স্বামীর ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখে। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি এমন শুদ্ধ বাঙ্‌লা শিখ্‌লেন কোথায়?"

মেয়েটী ম্লান হাস্থে মাথা নত করে বললে, "তাঁর কাছে।"

আমি সহসা মা-থিনের হাত দুটী ধ'রে বল্‌লাম, "আমি আপনার ছোট বোনের মত। আমার কথা আপনাকে রাখ্‌তেই হবে। শুন্‌লাম, গত দু-দিন আপনি জল পর্য্যন্ত খান্ নি। উঠুন্—আমার সঙ্গে কেবিনে আপনাকে যেতেই হবে। সেখানে আর কেউ নেই —আমার মামাবাবু ছাড়া। তিনি বাইরে ডেক্‌এ ব'সে আছেন। আসুন্, সেইখানেই বাকী কথা শুনব।"

মা-থিন কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই মোড়ল-বৌ বললে, "নিয়ে যাও মা ওকে। একটু কিছু খাইও, নইলে ও বাঁচবে না!"

মা-থিন্ বোধ হয় আমার আগ্রহের গুরুত্ব অনুভব করলে ও কিছু মাত্র আপত্তি না জানিয়ে আমাদের সঙ্গে কেবিনে এসে উপস্থিত হ'ল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মা-থিন্‌কে স-সম্মানে বসিয়ে ও অণিমাকে তার কাছে রেখে আমি যেখানে ডেকের ওপর মামাবাবু ডেক্‌-চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় বসেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লাম, "মামাবাবু, আমরা একটী বন্ধু আবিষ্কার ক'রে ধ'রে এনেছি।"

মামাবাবু উঠে ব'সে একবার আমার দিকে চেয়ে নিয়ে উদ্বেগহীন স্বরে বল্‌লেন, "এতবড় জাহাজের মধ্যে মাত্র একটী বন্ধু! আমি তো আশা কর্‌ছিলাম—যে, বহু অভাবী আজ 'আলো' মায়ের দরদী মনের পরিচয় আবিষ্কার ক'রে পুরস্কার নিতে পিছু-পিছু এসে হাজির হবে! কিন্তু মাত্র একটী—তাও আবার সঙ্গে দেখ্‌ছিনে! ব্যাপারটা কী, খুলে বলো তো, মা?"

আমি মামাবাবুর দু'-কাঁধে দুটী হাত রেখে মা-থিনের গল্প—যতদূর মোড়ল বউয়ের ভাষা বাঁচিয়ে বলা যেতে পারে,—ব'লে গেলুম। আমার বলা শেষ হ'য়ে গেলেও, মামাবাবু বহুক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন! পরে একটী নিঃশ্বাস জোরে টেনে নিয়ে বল্‌লেন "ঐ বিপুল বাবুর জন্য আমি বড় মর্ম্মপীড়া ভোগ কর্‌ছি, মা। বিদেশে যে কোন বাঙ্গালীর যে কোনও কাজের জন্য সারা বাঙ্‌লার নর-নারীকেই কেন যে জড়িত করে, তা আজ আমি বেশ্‌ ভালরূপেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মা! আজ আমার ঐ মা-থিন মেয়েটীর কাছে মুখ তুলে দাঁড়াবার শক্তিও নেই।" ব'লে মামাবাবু অত্যন্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠ্‌লেন।

আমি মামাবাবুর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লাম, "এই মিছে দুঃখে আপনি কেন দুঃখ পাবেন, মামাবাবু ? কে সেই বিপুলবাবু—আমরা জানিনে। তার কু-কাজের জন্যে ব্যথা পাবেন কেন, আমি বুঝ্‌তে পারিনে।"

মামাবাবু ম্লান মুখে একটু হেসে বল্‌লেন, "তুমি বুঝ্‌তে পারবে না, মা। শুধু এই ভেবে দুঃখ পাচ্ছি যে, বিপুল আমার মতই একজন বাঙ্গালী! ঐ মেয়েটীর মন বাঙ্গালী জাতটার ওপরই যে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌বে, এ আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, মা ?"

আমি বল্‌লাম, "মা-থিন্‌ দু'দিন কিছু খায় নি। আমি তা'কে খাওয়াবার জন্য ধ'রে এনেছি।"

মামাবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, "তোমরাও তো এখনও পর্য্যন্ত চা খাওনি, মা ?" ব'লেই তিনি একজন খান্‌সামাকে ডেকে চা ও খাবার আন্‌বার হুকুম দিলেন।

বহুকষ্টে বহু অনুরোধে সে-দিন মা-থিনকে কিছু খাবার ও চা খাইয়ে যখন ডেকের ওপর এসে তিনখানা ডেক্‌-চেয়ারে অণিমা, মা-থিন ও আমি পাশাপাশি বস্‌লাম—তখন সন্ধ্যা সাতটা। সন্ধ্যারাণী নীল সাগরের নীল জলের ওপর নেমে এসে মায়া-আসন পেতে ব'সে আছেন। তাঁর আবাহন-গীতি গাইবার জন্য যে সব তারারা এসেছিল, তারাই নীল আকাশের বুকে জ্বল্‌ জ্বল্‌ চোখে হাসিমুখে নীল সাগরে আপনাদের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে বসেছে। দিগন্তের সীমা-রেখা খুব কাছে তখন স'রে এসেছে—বেশী দূরে আর দেখা যায় না। একখানা সাদা মেঘের চাদর জড়িয়ে চন্দ্রদেব ভ্রমণে বার হয়েছেন, সেই আলো-

আঁধারের মাঝে নীল আকাশ নীল সমুদ্রকে নিবিড় সোহাগে নিজের কাছে আকর্ষণ কর্‌ছেন। সমুদ্র আনন্দে উতরোল হ'য়ে ক্রমশঃ স্ফীত হ'তে সুরু করেছেন যেন। দেখে দেখে আর আশা মেটে না আমার!

অণিমা, মা-থিন আর আমি তিনজনেই নির্ব্বাক্‌-মুখে কতক্ষণ যে এই মায়া-বিভ্রম লীলার পানে চেয়ে রইলুম, জানিনে! এক সময়ে মা-থিন বল্‌লে, "বাঙ্গালী জাতের মত ভাব-প্রবণ আপন-ভোলা জাত, বুঝি জগতে আর নেই! এই জন্যই আমরা বাঙ্গালীকে এত পছন্দ করি।"

হঠাৎ মা-থিনের এই উক্তি শুনে সবিস্ময়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, "কেন, বলুন্ তো?"

মা-থিন বল্‌লে, "আমাদের দেশে যে কোনও কারণে হোক্, নানা দেশের—নানা জাতির লোক এসে আমাদের মেয়েদের বিয়ে-থা ক'রে বসবাস করে। কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করেন, আর আমার তো কথাই নাই যে, বাঙ্গালীর মত এমন স্বভাব-কোমল মানুষ দুনিয়ার আর কোন দেশেই নাই।"

মা-থিন নীরব হ'ল। আমি কী জবাব দোব, ভেবে না পেয়ে চুপ্ ক'রে ব'সে রইলুম।

কিছু সময় পরে মা-থিন আবার বল্‌তে সুরু করলেন, "আমার স্বামীকে নিয়ে আজ পাঁচ বছর ঘর করছিলাম। কত কথাই না তাঁর মুখে শুনেছিলুম! তিনি বলেছিলেন, দেশে তাঁর শুধু বৃদ্ধা মা আছেন—আর কেউ নেই তার। প্রথম যখন আমাদের বিবাহ হ'ল, আমি লক্ষ্য কর্‌তাম, প্রতি ডাকে তাঁর নামে দু' একখানা পত্র নিয়মিত ভাবে আস্‌ত। আমি তো বাঙ্‌লা

ভাষা জান্‌তাম না। কার পত্র জিজ্ঞাসা করলে—কখনও বল্‌তেন মা'র পত্র—কখনও বল্‌তেন বন্ধুর পত্র। আমি বাঙ্‌লা বুঝ্‌তাম না, তিনিও ভাল বর্ম্মা-ভাষা জান্‌তেন না। প্রথম প্রথম বড় অস্বস্তি বোধ হ'ত। না পার্‌তুম আমি তাঁকে বুঝ্‌তে—না পার্‌তেন তিনি আমাকে বুঝ্‌তে! এই অসুবিধার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমি জেদ্ ধ'রে তাঁর কাছেই বাঙ্‌লা-ভাষা শিখ্‌তে লাগ্‌লুম। যখন বাঙ্‌লা-লেখা চিঠি পড়্‌তে ও লিখ্‌তে পার্‌লুম—এখন বেশ মনে পড়ে, তাঁর দেশ থেকে তখন নিয়মিত পত্র আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। ক্রমে আদৌ আস্‌ত না। জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তেন, মা বুড়ো-মানুষ, লিখ্‌তে তাঁর কষ্ট হয়। কখনও বল্‌তেন, তিনি বাপের বাড়ীতে আছেন। কিন্তু নিয়মিত ভাবে মাসে মাসে ২৫০৲ টাকা তাঁর বাড়ীতে আমার কার্‌বার থেকে পাঠানো হ'ত, তাঁর মায়ের খরচের জন্য। তিনি বল্‌তেন, কল্‌কাতায় আড়াই-শো টাকার কমে ভদ্রভাবে থাকা চলে না।"

অণিমা বিস্ময়ে মুখভঙ্গী ক'রে বল্‌লে, "আহা বুড়ো-মা, কি না! তাতে আবার হিন্দু বিধবা—তার ওপর আবার এক বেলার খাওয়া-খরচ!"

আমি ঝঙ্কার দিয়ে অণিমাকে বল্‌লুম, "চুপ করো তুমি—বুদ্ধির বৃহস্পতি!" পরে মা-থিনকে বল্‌লুম "ওর কথা শুন্‌বেন না আপনি—সব আমাদের বলুন।"

মা-থিন্ অণিমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "হয়তো আপনার কথাই ঠিক্। কিন্তু আমি তখন কি ভাব্‌তাম—জানেন? ভাব্‌তাম—আমার স্বামীই এম্‌নি এক বড় ঘরের সন্তান, যাঁর বুড়ো হিন্দু বিধবা মা'র জন্য মাসে আড়াই-শ টাকা খরচ করতে হয়। তা"

ছাড়া কত ব্রত-পার্ব্বণ তীর্থ-যাত্রার খরচের দরুণ প্রতিক্ষেপে দু' এক হাজার ক'রে টাকা পাঠানো হয়েছে—তারও কোন হিসাব রাখিনে। আমার মনে শুধু এই কথাই উঠ্‌ত—আমাকে যিনি পায়ে স্থান দিয়েছেন, ভালবাসা দিয়েছেন, তাঁর তৃপ্তির দাবী মেটাবার জন্য যদি আমার তুচ্ছ অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তার চেয়ে কাম্য আমার আর কী থাকতে পারে।" ব'লে মা-থিন নীরবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

আমি বল্‌লাম "তারপর কি হ'ল ?"

"—এমনি ক'রেই সুখের মাঝে আমাদের দিনগুলো কাট্‌ছিল। তিনিই আমার কার্‌বার দেখাশুনা কর্‌তেন। একদিন তিনি বহু বিলম্বে আফিস্ থেকে ফির্‌লেন। দেখ্‌লুম, মুখ তাঁর রক্তহীন—মৃতের মুখের মত! দুশ্চিন্তায় আকুল হ'য়ে, তাঁর দু'টী হাত ধ'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "আজ তোমার কী হয়েছে, বিপুল ?" তিনি ম্লান হেসে বল্‌লেন, "একটু ভাবনার কারণ ঘটেছে। চট্টগ্রামের তামাকের কন্‌ট্রাক্টার তামাক সরবরাহের এগ্রিমেণ্ট ক্যান্‌সেল করেছে। একটা কিছু বন্দোবস্ত শীঘ্র কর্‌তে না পার্‌লে কার্‌বার বন্ধ কর্‌তে হ'বে।"

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম,—"হঠাৎ এমন হ'ল কেন ?"

উত্তরে তিনি কি বল্‌লেন, বোঝা গেল না।

আমি বল্‌লাম, "তবে উপায় ? তিন্‌টে কারখানায় প্রায় বারো-শো মেয়ে-পুরুষ খাট্‌ছে—তাদেরই বা উপায় কি হবে ?"

তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বহুক্ষণ পরে বল্‌লেন, "একটা উপায় আছে। তুমি যদি মা-থিন, আমাকে দিন-পনেরো ছেড়ে থাকতে পারো, তা' হ'লে আমি নূতন বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌তে পারি।"

মাত্র পনেরো দিন! কিন্তু কি জানি কেন, শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়্‌লো। আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বার হ'ল, "তোমার না গেলেই কি চল্‌বে না, বিপুল?"

আমার কথা শুনে তিনি একমুখ হেসে আমাকে, আদর ক'রে বল্‌লেন, "এত ভালবাস তুমি আমাকে, মা-থিন্! যে পনেরোটা দিনও আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারো না?"

আমি আহত স্বরে বল্‌লাম, "তুমি কি, তা জান না?"

তারপর তিনি যুক্তি দেখিয়ে বল্‌লেন, "এক-আধ জন নয়, হাজার বারো-শো লোকের অন্নাভাব ঘট্‌বে। সবার উপর আমাদের বাৎসরিক পঞ্চাশ, ষাট্ হাজার টাকার আয়ের পথ রুদ্ধ হবে। তা' আমি হ'তে দেবো না। মাত্র পনেরোটা দিন, তোমাকে সহ্য কর্‌তে হবে, মা-থিন্! আমাকে বিশ্বাস করো, একটা দিনও বেশী তোমাকে ছেড়ে থাক্‌ব না।"

অনেক চিন্তা কর্‌লুম। শেষে তার মতেই মত্ দিলুম। তিনি একদিন প্রাতে দশ হাজার টাকা নিয়ে যাত্রা কর্‌লেন। আমি ষ্টেশন অবধি গিয়ে চোখের জলে অন্ধ হ'য়ে কত রকমের দিব্যি দিয়ে ঠিক্ সময়ে ফিরে আস্‌বার জন্য বিদায় দিয়ে এলুম। তারপর—" এখানে মা-থিন্ দু'হাতে মুখ চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌ল। বহুক্ষণ নিলে তাঁর শান্ত হ'তে।

অণিমার শোনবার আগ্রহ যেন শতগুণে বেড়ে গেল। সে বল্‌লে, "তারপর, আর কোন খবরই তাঁর পান্ নি?"

মা-থিন্ সংযত হ'য়ে বল্‌লে, "না, বোন্।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "তা' হ'লে তামাক অভাবে আপনার কারখানা বন্ধ হ'য়ে গেছে?"

মা-থিন্ যেন একটু চমকিত হ'য়ে উঠে বল্‌লে, "না। কনট্রাক্টর ভয় দেখিয়েছিল বোধ হয় তাঁকে, কিন্তু তামাকের সরবরাহ এক মাসের জন্যও বন্ধ রাখে নি।"

অণিমা ব্যঙ্গস্বরে মুখ কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "তা' সে-কথা আমারও মনে হচ্ছিল।"

মা-থিন্ অণিমার কথায় কান না দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "তাঁর যাবার কয়েকদিন পরে কারখানায় গিয়ে দেখি, তাঁর লেখ্‌বার টেবিলে একখানা 'তার' প'ড়ে রয়েছে। প'ড়ে দেখ্‌লুম, কে এক কণিকার কঠিন্ অসুখ—আর ওঁকে অবিলম্বে যাবার তাগিদ লেখা রয়েছে।"

অণিমা হেসে বল্‌লে, "কণিকা! তিনি আপনার কে হন্, তা' বোধ করি, জান্‌তে পেরেছেন?"

মা-থিন্ নীরবে ব'সে রইল। কোনও জবাব দিলে না। কিছুক্ষণ পরে সে সহসা দাঁড়িয়ে উঠে, আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে।" পরে অণিমার দিকে চেয়ে ম্লান-হাস্যে বল্‌লে, "প্রতি কাজে যদি সন্দেহের উপর সন্দেহ এনে মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখ্‌তে হয়, তা' হ'লে জীবনটাকে উপভোগ করবো কখন্? জীবনের গোণা ক'টা দিনের থেকে যদি একটা দিনও এম্‌নি সন্দেহ ক'রে অপব্যয় হয়, তা' অন্যের সহ্য হ'লেও—কেন জানিনে, আমি পারি নে! কণিকা তাঁর হিন্দু-স্ত্রী হ'তেও পারেন, আর নাও হ'তে পারেন যদি আপনার সন্দেহই সত্য হয়, তা' হ'লেও কী, আমি যে তাঁকে ভালবাসি, তার এতটুকুও ব্যতিক্রম হ'বে? আমার এ জীবন গেলেও হবে না!" সহসা মা-থিন্ একটু নীরব থেকে

এবার অকলঙ্ক-হাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত ক'রে বললে, "আমি ভেবে পাচ্ছিনে, কি ক'রে—একটু আগে আবেগে-উত্তেজনায় ভালবাসার ব্যাখ্যা করতে লেগেছিলাম। শুধু এই কথাটী মনে রাখবেন ভাই, যে সন্দেহ-রোগ একবার আক্রমণ করলেই তার হাত থেকে আর পরিত্রাণ থাকে না! অপরের প্রতি-কাজে, প্রতি-বাক্যে সন্দেহের মহিমায় আপন মন-গড়া একটা সিদ্ধান্ত সন্দেহগ্রস্ত মনে আপনা হ'তেই ক'রে ফেলে, যে তার ফলে এই হয় যে, সেই মন নিজের সর্ব্বনাশই প্রথমে ডেকে আনে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহের পাত্রও অকারণে, বিনা-অপরাধে সাজা পায়। তবে কাজ কি এই মিথ্যা-রোগে? যার বিষে নিজেকেই জ্ব'লে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতে হয়? তার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে যদি একটু ঠকেই যাই, তা'তে লোক্সানের অংশ না হয় একটু মাত্রা ছাড়িয়েই যাবে। আচ্ছা ভাই, অনেক ধন্যবাদ! এখন আসি আমি। আবার দেখা হ'বে।"

কোন দিকে না চেয়ে মা-থিন্ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সে চ'লে গেলেও আমরা ঠিক্ তেম্নি নির্ব্বাক্-মুখেই ব'সে রইলুম। কিছু সময় পরে অণিমা বললে, "এর আগে এমন জ্ঞানের কথা আর কারুর মুখে শুনি নি, আলো-দি! কী জ্ঞানী—কী তেজস্বী মেয়ে ঐ মা-থিন্! ওর কথা শুনে, এখন আমার মনে হচ্ছে যে, আমি ওর কাছে অপরাধী হয়েছি, মার্জ্জনা চাওয়া হয়নি, আমার! কাল সকালে গিয়ে চেয়ে নেবো।"

আমার কানে তখনও বাজছিল, মা-থিনের তেজ-দৃপ্ত কণ্ঠস্বর! মনে ভেবে দুঃখ হচ্ছিল—এমন মেয়েকেও ঠকতে হয়!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাহাজের ইলেক্‌ট্রিক্ ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজ্‌বার শব্দ কানে এল। কেবিনের মেঝেতে বিছানা ক'রে আমি শুয়েছিলুম। মামাবাবু ও অনুপ ওপরের বার্থে। অণিমা নীচেটায় অকাতরে ঘুমুচ্ছে। শুধু আমার চোখেই ঘুম নেই! জাহাজের বিরামহীন গতি, একটানা এঞ্জিনের ঘন্-ঘন্ শব্দ, মাঝে-মাঝে অবোধ্য কণ্ঠস্বর—গভীর রাত্রিতে কেমন একটা অনুভূতিতে আমাকে নিদ্রাহীন ক'রে দিয়েছিল। মা-থিনের জীবন-কথা, মেয়েটির অগাধ-বিশ্বাসের ইতিহাস, তার সন্দেহ-হীন মন, আমার মনে নূতন আলোক-পাত ক'রে আমার চিন্তার ভাণ্ডারকে সে-রাত্রে অফুরন্ত ক'রে তুলেছিল।

শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ কত এলোমেলো চিন্তার তরঙ্গে ভাস্‌ছিলুম। দু'টো বাজ্‌বার শব্দে আর শুয়ে থাক্‌তে না পেরে, উঠে ব'সে কেবিনের ছোট গোলাকার জানালার একটা আবরণ মুক্ত ক'রে দিলুম। অপূর্ব্ব গন্ধ-ভরা সাগরের বাতাস গোঁ গোঁ শব্দে ছোট গবাক্ষের ভিতর দিয়ে ব'য়ে এসে আমার তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল ক'রে দিতে লাগ্‌ল। জানালার উপর মাথা রেখে কিছু সময় ব'সে থেকে, সহসা সমুদ্রের ওপর চোখ্ পড়্‌তেই যে-দৃশ্য আমার সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল, তার দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার সকল কল্পনা পরাভূত হ'ল। দেখ্‌লুম, চন্দ্র-কিরণ উত্তাল সমুদ্রের উপর বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়াতে, এক মধুর-

ভীষণ দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে। আমার চোখের জড়তা নিমেষের মাঝে কেটে গেল। চোখের সাম্‌নে আমার—সমুদ্র যেন ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে ফুল্‌তে ফুল্‌তে চন্দ্রকে ধর্‌বার জন্য উর্দ্ধে নীল অসীমের পানে তরঙ্গ-বাহু বাড়াচ্ছে। আমার কণ্ঠ হ'তে একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার-ধ্বনি বা'র হবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা ক'রেও সক্ষম হ'ল না। আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই উর্দ্ধে-ধাবিত অসীম জলরাশি সহসা সশব্দে ভেঙে পড়্‌ল। আমি মহাভয়ে চক্ষু দু'টী বন্ধ ক'রে অতিকষ্টে জানালার পাশ হ'তে এসে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়্‌লুম। শীতল মস্তিষ্ক কোনও কিছু সমাধান কর্‌বার আগেই ঘুমের মাঝে নিষ্কৃতি পেলো।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। চোখ্‌ চেয়ে দেখি কেবিনে কেহই নেই। ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠে বাথ্‌-রুমে গিয়ে ঢুক্‌লুম। পরে বাথ্‌-রুমে সমুদ্রের জলে স্নান সেরে, প্রসাধন শেষ ক'রে কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তখন আমার দেহ এমন হাল্কা, এমন সুস্থ মনে হ'তে লাগ্‌ল, যেন গত সারাজীবন-ভোর এমন স্বাস্থ্যবতী আমি কোন দিনটীতেই ছিলুম না।

মামা বাবু আমার দিকে চেয়ে সস্নেহে একটু হেসে বল্‌লেন, "শরীর বেশ ভাল তো মা ?"

আমি মৃদু হাস্যের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে স্বীকার কর্‌লুম, "যে খুব ভাল !"

আমার উঠ্‌তে দেরী দেখে মামাবাবু—অণিমা ও অনুপের সঙ্গে প্রাতরাশ শেষ ক'রে নিয়েছিলেন। আমার প্রাতরাশ আন্‌বার জন্য হুকুম দিয়ে মামাবাবু বল্‌লেন, "অনু—অনুপকে

নিয়ে বেড়াতে গেছে। আলো, তোমার ব্রেক্‌ফাষ্ট হবার পর তোমাকে তাদের কাছে যাবার জন্য বল্‌তে, আমার ওপর হাজার অনুরোধ ও হুকুম জারী ক'রে গেছে।"

আমি হেসে বল্‌লুম, "আমি এখনি যাব, মামাবাবু।"

প্রাতরাশ শেষ হ'লে, মামাবাবুর অনুমতি নিয়ে সিঁড়ির মুখে ক্ষণকাল থম্‌কে দাঁড়িয়ে, অণিমার কোন্ দিকে যাওয়ার সম্ভব একবার ভেবে নিলুম। অণিমার মত ভীতু মেয়ে যে কোনও নূতন জায়গায় যাওয়ার সাহস পাবে, তা' বিশ্বাস কর্‌তে না পেরে—গতকাল যে ডেক্‌-এ অভিযান করেছিলুম—তথায় গিয়ে চারিদিকে চেয়ে কোথাও তা'দের দেখ্‌তে না পেয়ে বিস্মিত হলুম। তবে? তারা কী সাম্‌নের ডেক্‌-এ গিয়েছে? ভাব্‌তে ভাব্‌তে ফের্‌বার উপক্রম ক'রেই শুন্‌তে পেলুম, মোড়ল-বৌয়ের নীরস কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি, "ওমা, রাজরাণী মা আমার, একবার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও মা এখানে।"

চেয়ে দেখি গলায় আঁচলের খুঁটটা জড়িয়ে দু'টা হাত একত্র ক'রে হাসিমুখে মোড়ল-বউ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি দ্রুতপদে সেখানে গিয়ে একটু হেসে বল্‌লুম, "কি যা' তা' আমাকে বলেন, বলুন তো? এ কী! মা-থিন গেলেন কোথায়?"

মোড়ল-বউ আকর্ণ হেসে বল্‌লে, "তোমার বোন আর ভাইটী এসে মা-থিনকে নিয়ে সাম্‌নের ডেক্‌-এ বেড়াতে গেছে, মা। অনেকক্ষণ গেছে, এখুনি ফির্‌বে। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, রাজরাণী মা।" ব'লে মোড়ল বউ একখানি অতি সুন্দর গালিচা বিছিয়ে দিলে।

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

কি করা উচিত ভাব্বার আগেই আমি গালিচার উপর ব'সে প'ড়্লুম।

মোড়ল-বউ বল্‌তে স্থরু কর্‌লে, "মা গো, তোমাদের সুখ্যেত্ আর মা-থিনের মুখে ধরে না! কাল রাতে বার-বার বল্‌তে লাগ্‌ল—এই জন্যই আমি বাঙালীকে এত ভালবাসি। এই জন্যই বাঙালীকে এত শ্রদ্ধা করি। শুনে আমার চোখে জল এল মা, এই ভেবে—যে মা-থিনকে আমার মাথার দিব্যি দিয়েও এতটুকু পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারি নি, সেই মা-থিন্‌কে তোমরা খাইয়েচ। বেঁচে থাক মা, রাজলক্ষ্মী হও। রামের মত সতী হও, সীতার মত পতি পাও।"

মোড়ল বউয়ের আশীর্ব্বাদ শুনে, পাশের সীটের একটী বউ খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল—চাপা স্বরে বল্‌লে, "ও মোড়ল মা, এ-কী আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন, আপনি?"

মোড়ল বউয়ের আশীর্ব্বাদে দোষ! মোড়ল-বউ পিছন ফিরে কপাল কুঁচ্‌কে ব'লে উঠ্‌ল, "কেন বাছা, দোষ কি হ'ল শুনি?"

বউটী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "রামের মত সতী হও, সীতার—"

বউটীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোড়ল-বউ হেসে বল্‌লে, "আরে বাছা, ওতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায় না। আমরা হলুম—মুখ্যু মেয়ে-মানুষ। অমন দোষ-ঘাট্‌ একটু-আক্‌টু হয় বই কি—নয়, রাজরাণী মা?"

আমি মৃদু হেসে সম্মতি জানালুম। কিন্তু আজ মোড়ল-বউ বার-বার আমাকে রাজরাণী-মা ব'লে কেন ডাক্‌ছে, সে-কথা বুঝ্‌তে না পেরে প্রতিবাদ জানাতেও পার্‌লুম না।

মোড়ল-বৌ কণ্ঠস্বর মোলায়েম ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হাঁ মা, মা-থিন বল্‌ছিল যে—তোমার মামাবাবু বিলেতে পাশ-করা ডাক্তার! সত্যি, মা?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম যে, সত্য।

"তবে মা, এই দুঃখিনীর একটু উপ্‌কার কর্‌বে, মা? কত ডাক্তার—কত বদ্যি দেখালুম, পোড়া রোগ কিছুতে যাচ্ছে না, মা। আমার এই উপকারটী কর্‌বে, রাজরাণী মা?"

এতক্ষণে বুঝ্‌লুম, বার-বার এই রাজরাণী মা'র পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে। বল্‌লুম, "আমি মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে আপনাকে জানাবো। কি অসুখ বলুন তো?"

রাজ্যের বিষণ্ণতাকে মুখে জড়ো ক'রে মোড়ল-বৌ বল্‌লে, "রোগ আর অন্য কিছু নয়—মা; এই পোড়া দেহ দিন-দিন যে রকম ফুলে উঠ্‌ছে, একটু নড়্‌তে-চড়্‌তে বুকে হাঁপ ধ'রে। কী সুখেই যে মোটা হচ্চি মা, জানিনে! কত ডাক্তারকে কত টাকা যে দিলুম, রাজরাণী মা! কেউ বল্‌লে, রোজ ভোর বেলায় উঠে ছুটে ছুটে বেড়াতে। সে কি কম দুর্ভোগ ভুগেচি, মা! আমাকে রাস্তা দিয়ে থপ্-থপ্ ক'রে ছুটে বেড়াতে দেখে, রাজ্যির কুকুর—বাঘের পিছে ফেউ লাগার মত লাগ্‌ল! তারপর যমের অরুচি—রাজ্যির যত হতভাগা ছেলের পাল, হাততালি দেয় আর হেসে মরে। হ'ল না মা! আর একজন ডাক্তার বল্‌লে, "কোমরে বেল্টো আঁট্‌তে আর খুঁটী ধরে ওঠ্-বোস্ কর্‌তে। তাতে যদিও কুকুরের ভয় ছিল না, বা খুদে মুখপোড়াদের অত্যাচার ছিল না—তা' হ'লে, হবে কি মা, দু'বার ওঠ্-বোস্ না কর্‌তে-কর্‌তে মরণ-হাঁপানী সুরু হোতো মা।"

মোড়ল বৌয়ের কাহিনী শুনে আমার মনের চোখে যে দৃশ্যটী ভেসে উঠ্‌ল, তাতে হাসি বন্ধ রাখা সাধ্যের অতীত হ'ল। আমি কোন রকমে হাসি গোপন করবার বৃথা চেষ্টা ক'রে বল্‌লুম, "এখনও ওরা ফির্‌ল না কেন, বলুন তো?" মোড়ল-বৌ কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই আমি পুনরায় বল্‌লুম, "আপনার কথা ও-বেলা ধীরে-সুস্থে শুন্‌ব। যাই এখন দেখি, ওরা এতক্ষণ ধ'রে কি কর্‌ছে।"

মোড়ল-বৌ কিছু বাধা দেবার পূর্ব্বেই আমি চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। সিঁড়ির মুখে পৌঁছে দেখি—মা-থিন, অণিমা, ও অনূপ আমাকে আস্‌তে দেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি সহাস্যে বল্‌লুম, "না, একটী কথাও নয়। যে সিঁড়ি বেয়ে এখনি নেমেছেন, সেই সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠ্‌তে হবে, আসুন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গত-কাল মা-থিনকে মলিন বেশে, অলঙ্কার-হীন দেহে ম্লান মুখে শোক-কাতর মূর্ত্তিতে দেখেছিলুম; কিন্তু আজ তাকে যেন আর সহজে চেনা যায় না। মুখ ম্লান হ'লেও আজ তা'র পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষায় হীরক-খচিত দু'চার খানি অলঙ্কারে তা'র রূপের যেন আর সীমা ছিল না। সে যে ধনী, সে যে ধনী বংশের—অভিজাত বংশের মেয়ে—তার প্রতি অঙ্গে যেন তা লেখা রয়েছে।

তিনখানি চেয়ারে তিনজনে পাশাপাশি বস্‌লুম। পরে মা-থিনকে বল্‌লুম, "আপনারা কী স্বার্থপর বলুন্ তো? আমি

বেচারী, আপনাদের পথ চেয়ে-চেয়ে চোখ ক্ষয়িয়ে ফেল্‌লুম্—আর আপনারা দিব্যি নূতন রাজ্য উপভোগ ক'রে এলেন ?"

মা-থিন ম্লান হেসে বল্‌লে, "উপভোগ করেচি সত্য, কিন্তু তা' নূতন রাজ্য নয়—আপনার অভাব। বার-বার এই কথা-টাই মনে উঠ্‌ছিল আমার, যে আকর্ষণে ছুটে এলুম—তাকেই যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। অণিমা আপনাকে নিয়েই আপনি পূর্ণ। অন্যের দিকে নজর দেবার ওর সময় ছিল না। আর অনূপ, ওর নিজের প্রশ্নই এত বেশী পরিমাণে সর্ব্বদা জমা হ'য়ে থাকে যে, অন্যের প্রশ্ন শোন্‌বার কোন সময়ই সে খুঁজে পায় না।"

আমি হেসে উঠ্‌লুম, পরে বল্‌লুম্ "আর আমিই বুঝি শুধু নিজের চিন্তা করি নে ?"

"সত্যিই ভাই, ভগবান্‌ যদি মাঝে মাঝে ভুল ক'রে এক-একটা আপনাদের মত পর-দুঃখ-কাতর প্রাণ সৃষ্টি না কর্‌তেন, তা' হ'লে এই পৃথিবী সত্য-সত্যই মানুষ-বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠ্‌ত। আরও একটু ভেঙে বলি—ধরুন, সবাই যদি আপন আপন স্বার্থ, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ নিয়ে পূর্ণ থাক্‌ত, তা' হ'লে কী নিয়ে আমাদের মত দুঃখীরা সান্ত্বনা পেতো, বলুন দেখি ভাই ? এই গত কয় মাস—বিশেষ ক'রে গত কয় দিন ধ'রে মনের অবস্থা আমার এমন শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল যে, না খেয়ে মৃত্যু-বরণ করব, এই পণ নিয়েছিলুম। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। আপনার দরদী মনের সহানুভূতিতে আমার মনের জ্বালা শীতল ক'রে তুল্‌ল। আমাকে ভুলিয়ে দিল, যে আমি মৃত্যু-বরণ ক'রে অনাহার-বরণ করেছি। তাই ভাব্‌ছিলাম—"

"কি ভাব্‌ছিলেন ?"

"তাই ভাব্‌ছিলাম, এমন কেন হয়। মোড়ল-বৌ, কত রকমে কত অসংখ্য বারই না মাথার দিব্য দিয়ে, কাতর অনুরোধ জানিয়ে, হাত যোড় ক'রে, ভিক্ষা মেগে, আমাকে যে-কাজ করাতে রাজী করতে পারে নি, উপরন্তু অজস্র ভংর্সনা খেয়েছে, তা কি না আপনার দরদ-ভরা দু'টী কথায় জেদ্‌ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে কোথায় যে লুপ্ত হ'ল, জানি নে। কেন এমন হয়, বল্‌তে পারেন ?"

আমি হেসে বল্‌লাম্‌, "না।"

অণিমা শুন্‌ছিল। সে বল্‌লে, "আমি পারি।"

মা-থিন্‌ অণিমার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বল্‌লে, "পারেন ? তবে বলুন্‌ তো, শুনি ?"

অণিমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "আপনাদের দু'জনের হৃদয়-বীণার তার একসুরে বাঁধা, তাই একই সুর বাজ্‌চে। বুঝেচেন ?"

মা-থিন, মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে, "ওঃ !"

আমি বল্‌লাম, "মন্দ আবিষ্কার করনি, অণিমা। একেবারে কলম্বস্‌ দি সেকেণ্ড।"

অণিমা কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বল্‌লে, "ঐ জন্যই আমি কোন মত্‌ প্রকাশ করি নে।"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লুম। মা-থিন এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি এর আগে আর কখনও বর্ম্মায় গিয়েছিলেন ?"

আমি বল্‌লাম, "না।"

মা-থিন্‌ বল্‌লে "তবে আপনার দিন মন্দ কাটবে না সেখানে।"

"কেন ?"

"অনেক কিছুই নূতন জিনিষ দেখ্‌তে পাবেন, যা' আপনাদের দেশে নেই। প্রথমতঃ আমাদের মেয়েরা স্বাধীন, আপনারা নন্। আমার মনে হয়, এই দিক্‌টাই আপনার কাছে মনোহর ব'লে মনে হবে।"

আমি নূতন আগ্রহে মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম, "কিন্তু আপনাদের কাছে কি মনোহর ব'লে মনে হয় না ?"

মা-খিন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বল্‌লে, "সত্য কথাই বল্‌ব। হয়ত একদিন এই স্বাধীনতাই আমাদের মেয়েদের জীবনের মতই প্রিয় ছিল—কাম্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তা অভি-শাপের মতই হয়েছে।"

আমার আগ্রহের কৌতুহলের আর সীমা রইল না। বল্‌লাম "অভিশাপ ? এ কী বল্‌ছেন, আপনি ! আমাদের দেশে মেয়েরা যে স্বাধীনতাকে পাবার জন্য সব দুর্ভোগ বরণ ক'রে নিয়েও ছুটে চলেছে—আপনি বল্‌ছেন, সেই স্বাধীনতাকে অভিশাপ—ভারী মজা তো ! আমাকে বুঝিয়ে বলুন্, আপনি ?"

মা-খিন বল্‌লে, "খুব সোজা কথা। যখন আমাদের দেশ স্বাধীন ছিল, তখন মেয়েরাও সেই স্বাধীন-শক্তির জোরে নিজেদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। আর এখন আমাদের দেশ পরাধীন। সুতরাং আমাদের পিছনে সেই দুর্জ্জয় শক্তি নেই—যা মেয়েদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করৃত। কাজেই আমাদের মেয়েদের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে দুর্বৃত্তেরা সুযোগ পেয়েচে। মেয়েদের সদা-সর্ব্বদা ভয়ে-ভয়ে চল্‌তে হয়, কারণ অপমানের, নির্য্যাতনের ভয় পদে-পদে।"

আমি বেশ বুঝ্‌তে না পেরে প্রতিবাদ জানাবার উপক্রম কর্‌তেই, মা-থিন বল্‌লে, "উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। একজন ইংরাজ-তরুণী যদি রাত দু'টার সময়ে সহরের জঘন্যতম স্থান দিয়েও যায়—কারুরই সাধ্য হবে না, তার গায়ে হাত দিতে, বা তা'কে অপমান কর্‌তে। কারণ কি জানেন? ইংরাজ স্বাধীন জাত। সুতরাং তাদের মেয়েদের পিছনে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দুর্জ্জয় শক্তি সর্ব্বদা উদ্যত অস্ত্র হাতে জাগ্রত রয়েচে। ইংরাজ মেয়েরা তা' জানে, আর দুষ্টু লোকেরাও তা' ভালরূপে বোঝে। অন্য ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থায় আমরা যদি পড়ি, তবে আমাদের যে-দুর্গতি সম্ভব হয়, তা' কল্পনা কর্‌তেও ভয় পাই। এবার বুঝেচেন?"

আমি যত বিস্মিত হয়েছিলাম, তত দুঃখিতও হয়েছিলাম —আমাদের মেয়েদের কথা ভেবে। বল্‌লাম, "বুঝেছি, কিন্তু তা' ব'লে কি মেয়েরা স্বাধীনতা ভোগ কর্‌বে না?"

মা-থিন প্রতি কথার ওপর জোর দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' "কিংবা" তা ব'লে নেই ভাই! মেয়েদের সাধ্য কি যে আপনাদের রক্ষা ক'রে—যদি না স্বাধীন রাষ্ট্রের শক্তি তাদের পিছনে থাকে? তাই বল্‌ছিলাম, আমাদের বর্ম্মা-মেয়েদের এই স্বাধীনতা—অভিশাপ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। তা' ছাড়া অন্য একটা জিনিষ হয় তো আপনি ঠিক্ ধর্‌তে পার্‌বেন না, ভাই, আমাদের দেশের মেয়েদের কত দুঃখে বিদেশবাসীকে স্বামী ব'লে গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হ'তে হয়! ভগবানের অভিশপ্ত দেশ—এই ব্রহ্মদেশ। এ দেশে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। সুতরাং মেয়েদের স্বাধীনতার সঙ্গে বিবাহ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অনেক মেয়েকেই—আপনি সেখানে গিয়ে

দেখ্‌তে পাবেন, আজীবন কুমারী-জীবন যাপন ক'রে বৃদ্ধা হ'য়ে মরণের দ্বারে উপস্থিত হ'তে হয়েছে। এই পুরুষের অভাবই আমাদের—নানা দেশের, নানা জাতির লোককে বিয়ে কর্‌তে বাধ্য করে। তা'তে সুখের চেয়ে বেশী দুঃখই নারীদের মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে।"

মা-থিন একটী চাপা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে নীরবে ব'সে রইল।

আমি মা-থিনের মনকে প্রফুল্ল কর্‌বার জন্য বল্‌লাম, "আচ্ছা, আপনাদের দেশের মেয়েরা কি দেশের বাইরে যেতে ভয় পায়? কারণ কল্‌কাতায় অনেক বার্ম্মিজ্‌ ভদ্রলোককে দেখেছি; কিন্তু মহিলাদের সংখ্যা এত কম—যে গণনার মধ্যেই নয়। কেন, বলুন তো?"

মা-থিন বল্‌লে, "আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে—তা' কু'ই বলুন, সু'ই বলুন,—যার জন্য মেয়েরা সমুদ্র পার হ'তে চায় না। তারা ভাবে, সমুদ্র পার হ'লে, তাদের সর্ব্বনাশ হ'বে। কিন্তু এখন দেশে মেয়েদের মধ্যেও ইংরাজীর প্রচলন হয়েচে। তাই যে কয়জন মহিলাকে আপনি কল্‌কাতায় দেখেছেন, তারা সব ইংরাজী-শিক্ষিতা মেয়েদের দল। ইংরাজী শিক্ষা পেয়ে সে-সব মেয়েরা ঐ সব সংস্কারকে কু-সংস্কার ভেবেচেন।" বোলে একটু মৃদু হেসে আবার বল্‌লে, "এই যেমন আমি, আমিও সেই আদিম যুগ থেকে প্রচলিত এই সংস্কারকে কু-সংস্কার ভেবেই ভাঙ্‌তে সক্ষম হয়েছি।"

অণিমা এতক্ষণ নীরবে শুন্‌ছিল—বল্‌লে, "ও সংস্কার শুধু একা আপনাদের দেশেই কেন, আমাদের দেশেও পূরামাত্রায় ছিল। এখনও বোধ হয় কোন-না-কোন স্থানে আছে। কিন্তু আগে

বিলাতে গেলে আমাদের দেশের ছেলেদের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, গোবর খেয়ে, মাথা মুড়িয়ে শুদ্ধ হ'তে হ'ত। মা গো! এই যুগে মানুষ এমন সব আজ্‌গুবি কথা ভাব্‌তে পারে?"

মা-থিন আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মিস্ আলো, আপনার বোন যা বল্‌লেন, তা কি সত্যি?"

আমি একটু হেসে লজ্জিত স্বরে বল্‌লাম, "সত্যি। কিন্তু এখন আর বড় একটা শুন্‌তে পাওয়া যায় না।"

মা-থিন আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, বল্‌লে, "তা এতে আপনি লজ্জিত হচ্ছেন কেন, মিস্ আলো? এই যে আমাদের কয়জন শিক্ষিতা মেয়ে ছাড়া বর্ম্মায় কোটী কোটী নারী এখনও পর্য্যন্ত ঐ পথ আঁকৃড়ে ধ'রে রয়েছে, তাদের আমি দোষ দিতে এতটুকু পারিনে। বরং আমরাই বিদ্রোহ করেচি ভেবে লজ্জিত হই। তা' ছাড়া, আপনাদের দেশে দেড়-শ বছরের ওপর হ'ল, ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলন হয়েছে, তাই আপনারা আপনাদের পূর্ণ সংস্কারগুলোকে কু-সংস্কার ভেবেই লজ্জিত হন্। এমনি ইংরাজী-শিক্ষার মহিমা! আর আমরা মাত্র কয়েক বছর ধ'রে এ বিদ্যা আয়ত্ত কর্‌ছি। সুতরাং আমরা আমাদের সব সংস্কার 'কু' ভেবে লজ্জা পেতে সক্ষম হ'য়ে উঠিনি।"

চেয়ে দেখি মা-থিনের কথা শুনে অণিমার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠেছে। পাছে অপ্রিয় কিছু ব'লে ফেলে ভেবে, অন্যকথা বল্‌বার উপক্রম কর্‌তেই—মধ্যাহ্ন আহারের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল।

আমি মা-থিনের হাত বেশ ক'রে চেপে ধ'রে বল্‌লাম, "কোন কথা শুন্‌ব না। আপনার ডিনারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে—আপনাকে এখানেই খেতে হবে।"

মা-থিনের মুখ কৃতজ্ঞ হাস্যে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আমরা সকলে কেবিনে প্রবেশ কর্‌লাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমাদের খাবার কেবিনে দেবার বন্দোবস্ত প্রথম হ'তেই করা হয়েছিল। আহারে ব'সে মামাবাবু মা-থিনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এত মুগ্ধ হলেন যে, আহারান্তেও তার দুঃখের ইতিহাস শুনে এবং এই মেয়েটির অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লক্ষ্য ক'রে তাঁর চক্ষু সজল হ'য়ে উঠেছিল। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ইতিহাস শুনে গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে বল্‌লেন, "দেখ মা, আমি এক বিপুল রায়কে চিনি। তুমি যে রকম তাঁর চেহারা বর্ণনা করলে, প্রায় হুবহু মিলে যায়। যদিও সে কল্‌কাতায় ছিল না, তবুও সে যে বর্ম্মায় আসেনি, তা' আমি বিশ্বাস করি। কারণ তা' হলে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে যেত না।"

শুন্‌তে শুন্‌তে মা-থিনের মুখ প্রফুল্ল হয়ে সহসা মলিন হ'য়ে উঠ্‌ল। আমরা চুপ ক'রে শুন্‌তে লাগ্‌লুম।

মামাবাবু আবার বল্‌লেন, "না, সে কিছুতেই হ'তে পারে না—কিছুতেই না। কারণ আমি তাকে জান্‌তাম। তার যে-হৃদয়ের পরিচয় আমি জানি, তার মাঝে এমন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না, মা।"

ক্ষণকাল ভেবে সহসা তিনি মা-থিন্‌কে বল্‌লেন, "তোমার তো অর্থের অভাব নেই, মা? তবে ঐসব যা-তা লোকজনের মধ্যে থাকা, তোমার তো সহ্য হবে না, মা-থিন?"

মা-থিন ঘাড় নীচু ক'রে বসেছিল, বললে, "আমি গত রাত ব'সেই কাটিয়েচি। শুধু আমার মনের শোচনীয় অবস্থার জন্ত এমনি হট্টগোলই বেছে নিয়েছিলাম, মামাবাবু।"

সহসা মা-থিনের "মামাবাবু" সম্বোধনে, মামাবাবু অধীর আনন্দে, মা-থিনের মাথায় হাত রেখে কিছু সময় ব'সে রইলেন। পরে বললেন, "আমাদের পাশের কেবিনটা খালি আছে—দেখেছি। তুমি যাও মা, তোমার রক্ষী মোড়ল-বৌ না কে সঙ্গে আছেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চলে এস। আমি ক্যাপ্টেন্কে ব'লে এখনই সে বন্দোবস্ত ক'রে ফেল্‌ছি।"

মামাবাবু উঠে গেলেন। আনন্দে আমি হাততালি দিয়ে মা-থিনকে জড়িয়ে ধর্‌লুম্,—বল্‌লুম, "সারারাত ধ'রে গল্প করা যাবে। এখন চলুন্, মোড়ল-বৌকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে আসি।"

অণিমাও যে খুসী হয়েছে, তা' তার মুখ দেখেই বোঝা গেল।

ভেবেছিলাম, সব বন্দোবস্তের কথা শুনে মোড়ল-বৌ খুব খুসী হবেন। কিন্তু সব শুনে তার মুখের যে ভাব হ'ল—আমাকে বিস্মিত ক'রে তুল্‌ল। সে মুখে রাজ্যের বিষণ্ণতা টেনে এনে বল্‌লে, "মা, মা-থিন আমার রাজকন্যে। ওর বুণ্যি জায়গা এ নয়। ওকে তোমরা—তোমাদের কাছেই নিয়ে যাও। আর আমি, মা জননী, গরীবের মেয়ে—গরীব। আমি এই সব পাঁচটা মেয়েছেলের সঙ্গে প্রাণ খুলে, মন খুলে কথা না কইতে পেলে, পেট ফুলে ম'রে যাব। আমি এইখানেই থাকি, মা!"

মা-থিন দুঃখিত হয়ে বল্‌লে, "সে কি হয়—মোড়ল বৌ! আমার তো একজন দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক চাই। আমাকে একা ছেড়ে দেবে তুমি?"

মোড়ল-বৌ কপাল চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "হা আমার বুদ্ধির রাণী, শেষে এই বুঝ্‌লে মা! বেশ, দিনে দশবার গিয়ে আমি তোমার খোঁজ্‌ নিয়ে আস্‌ব—তা হ'লে তো হবে! আর মাঝে একটা দিন। আজ শনিবার, সোমবার সকালেই আমরা রেঙ্গুণে পৌঁছে যাব।"

অবশেষে সেই বন্দোবস্তই হ'ল। শুধু মা-থিন আমাদের পাশের কেবিনে চ'লে এল। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষরা মা-থিনকে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে শুনে বিনা-খরচেই খালি কেবিনটি দখল করতে অনুমতি দিলেন। মা-থিনের জিনিষ-পত্র মোড়ল-বৌ একাই ব'য়ে এনে কেবিনে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

শনিবার সন্ধ্যা। সারাদিন ছুটোছুটি, দৌড়-ঝাঁপ ক'রে অবেলায় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে মা-থিন এসে আমাদের ঘুম ভাঙালে। মামাবাবু কেবিনের ডেক্‌-চেয়ারে বসে একখানা বই পড়্‌ছিলেন। আমাদের চা-পর্ব্ব শেষ হ'লে আমরা তিন জনে পাশাপাশি চেয়ারে ব'সে গল্প জুড়ে দিলাম।

হঠাৎ মা-থিন প্রশ্ন করলে, "আপনি খুব ভাল ছবি আঁক্‌তে পারেন, না?"

আমি লজ্জিত হ'য়ে বললুম, "খুব ভাল কি না, জানিনে। কিছু কিছু শেখ্‌বার চেষ্টা করি।"

মা-থিন হেসে বল্‌লে, "আমি যদি ওরূপ কিছু-কিছু পার্‌তাম, তা' হ'লে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌তাম। আপনার সাপে-ময়ূরে যুদ্ধ করছে যে ছবি-আঁকা ক্যান্‌ভাস্‌খানা আপনাদের কেবিনের মধ্যে রয়েচে, আমার এত ভাল লাগ্‌ল—কী আর বল্‌ব!"

আমি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লাম, "আপনি দেখ্‌লেন কখন ?"

"আপনারা যখন ঘুমুচ্ছিলেন, অনুপ ছবিখানা আমার কেবিনে নিয়ে গিয়েছিল।" ব'লে মা-থিন মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমি অনুপের শান্ত-নিরীহ-ভাবে-ভরা মুখের দিকে চাইতেই, সে মাথা হেঁট ক'রে ক্ষণকাল ব'সে থেকে সহসা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "ছবি তুমি আঁকই তো! আমি দেখিয়েছি, বেশ করেছি! তোমার সেই "সাঁওতালী-অভিবাদন," "দিনের শেষে", "সাপুড়িয়ানী", "সন্ধ্যা-আরতি"—সব দেখাব দাঁড়াও, আন্‌চি আমি।" ব'লে অনুপ অগ্রসর হ'তেই আমি তাকে ধ'রে নিরস্ত করলাম।

মা-থিন হাস্‌ছিল, বল্‌লে "দেখাতে আপনার আপত্তি কেন ?"

আমি বল্‌লাম, "ও-সব ছবিগুলো এখনো শেষ কর্‌তে পারি নি। যে অবস্থায় পৌঁচেছে, সে অবস্থায় দেখ্‌লে আপনার তেমন ভাল লাগ্‌বে না।"

মা-থিন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আর কি আপনি জানেন ?"

"কিছু না" ব'লেই এ-প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বল্‌লুম, "শুনি, আপনারা রঙ খুব ভালবাসেন। আপনাদের দেশে আর্টিষ্টের আঁকা দু'খানা ছবি একবার দেখেছিলুম। দেখে অবাক্ হয়েছিলুম, যে একখানা ছবির মধ্যে কত বিভিন্ন রকমের রঙের সমাবেশ হয়েছে!"

মা-থিন বল্‌লে, "তা সত্যি, আমরা জম্‌কালো রঙের পক্ষপাতী। আমাদের দেশের মাটীতে পা দিয়েই দেখ্‌বেন—রঙের ছড়াছড়ি চারিদিকে। মেয়ে-পুরুষের পোষাক থেকে দোকানের জানালা পর্য্যন্ত—শুধু নানা রঙের ছড়াছড়ি। কিন্তু আপনাদের

দেশের পুরুষেরা রঙ একেবারেই পছন্দ করেন না। আমার স্বামীকে সাদা সার্ট, সাদা প্যাণ্ট ব্যবহার করতে বরাবরই দেখেছি। তিনি বলতেন, রঙ্-করা জিনিষ মেয়েদের মানায়—তাদেরই পরা উচিত।”

অণিমা এতক্ষণ নীরব-শ্রোতা হিসাবে বসেছিল, বল্‌লে, “মাগো, পুরুষেরা রঙিণ-ধুতি প’রে রাস্তায় বেরুচ্ছে—মনে মনে ভাব্‌লেও আমার হাসি আসে! আপনাদের দেশের পুরুষগুলো কি সবাই রঙিণ কাপড় পরে?”

মা-থিন হাস্‌তে হাস্‌তে অণিমাকে বললে, “ও, আপনিও তা’হলে এই প্রথম আমাদের দেশে যাচ্ছেন? না, ভাই, আমাদের দেশের পুরুষেরা রঙিণ-ধুতি পরে না, তারা পরে রঙিণ লুঙ্গি। আমাদের মেয়ে-পুরুষের পরিধেয় প্রায়ই এক। তবু একটু তফাৎ আছে বৈ কি!”

এমন সময়ে বিরাট-বপু মোড়ল-বৌ’ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এসে প্রাণান্তকর হাঁপাতে লাগ্‌ল। তার মুখের দিকে চেয়ে আমার অনুমান করতে এতটুকু কষ্ট হ’ল না যে, বেচারী কেন একটু রোগা হ’তে চায়। যা’ হোক্, তাঁর হাঁপানির বেগ কিছু শান্ত হ’লে, সেখানে থপ্ ক’রে ব’সে সে মা-থিনকে বল্‌লে, “কিছু হুকুম আছে, মা?”

মা-থিন্ অনুযোগের স্বরে বল্‌লে, “কেন এত কষ্ট ক’রে আবার উপরে উঠে এলে, মোড়ল-বৌ? আমি তো বার-বার বলেছি, যখন আমার কিছু দরকার হবে, তখন তোমাকে খবর দেবো। না, তুমি যাও, খেয়ে নিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়ো গে।”

মোড়ল-বৌ চোখ দু’টো কপালে তুলে, আমার দিকে চেয়ে

বল্‌লে, "শোন মা—মেয়ের কথা! এইটুকুতে আমার কষ্ট! আমার লজ্জা করে শুনে।" তারপর স্বর মোলায়েম ক'রে বল্‌লে, "আজ রাতে একটু ঘুমিও, বাছা। নইলে সোনার বরণ কালি হ'য়ে যেতে বসেচে যে।"

মোড়ল-বৌ আরও কি যে সব কথা বল্‌তে বল্‌তে নেমে গেল, তা' আমরা কেউ বুঝ্‌লুম না। মা-থিন্ বিষণ্ণ-মুখে বল্‌লে, "আমার জন্য যে পরিশ্রম ঐ মেয়েটী করেচে, সে ঋণ আমি কোন দিন পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আমার অদৃষ্টের দুঃখ দূর কর্‌বার শক্তি একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধদেব ছাড়া আর কারও নেই।"

মা-থিনের মুখ আবার বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। অণিমা বল্‌লে, "একটা কথার জবাব দাও তোমরা। ধরো—এই বিশাল সমুদ্রের বুকে আমাদের এই জাহাজখানি হঠাৎ যদি ডুবে যায়, তা হ'লে আমরা কে কী করি?"

মা-থিনের মুখ একটা শান্ত হাসিতে ভ'রে উঠ্‌ল। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আগে তুমি কি কর, আমাদের বলো, অণিমা?"

অণিমা দুটী চোখ বুজে ভাবাবেগ এনে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কাল্ রাতে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, এই পাথর বাটীর মত নীলাভ কালো জলের সীমাহীন তলের উদ্দেশে ডুব্‌চি তো ডুব্‌চি! ভেবে প্রথমটা খুব আনন্দে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লুম। তারপর যখন নীচে যেতে যেতে পথ আর ফুরাতে চায় না, তখন অসীমের কথা ভেবে মনটা গেল দ'মে—তা' আর যাবে না, মা-থিন্-দি?"

মা-থিন্ হেসে উঠ্‌ল এবং বল্‌লে, "শুধু এই কথাটাই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে ভাই, যে ডুব্‌তে ডুব্‌তে আনন্দে অস্থিরই বা হ'বো কী

ক'রে, আর দ'মেই বা যাবো কোন্ উপায়ে ? কারণ যখন লোনা জল গিলে গিলে পেট ফুলে উঠে, ঢেউয়ের উপর তালে তালে না হোক্—ঢেউয়ের মর্জ্জিমত লাফিয়ে লাফিয়ে ভাস্তে থাক্‌ব, আর হাঙ্গর কুমীরের দল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তখন অসীমের কথাই বা ভাব্‌ব, কী ক'রে দিদি ?"

অণিমা মুখ ভেঙ্‌চে বল্‌লে, "না, আপনার মধ্যে কবিতা ব'লে কিছুই নেই, মা-থিন্-দি।"

এমন সময়ে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল ; মামাবাবু ডেক্-চেয়ার হ'তে উঠে এসে বল্‌লেন, "আলো, এস মা তোমার খাবার আস্‌ছে। মা-থিন্! তুমিও এস মা, তোমার খাবারের অর্ডার আমি দিয়ে রেখেছি !"

আমরা সকলে কেবিনে প্রবেশ কর্‌লুম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমাদের পাশের কেবিন্‌টাই মা-থিনের জন্য লওয়া হয়েছে। রাত্রে আহারের পর, আমি মা-থিনের কাছে শোবার জন্য মামাবাবুর অনুমতি নিয়ে, মা-থিনের কেবিনে চলে গেলুম। মামাবাবু অণিমা ও অনুপকে নিয়ে শয়ন কর্‌লেন—বল্‌লেন, "কোন ভয় নেই, মা—কেবিনের ভিতর থেকে চাবি বন্ধ ক'রে দিও।"

আমাকে কাছে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় মা-থিনের সারা মন ভ'রে গেল। তাঁর স্বামীর নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য যে বিদ্বেষ তার

মনে অগোচরে বাঙালী-জাতির জন্য সঞ্চিত হচ্ছিল, তা' যেন অনেক খানি হাল্কা হ'য়ে গেল। মা-থিনের মনটী এত নরম, এত কোমল—যে একটু নাড়া পেলেই দু'টি চোখ ঝর্ ঝর্ ক'রে অশ্রু বরষিয়ে মুখখানিকে ছেয়ে ফেলে। আমি তার চেয়ে বয়সে ছোট। তাই আমার কাছে তার মনের ভার লাঘব কর্‌বার ততটা পথ যদিও ছিল না—তবুও যেটুকু তার দাবীর মধ্যেই ছিল—সেটুকু আদায় ক'রে নিতে, সে একটুও কৃপণতা কর্‌লে না। আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবিনের জানালার দিকে মুখ ক'রে যখন আমরা শুয়ে পড়্‌লুম, তখন রাত মাত্র দশটা বেজেছে।

* * * *

এক সময়ে আমি বল্‌লুম, "আপনাদের সুন্দর দেশ দেখ্‌বার জন্য আমার আর দেরী সইছে না—এম্‌নিই আগ্রহে ভুগ্‌ছি আমি।"

মা থিন্ বল্‌লে, "এম্‌নিই হয় ভাই। নূতন দেশের আকর্ষণ মানুষকে এমনি ক'রে অভিভূত করে। যদিও আমাদের দেশটা আমাদের চোখেই নিতান্ত সাধারণ হিসাবেই দেখায়—তা' হলেও আপনাদের মত যাঁরা প্রথম সে-দেশে যান্—তাঁদের চোখে তা স্বপ্ন-পুরীর মতই অনুভূত হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "আপনি কি রেঙ্গুণে নেমেই মৌল্‌মিনে চ'লে যাবেন?"

"যাব বই কি, ভাই! সেখানে কার্‌বার, বাড়ী,—সবই যে অনেক দিন হ'ল, পরের ওপর ছেড়ে এসেচি। শুধু নিজের স্বার্থ, নিজের সুখের জন্য, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা ক'রে পিতার

আমলের সম্পত্তি নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই। সময়ে সব সহ্য হ'বে। আর ওঁর জন্য আমার মনে এই ব্যথা—হয় তো, আর কিছু দিন বাদে হাল্কা হ'য়ে যাবে।" ব'লে মা-থিন্ চুপ কর্‌ল।

আমি বুঝ্‌লুম, যে বিষয়টা থেকে মা-থিনকে আমরা বাঁচিয়ে চল্‌তে চাই, ঠিক সেই বিষয়েই কি না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওকে টেনে এনে জড়িয়ে দিচ্ছি!...সমুদ্রের বাতাস হু হু ক'রে ব'য়ে এসে মাথায় লাগ্‌ছিল। নিজের অগোচরেই কখন্ যে কথা বল্‌তে বল্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম, মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন জাহাজে প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজ্‌ছে।

সকলে একসঙ্গে প্রাতরাশ শেষ ক'রে, কিছুক্ষণ সকলে ঘুরে বেড়ালুম। কাল সকালে রেঙ্গুণে উপস্থিত হবো, এই আনন্দ আজ এত অস্থির ক'রে তুল্‌লো—যে কোনও কথা, কোনও আলোচনা ধীর-স্থির হ'য়ে করা, আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হ'ল।

দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হ'লে একবার সবাই কেবিনের ভিতর প্রবেশ ক'রে বিশ্রাম কর্‌লুম। আমি ছবি আঁক্‌বার চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু কিছুতেই মনকে আয়ত্তে রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

মা-থিন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল! তার মুখখানি যেন ক্রমশঃ বিষণ্ণতার ভারে অবনত হ'য়ে পড়্‌ছিল। তার মুখ দেখে মনে হ'ল, সে যেন এই কথা ভেবে অস্থির হচ্ছে—আবার সেই একঘেয়ে জীবন-যাপনের মাঝে ফিরে যেতে হবে—যেখানে তার কোন আকর্ষণের কোন জিনিষ নেই।"

রাত দু'টোর সময় জাহাজ ইরাবতী নদীর মোহানায় নঙ্গর

ক'রে ব'সে থাক্‌বে। পরে ভোর বেলায় যাত্রা ক'রে বেলা সাতটার পূর্ব্বেই রেঙ্গুণের বন্দরে পৌঁছে যাবে।

আমাদের উত্তেজনায় সে-দিন রাত্রে নিদ্রাদেবী যেন জাহাজ খানিতে পদার্পণ করতে অস্বীকৃতা হয়েছেন। কত যে বাজে ছোট গল্পে, অকারণ খুসির হাসিতে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের কেবিন দু'টী উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল—তার হিসাব নেই! তারপর নানারূপ অসংলগ্ন আলাপ-আলোচনার মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম, জানিনে। আর কখন যে জাহাজ এসে ইরাবতীর মুখে নঙ্গর করেছিল, আর কখন্ যে নঙ্গর তুলে রেঙ্গুণ-বন্দর অভিমুখে যাত্রা করেছিল, তা'ও জানিনে। সহসা জাহাজের তীব্র বংশী-ধ্বনিতে ধড়্ ফড়্ ক'রে বিছানায় ব'সে কেবিনের জানালার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম, জাহাজখানি ছোট ছোট অসংখ্য নৌকায়-ভরা নদীর ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে চলেছে। সুমুখে নদীর তীরের ওপর দিয়ে গাড়ী—ঘোড়া—মানুষ চলাচল কর্‌ছে! এত কাছে—যে তাদের চোখ পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি আনন্দে অস্থির হ'য়ে মা-থিনকে সবেগে নাড়া দিয়ে বল্‌লুম "মা-থিন্-দি! উঠুন—উঠুন, আমরা এসে পড়েছি!"

মা-থিন্ জেগেই ছিল। আমার আনন্দে-উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে নীরস-কণ্ঠে বল্‌লে, "জানি ভাই, আমরা এসে গেছি। কিন্তু আমি কেন এলুম, মিস্ আলো?"—আমার সব আনন্দকে ম্লান ক'রে দিয়ে মা-থিনের চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

নবম পরিচ্ছেদ

জাহাজ জেঠীতে লাগ্‌বার পূর্ব্বেই আমরা সেজে-গুজে প্রস্তুত হ'য়ে নিলাম। জাহাজ জেঠীর গায়ে লাগ্‌তে-না-লাগ্‌তে একপাল কুলী শিকারী-কুকুরের মত ঝাঁকে-ঝাঁকে আমাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়্‌ল। তাদের নম্বর-লেখা আমার প্লেট্‌খানা মামাবাবুর হাতে দিয়ে চোখের পলক পড়্‌তে-না-পড়্‌তে—দেখি, আমাদের রাশীকৃত মোট্‌-ঘাট্‌ তুলে নিয়ে তারা অদৃশ্য হ'ল। কিন্তু এবার গহনার বাক্সটা অণিমা কিছুতেই তাদের হাতে ছাড়্‌ল না—নিজে হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু পরে আমরা নাম্‌তে যাচ্ছি, এমন সময়ে মোড়ল বৌ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হ'ল। এসে বল্‌লে, "এই সব ডাকাতগুলোকে দিনের বেলায় কেন যে ছেড়ে রাখে, মা! আমার এই ঐ দু'টো পোঁট্‌লা ছাড়্‌ব না, আর হতভাগা কুলীর দলও কিনা ছাড়্‌বে না, মা! শেষে তাদের সঙ্গে আমি রোগা মানুষ—পারব কেন? মুখ-পোড়ারা সব ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হ'য়েচে।"

মা-থিন্, বহুক্ষণ হ'ল, প্রকৃতিস্থ হয়েছে! সে একটু হেসে বল্‌লে, "ভয় নেই, এস সব নেমে।"

সকলে সবই পেলুম। কত রকম পরীক্ষা, কত রকমের প্রশ্ন এড়িয়ে, যখন মোট-ঘাট ট্যাক্সির ওপর চাপানো হ'ল ও কুলীর দল মামাবাবুকে হাসিমুখে সেলামের ওপর সেলাম দিয়ে বিদায় হ'ল—তখন মোটরে ওঠ্‌বার আগে মামাবাবু বল্‌লেন,

"আলো, তোমরা মা-থিনকে ও মোড়ল-বৌকে নিয়ে ঐ মোটর-কারে ওঠো, আমি অনুপকে নিয়ে এইটায় উঠ্‌ছি!" তখন মা-থিন্‌ নম্রস্বরে বল্‌লে, "আমি যে আজই মোল্‌মিনে যাবো, মামাবাবু! আমরা বরাবর ষ্টেশনে চ'লে যাই। আপনি অমত্‌ কর্‌বেন না।"

মামাবাবু সস্নেহে একটু হেসে বল্‌লেন, "তা কি হয়, মা? আজ তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। তা' ছাড়া, আমার মনে তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে খট্‌কা লেগেছে, তা' কেটে না যাওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে—যদি একান্তই আবশ্যক হয়—দু'এক দিন থেকে যেতে হ'বে। ওঠো মা, আমি তোমার কোন আপত্তিই এখন শুন্‌ব না।"

মা-থিন্‌ আর কোন আপত্তি না জানিয়ে মামাবাবুর অনুরোধ পালন কর্‌ল। একখানিতে মোট-ঘাট বোঝাই কোরে আমরা দু'খানি মোটরে ৪০নং ষ্ট্রীটে মামাবাবুর বাসায় যখন উপস্থিত হলুম, তখন আট্‌টা বাজে।

* * * *

একটা কথা লিখ্‌তে ভুলেছি। জেঠি থেকে বেরিয়ে এসে চোখের ওপর যে দৃশ্য পড়্‌ল, তার তুলনা নেই। হাজার হাজার রিক্‌সা গাড়ীর মহামেলা। এক জায়গায় এত রিক্‌সা গাড়ী জীবনে কখনও দেখিনি। শুন্‌লুম, রিক্‌সা গাড়ীকে ও-দেশের লোকে লাঞ্চা বলে। অন্যান্য গাড়ীর চেয়ে এই গাড়ীরই প্রচলন ও-দেশে সব চেয়ে বেশী। গাড়ীগুলিও এমন সুদৃশ্য ও নূতন ধরণের যে, দেখ্‌লেই চেপে বস্‌তে ইচ্ছা করে। ভাড়াও খুব সস্তা। আরও শুন্‌লুম, সেখানে হাইকোর্টের

জজ্ সাহেব পর্য্যন্ত রিক্সা-গাড়ী চ'ড়ে পথে বেড়াতে অপমান বোধ করেন না। তা' ছাড়া পথে নানা রঙ্ বে-রঙের লুঙ্গি-পরিহিত নর-নারীর মেলা আমার চোখে যেন এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করলে।

সতরঞ্চির ছক্ কাটার মত বাড়ীগুলি সব সমান্তরালভাবে শ্রেণীবদ্ধ। কল্‌কাতার মত গলি-ঘুঁজি একটীও নেই। শুন্‌লুম, আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের প্ল্যানের অনুযায়ী রেঙ্গুণের বাড়ীগুলি তৈরী হ'য়ে অল্প কয়েক বছর পূর্ব্বে এক নূতন সহর হোয়ে গড়ে উঠেছে। যাক্, বাসায় উপস্থিত হ'তেই, মামী-মা হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরা জাহাজেই স্নানের পর্ব্ব সেরে নিয়েছিলেম। গরম চা ও গরম লুচি, তরকারী, মিষ্টি দিয়ে জলযোগ সমাপন করলুম। মামী-মা মা-থিনের ইতিহাস মোটামুটি শুনে নিয়ে, মা-থিন্ ও মোড়ল-বৌকে আদর আপ্যায়ন করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করলেন না। মামাবাবু এখানকার হাসপাতালের সিভিল-সার্জ্জন। মাত্র আট মাস আগে এখানে এসেছেন। বলেছি, মামী-মা'র ভাই গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে কাজ করেন। প্রথম যখন মামাবাবু এখানে আসেন, তখন মামী-মাকে বা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আনেন নি। এখানের সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে এইবার তবে নিয়ে এলেন।

অপরাহ্ণে মা-থিন্ বল্লে, "আলো-দি, বেড়াতে যাবেন?"

আমার মন নূতন দেশ্‌টা দেখ্‌বার জন্য আসা অবধি ছট্‌ফট্ করছিল।

মামী-মা বল্লেন, "এখানে মেয়েদের পর্দ্দা-প্রথা নেই মা—তবে

খুব সাবধানে চলা-ফেরা ক'রো। বেশী দূরে যেয়ো না তোমরা। আর মা-থিন্ যখন সঙ্গে যাচ্ছে, তখন পথ হারাবার ভয় নেই।"

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "অণিমা কোথায়, মামী-মা ?"

মামী-মা কিছু বল্‌বার আগেই, অণিমা শোবার ঘর হ'তে জবাব দিলে, "অণিমাও যাবেন আলো-দি, তিনি সাজ-গোজ্ কর্‌ছেন।"

মা-থিনের দিকে চেয়ে দেখি, তিনি হাস্‌ছেন,—বল্‌লেন, "আমরা পরামর্শ শেষ ক'রে তবে আপনাকে বলেছি। আপনি জামা-কাপড় বদ্‌লে নিন্ এবার।"

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মোড়ল-বৌ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ব'লে শুয়েছে, যে গত তিন রাত যত সব দস্যিদের অত্যাচারে তার দু'টী চোখের পাতা এক হয়নি, সুতরাং সে আজ প্রাণ ভ'রে ঘুমিয়ে নেবে। প্রাণ তার বোধ হয় বেলা পাঁচটার সময়ও ভরে নি, তাই এখনও তার নাক উৎকট সুরে ডাক্ ছাড়্‌ছে।

মামাবাবু তাঁর বিশ্বাসী কুরঙ্গ জাতীয় চাকর রাখিয়াংকে আমাদের সঙ্গে পাহারায় পাঠালেন। যদিও তিনি বল্‌লেন, "ও-সবের কোন প্রয়োজন নেই, তবুও থাক্ না সঙ্গে।"

মা-থিনকে অগ্রবর্ত্তিনী ক'রে আমরা পথে বেরোলুম।

*　　*　　*　　*

রেঙ্গুণ-সহর, সর্ব্ব রকমে কল্‌কাতার ছোট সংস্করণ। তেম্‌নি ট্রাম, বাস্, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্‌সা আছে। পথে পিচ্ ঢালা। প্রশস্ত রাজপথের দুই পাশে উচ্চ প্রাসাদশ্রেণী। কল্‌কাতায় যেমন সিঙ্গল্-ডেকার ডবল-ডেকার বড় বড় বাস চলে, এখানে সব বাসই সিঙ্গল্-ডেকার। তার উচ্চতা এত অল্প যে আমাদের মত মেয়েরাও বোধ হয় সোজা হ'য়ে

দাঁড়াবার স্থান পায় না। রেঙ্গুণ-সহরের আর একটী বিশেষত্বের কথা সে-দিন শুন্‌লুম—তা' বায়স্কোপ। সেখানে বেলা দশটা থেকে বায়স্কোপ সুরু হয়—রাত ১টা অবধি চলে। দর্শকের ভাগ শতকরা ৯৯ ভাগ—মহিলা।

৪০নং ষ্ট্রীট্ থেকে বার হ'য়ে ফ্রেজার·ষ্ট্রীটে উপস্থিত হ'য়ে মা-থিন্ বল্‌লে, "চলুন্, আজ রয়েল-লেক্ দেখিয়ে আনি।"

অণিমা উৎসাহিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, "চলুন।"

মা-থিন একটু হেসে বল্‌লে, "বেশ"—ব'লে তিনখানি সুদৃশ্য ল্যাঞ্চা দাঁড় করালেন। প্রত্যেকে এক একখানিতে উঠে বস্‌লুম। অনুপ আমার কাছে বস্‌ল। লাঞ্চার স্থান এত সংকীর্ণ যে একজন মাত্র লোকই বেশ স্বচ্ছন্দে বস্‌তে পারে। রাখিয়াকে মা-থিন্ বর্ম্মা-ভাষায় কী বল্‌লে! সে উর্দ্ধশ্বাসে চ'লে গেল।

লাঞ্চাওয়ালা হাওয়ার বেগে উড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল। শুন্‌লুম, লাঞ্চা যারা টানে, তারা' সবাই মাদ্রাস-প্রদেশের কুরঙ্গী-জাতির লোক। খুব লম্বা, গায়ের রং খুব কালো। লম্বা লম্বা পা ফেলে যখন ছোটে, তখন সেই সরু কাঠির মত দীর্ঘ পা মাটি স্পর্শ কর্‌ছে কি হাওয়ার ওপর দিয়ে চলেছে—ভাবতে হয়।

৪০নং রাস্তা হ'তে রয়েল-লেক্ প্রায় দু মাইল। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলুম। আমাদের চাকর রাখিয়াও এই কুরঙ্গী বংশধর। সুতরাং তাকে আমাদের পৌঁছানর পূর্ব্বেই হাজির হ'তে দেখে বিস্ময় বোধ কর্‌লাম না। যেখানে লাঞ্চা গিয়ে থাম্‌ল, সেখান হ'তে লেকের নয়ন-মুগ্ধকর দৃশ্য দেখে তৃপ্তির আর শেষ রইল না। কত পেরাম্বুলেটার ক'রে

ছোট ছোট শিশুর দল আর নানারকম যানে সৌখীন নর-নারীর দল উপস্থিত হয়েছেন। লেকের' বুকের ওপর ছোট ছোট রেসিং-বোটে সাহেব-মেম ও বর্ম্মা তরুণ-তরুণীর দল নৌকা-বিহার করছে। সকলের মুখে জীবন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের ছায়া। লেকের চারিধার দিয়ে সুন্দর প্রশস্ত পিচ্-ঢালা রাস্তা লেক্‌টাকে জড়িয়ে প'ড়ে আছে। রাস্তার ওপরে ধনীর মোটরের অসম্ভব ভীড় এই সময়ে। সকলেই হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

সহসা মা-থিন্ আমাদের বল্‌লে, "নৌকায় চড়্‌বেন, আলো-দি ?"

আমি মাথা নেড়ে বল্‌লাম, "না, দিদি। আমি সাঁতার জানিনে।"

অণিমা প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "নৌকায় চড়ার সঙ্গে সাঁতার জানার কি সম্বন্ধ আছে, আলো ? তোমাকে কি নৌকায় উঠে সাঁতার দিতে হবে ?"

আমি বল্‌লাম, "যদি নৌকা ডোবে, তা হ'লে ?"

অণিমা হেসে বল্‌লে, "লেকের তলায় চ'লে যাব।"

আমি বল্‌লাম, "অত সাধ আমার নেই, ভাই। তার চেয়ে চলো একটু বেড়িয়ে বেড়াই।"

দেখে আশ্চর্য্য হলুম—লেকের ধারে, বহু জাতির নর-নারী সান্ধ্য-বায়ু-সেবনে হাজির হয়েছেন। একমাত্র বাঙালীই—নেই বল্‌লেই হয়। কত বিচিত্র রকমের পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে প্রজাপতির মত বার্ম্মিজ্ তরুণীর দল, হাসিমুখে গল্প করছে, ছুটাছুটী করছে—দেখে মনে এত আনন্দ পেলুম, যে কী-বল্‌বো! এমন স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের দেখ্‌লে, সত্যিই হিংসে হয়। ছোট

খাটো বেঁটে শক্ত-বাঁধুনীর চেহারা। রঙ ঈষৎ হলুদ মেশানো গোলাপ ফুলের বর্ণের মত। মুক্তার মত সাদা দাঁত দেখ্‌লে, মন মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তারা আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল। মনে আমার দুঃখ হচ্ছিল, যে ওদের ভাষা জানিনে ব'লে। সকলে তো আর মা-থিনের মত বাঙ্‌লা-ভাষা শেখ্‌বার সুযোগ পায় নি ?"

কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর সন্ধ্যা হয় দেখে, আমি বল্‌লুম, "চলুন, এবার ফেরা যাক্।"

মা-থিন্ লেকের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছিল। বল্‌লে, "যদি সম্ভব হ'ত ভাই, তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে যেতাম। কিন্তু তা হ'বার নয়। যেমন ক'রেই হোক্, কাল আমায় মৌল্‌মিনে ফির্‌তেই হ'বে।"

শুনে মন আমার কিছু বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ল। এই অপরিচিত মেয়েটীর মনের যে পরিচয় এই গত তিন দিন আমি পেয়েছিলুম, তাতে বিস্ময় আমার যত হ'য়েছিল—মুগ্ধ করেছিল তার চেয়ে বেশী। আমি বল্‌লুম, "দু'টো দিনই কি আর থাকা চলে না, আপনার ? মামাবাবু, আপনার স্বামীর অনুসন্ধান কর্‌বেন, বলেছেন। সে জন্যও কি আপনি দু'টো দিন অপেক্ষা কর্‌তে পারেন না ?"

মা-থিনের শত সাবধানতা সত্ত্বেও একটী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে বল্‌লে, "তাঁর সন্ধান কি আর পাওয়া যাবে, বোন ? সে বিশ্বাস আমার আর নেই, ভাই।"

অণিমা বল্‌লে, "সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আলো-দি ! চলো, ফেরা যাক্, নইলে মা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌বেন।"

"চলুন" ব'লে মা-থিন্ আবার বর্ম্মা-ভাষায় রাখিয়াকে কি বল্‌তে সে চ'লে গেল। আর আমরাও তিনজনে লাঞ্চায় উঠে বস্‌লুম।

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রে মামাবাবু মা-থিনকে ডেক্‌এ তাঁর পাশের চেয়ারটীতে সস্নেহে বসিয়ে বল্‌লেন, "আমি প্রিপেড্‌ টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, মা। প্রতি মুহূর্ত্তে জবাবের প্রতীক্ষা কর্‌ছি। আমি এই বিপুলের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে চাই।"

মামাবাবুর কথা শুনে মা-থিন্‌ ক্ষণকাল মাথা নত ক'রে ভাবতে লাগ্‌ল। পরে যখন মুখ তুল্‌লে—দেখে আমরা স্তম্ভিত হলুম, যে তার চক্ষু দু'টী অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে। সে অতি কষ্টে শক্তি সংগ্রহ ক'রে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "আমি যে কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো জানিনে, মামাবাবু! কিন্তু আমার মন বল্‌চে, এ-সব হবে আপনার পণ্ডশ্রম।"

"কেন মা, পণ্ডশ্রম হ'বে কেন? তুমি তোমার স্বামীর যা বর্ণনা দিয়েছ—আমি যার কথা জানি—তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। বল্‌তেও তো পারা যায় না মা! হয়ত আমি যে পথ ধ'রে চলেছি, সেই ঠিক্‌ পথ।" ব'লে মামাবাবু মা-থিনের মুখের দিকে চাইলেন।

মামি-মা শুন্‌ছিলেন, বল্‌লেন, "এই সব বিশ্বাসঘাতক ছেলেরা কোন দিন সুখের মুখ দেখ্‌বে না, তা আমি ব'লে রাখ্‌চি। এমন ফুলের মত মেয়েকে যে নির্ম্মম চোখের-জলে ভাসিয়ে হাসিমুখে ত্যাগ ক'রে যেতে পারে, তার দুঃখের আর শেষ কোন দিন হ'বে না।"

মা-থিন্‌ মামীমার কথা শুনে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "অন্য সব ছেলেদের কথা জানিনে, মামী-মা, কিন্তু উনি কখনও

বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারেন না। আমাদের পাপ মন, তাই নানা কথা উঠ্‌ছে। নইলে তাঁকে আমি পাঁচ বছর ধ'রে চিনেছি, সে-কি ভুল কর্‌বার কথা—মা?"

মামী-মা সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "আমার গর্ব্ব ছিল মা– বুঝি বাঙ্‌লা দেশের পরাধীন মেয়েরাই স্বামীকে দেবতা ভেবে পূজা করে। কিন্তু মা, তোমরা স্বাধীন মেয়ে স্বামীকে যে এমন দেবতার ওপরও ভাব্‌তে পার, তা' চোখে না দেখ্‌লে, কোন দিনই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তুম না। বেঁচে থাক মা, সুখী হও মা, স্বামীকে ফিরে পাও মা—এই আশীর্ব্বাদই আমি কায়মনে প্রাণে কর্‌চি।"

মামাবাবু বল্‌লেন, "আলোর মুখে শুন্‌লুম, তুমি কালই বাড়ী ফিরে যেতে চাও, মা। কিন্তু আমি বলি কি, তুমি অন্ততঃ কাল্‌কের দিনটা থেকে যাও—কি বলো, মা?"

মা-থিন্ বল্‌লে, "তাই হবে, মামাবাবু। কাল আমার বোন দু'টীকে রেঙ্গুণের দু-চারটে দেখ্‌বার জিনিষ দেখিয়ে বেড়াব। আমি চ'লে গেলে ওদের একটু যে অসুবিধে হবে দেখে-শুনে বেড়াবার—তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি।"

আমার আনন্দের আর সীমা রইল না। রাত্রে মা-থিন্ আমি ও অণিমা একঘরে পাশাপাশি দু-খানা বড় বিছানায় শুলুম।

এক সময়ে অণিমা প্রশ্ন কর্‌লে, "আপনি ভূত দেখেছেন মা-থিন্, দিদি? আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই ভূত আছে, না?"

মা-থিন্ বল্‌লে, "শুনেছি, আছে ব'লে, বোন। কিন্তু কোনও-দিন চক্ষে দেখিনি।"

অণিমা হতাশ-স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু শুনেছেন তো? একটা ভূতের গল্প বলুন্—শোনা যাক্।"

আমি বিরক্ত হ'য়ে বল্লুম, "যত বাজে রাবিশ্! তার্ চেয়ে বরং এ-দেশের নূতন নূতন কথা শুনি, আয়।"

অণিমা প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লে, "নোতুন নোতুন কথা শুনে আর কী হ'বে, আলো-দি? যখন বাবা বুদ্ধদেবের দয়াই হয়েচে আমাদের ওপর—তখন চোখেই দেখ্বো—শুধু কানে কেন শুন্বো, বলুন তো?"

মা-থিন্ হেসে বল্লে, "একান্তই ভূতের গল্প না হ'লে কি চল্বে না? তবে শুনুন, কিন্তু রাত্রে ভয় পাবেন না যেন?" ব'লে মা-থিন্ আলোটার সুইচ্ অফ্ ক'রে দিলে। অণিমা আমার কাছ ঘেঁসে শুয়ে পড়্ল। তা' অনুভব ক'রে আমি মৃদু শব্দে হেসে উঠে বল্লাম, "যার এত ভয়, তা র ভূতের গল্প শুন্তে এত ইচ্ছে হয় কেন--ভেবে পাই নে।"

মা-থিন্ বল্লে, "তবে শুনুন—মৌল্মিন সহরের প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে জন-মানব-পরিত্যক্ত কয়েকটা বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও অক্ষয় হ'য়ে আছে। ঐ পর পর বাড়ী কয়টার অধীশ্বর একজন বার্ম্মিজ্ ছিলেন। একে-একে সব আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পরে যিনি অবশিষ্ট রইলেন—তাঁর বয়স যখন ষাট্—তখন তিনি বিপত্নীক হ্লেন। অত বড় ধনী-বংশের বুদ্ধদেবের পূজা দিতে কেহই থাক্বে না ভেবে, ঐ বৃদ্ধের আহার নিদ্রা বন্ধ হ'ল। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে পুনরায় একটি পূর্ণ যুবতীকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রচুর অর্থের অধীশ্বর বৃদ্ধ মং-জি, তাঁর নব-বিবাহিতা পত্নীর সুখের জন্য, বিলাসের জন্য দু'হাতে খরচ কর্তে লাগ্লেন। কিন্তু দিন যতই যেতে লাগ্ল, তাঁর স্ত্রীর মুখের হাসি, আদর-পরিহাস সব-কিছুরই লোপ পে'তে

সুরু করল। বৃদ্ধ স্বামী বহু জিজ্ঞাসা ক'রে, বহু অনুসন্ধান ক'রেও স্ত্রীর এই বিমর্ষ ভাবের কারণ জানতে পারলেন না।

তারপর হ'ল কী একদিন! তিনি সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে ব'সে একটী সুদর্শন-কান্তি যুবক হাস্যমুখে কথাবার্ত্তা বলছেন। হঠাৎ স্বামীকে উপস্থিত হ'তে দেখে মেয়েটীর মুখ ছাইএর মত সাদা হ'য়ে গেল। আর বৃদ্ধ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাতে বন্দুক নিয়ে দুজনকেই গুলি ক'রে মেরে ফেললেন।"

অণিমা একটী অস্ফুট চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "এ কী আপনার ভূতের গল্প, মা-থিন্-দি ?"

"শুনুন তো ?" ব'লে মা-থিন্ বলতে লাগল, "ছেলেটী বুকে গুলি-বিদ্ধ হ'য়ে সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেল—আর স্ত্রী কয়েক মিনিট থেকে তবে মারা যায়। মারা যাবার আগে সে স্বামীকে বলে যে, ঐ যুবকটী তার ভাই। বহুদিন হ'ল নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল, এখন লেখাপড়া শিখে দেশে ফিরে বোনকে দেখতে এসেছিলো।"

বৃদ্ধ মং-জী বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "তবে আমাকে দেখে তোমার মুখ অমন ভয়ে সাদা হ'য়ে কেন গেল, মা-শোয়ে ?" মা-শোয়ে তাঁর স্ত্রীর নাম।

মা-শোয়ে বললে, "কোন খবর না দিয়ে ভাই এসেচে। বড় অভিমানী ভাই তার। বহু বছর পরে ফিরেচে। পাছে স্বামী তাঁর কোনও যোগ্য-অভ্যর্থনা না করেন, সেই ভেবেই—" আর কথা বার হ'ল না। বোনটী ভাইয়ের পিছু পিছু পরলোকে চ'লে গেল।"

মা-থিন্ নীরব হ'ল। আমি বল্লাম, "তার পর?"

"তারপর! হাঁ, এইবারই আমার গল্পের আরম্ভ। তারপর বৃদ্ধ তার স্ত্রীর মৃতদেহ কোলে ক'রে পাথরের মূর্ত্তির মত কিছু সময় নিস্পন্দভাবে ব'সে রইল, পরে বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিজের মাথার খুলি নিজের হাতে উড়িয়ে দিল!"

"ও মাগো!" ব'লে অণিমা আমাকে জড়িয়ে ধর্লে।

মা-থিন্ বল্তে লাগ্ল, "তারপর আরম্ভ হ'ল ভূতের উপদ্রব। পাশের বাড়ীর লোকেরা প্রথমটা ভূত তাড়াতে নানা রোজা-বদ্যি ডেকে নানারূপ প্রক্রিয়া কর্তে লাগ্লেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সকলে উত্যক্ত হ'য়ে ঘর-বাড়ী ছেড়ে, কেউ বা সহরে, কেউ বা অন্যস্থানে গিয়ে বসবাস কর্তে লাগ্লেন। বাড়ীগুলি জনশূন্য হ'য়ে ভূতের লীলাক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়াল। কিছু সময় পরে মৌল্মিনের সাহেব কমিশনারের একজন ইংরাজ বন্ধু বিলাত থেকে মৌল্মিনে এলেন। তিনি সব নূতন নূতন ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাও অবগত হলেন। তাঁর কৌতূহল অদম্য হ'য়ে উঠ্ল। তিনি বন্ধু কমিশনার সাহেবেরও নিষেধ না মেনে, একদিন সন্ধ্যার পরে বন্দুক কাঁধে ক'রে ঐ বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা কর্লেন। কোনও বর্ম্মা বা মাদ্রাজী ভৃত্য তাঁর অনুগমন কর্তে স্বীকৃত হ'ল না। সাহেব গর্ব্বভরে একটু হেসে নেটিভ্দের দিকে অনুকম্পা-দৃষ্টিতে একবার চেয়ে, একাই যাত্রা কর্লেন। সে-দিন কমিশনার সাহেব বাঙ্লোতে ছিলেন না—কি একটা কাজে স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। তিনি পরদিন প্রাতে ফিরে দেখেন যে, বন্ধু সেই যে গতকল্য সন্ধ্যায় ভূতের রাজ্য দেখ্তে বার হয়েছেন, এখনও ফেরেন নি। কোথায় গেল তার ব্রেক্ফাষ্ট,

কোথায় গেল তাঁর বিশ্রাম করা, তিনি আর্দ্দালী সঙ্গীন-ধারী পাহারা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখ্‌লেন—তার নিজের চক্ষুকে তিনি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না।" ব'লে মা-থিন্ নীরব হ'ল।

অণিমা দুরন্ত আগ্রহে উদ্বেগে বিছানার ওপর সবেগে উঠে ব'সে বল্‌লে, "বেশ তো! ঠিক্ জায়গাতেই যে থেমে গেলেন—বলুন ?"

মা-থিন্ আবার সুরু কর্‌লে, "তিনি দেখ্‌লেন, বন্ধু সাহেব টেবিলের ওপর মাথা রেখে চেয়ারে ব'সে রয়েচেন। জাগাবার জন্য একটু ঠেলা দিতেই, তাঁর প্রাণহীন দেহ চেয়ার হ'তে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন, বহুক্ষণ পূর্ব্বেই তার ইহলীলা সাঙ্গ হ'য়েচে। ঘরটী পরীক্ষা কর্‌তে দেখ্‌লেন—ঘরের কাঠের দেওয়ালে মেঝেতে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। বন্ধুর রিভলবার ও বন্দুকের সমস্ত গুলি নিঃশেষিত হয়েছে। তিনি আরও লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেন— মেঝেতে একাধিক পদ-চিহ্ন রয়েছে। একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। তারপর—"

আমি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লুম, "ভূতে ধস্তাধস্তি ক'রে ?"

"আমরা হ'লে তাই বিশ্বাস কর্‌তেম, বোন্। কিন্তু কমিশনার সাহেব কর্‌লেন না। তিনি আরও দেখ্‌লেন—তাঁর বন্ধুর হাতের আঙ্‌টী, রিষ্টওয়াচ, টাকার থলে চুরি গিয়েচে। আরও দেখ্‌লেন—"

অণিমা কথায় বাধা দিয়ে এবার বেশ নিরুদ্বেগেই বল্‌লে, "তা হ'লে, বেশ সৌখীন ভূত তো, মা-থিন্-দি ?"

"হঁা ভাই, তারপর অনুসন্ধান চল্‌ল। আততায়ী দস্যুর দল ধরা

পড়ল। বিচারে তাদের ফাঁসী হ'ল। দস্যুর দল ভূতের ভয় দেখিয়ে এতদিন নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করছিল। তাদের কাল্ হ'লো— একজন সাহেবকে হত্যা করা।" এই ব'লে মা-থিন্ একটু থেমে বল্‌লে, "অনেক রাত হয়েছে, আর নয়, এবার ঘুমোই এসো।"

"বেশ," ব'লে সবার আগে অণিমা ঘুমিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু তখনও আমি ভাব্‌ছিলুম, সেই নূতন-বৌ আর তার ভাইয়ের কথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতনের নেশায় খুব ভোরে সে-দিন ঘুম ভেঙে গেল। অণিমার কিন্তু ও-সব নূতন-পুরাতনের বালাই নেই। চেয়ে দেখি, সে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মা-থিন্ শুয়ে রয়েছেন। কিন্তু ঘুমিয়ে না জেগে আছেন, বুঝ্‌তে না পেরেও তাঁকে ডাক্‌লুম না। নিঃশব্দ পায়ে বাথ্‌রুমে যাবার জন্য যখন দ্বারের কাছে গিয়েছি, তখন মা-থিন্ বল্‌লে, "নোতুনের নেশায় টান্‌ল না কি বোন্?"

আমি হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলুম "তাই বটে।"

"তবে আমাকেও উঠ্‌তে হ'ল—তবে নোতুনের টানে নয়— আপনার টানে।"—বল্‌তে বল্‌তে মা-থিন্ উঠে পড়্‌ল।

তখনও বাড়ীটা প্রত্যুষের ঘুমে আচ্ছন্ন।

আমরা অভ্যাসানুযায়ী প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে যখন আবার শোবার ঘরে ফিরে এলুম, তখনও অণিমা ঘুমুচ্ছে। তার ফুটন্ত ফুলের মত ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে মা-থিন্ বল্‌লে, "আহা, ঘুমুক্।" তার কণ্ঠস্বরে কত-না স্নেহধারা ঝ'রে পড়্‌ল!

আমাকে বিস্মিত ক'রে মা-থিন্ বল্‌লে, "যখন এত ভোরেই ওঠা গেল, তখন একটু চা ক'রে ফেলি—আপনি ব'সে ব'সে শুধু দেখুন।"

দেখ্‌লুম, মা-থিন্ তার নিজের বড় সুট্‌কেস্‌টা খুলে কেট্‌লী, কাপ্ প্লেট চা চিনি টিনের দুধ, ষ্টোভ্ দিয়াশলাই পর্য্যন্ত বার ক'রে ষ্টোভ্ জ্বেলে চাএর জল চড়িয়ে দিলো। ষ্টোভের হু হু শব্দে বোধ হয় অণিমার ঘুমের ব্যাঘাত হ'ল। সে দুটী চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে, "জল বেশী ক'রে নিয়েছেন তো?"

"নিয়েছি বৈকি বোন্! আপনাকে বাদ্ দিয়ে কি আমরা চল্‌তে পারি?" ব'লে মা-থিন্ হাস্‌লে।

অণিমা হাসিমুখে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লে, "অণিমা-বিহনে আলো অচল—সংসার অচল—আর আজ মা-থিন্-দি অচল হ'লেন।"

"আজ সত্যিই আমি অচলা।" ব'লে মা-থিন্ অণিমার দিকে চাইলে।

অণিমা হাস্‌তে হাস্‌তে বাথ্‌রুমে চ'লে গেল। সে যখন ফিরে এল, তখন চা কাপে ঢালা হয়েছে। মা-থিন্ তার কল্পতরু সুট্‌কেস্ হ'তে নানা রকমের কেক্ বার ক'রে ৪টী ডিসে সাজাচ্ছে।

অণিমা ফিরে এসে বল্‌লে, "দাবীদার তো মাত্র তিনজন। চতুর্থ প্লেট্‌টি তবে কার জন্য, মা-থিন্-দি?"

মা-থিন্ সাশ্চর্য্যে বল্‌লেন, "অনুপের জন্য, ভাই।"

এই অপরিচিতা মেয়েটীর এই মনের পরিচয় পেয়ে, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বেড়ে উঠ্‌ল।

মামাবাবু কি একটা ওষুধ নিয়ে এসে, মা-থিনের নাকের কাছে ধরতেই, তার মূর্চ্ছা ভেঙে গেল। সে ধীরে ধীরে ব'সে ঠিক্ বাঙালী-প্রথায় মামাবাবুর পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে হ'য়ে প্রণাম করলে। তার দুই চোখে তখন সুরধুনী বইছে।

মামাবাবু বল্লেন, "তুমি যে এতটা সহ্য করতে পার্বে না, তা' ভেবে দেখা আমার উচিত ছিল, মা। যাই হোক্, যখন এতদূর খবর পাওয়া গেল, তখন ভাল ক'রে অনুসন্ধান করতে হবে, মা। সে কোথায় আছে, কেন বন্দী হয়েছে, কবে তাকে ছাড়্বে, সব কথা আমাদের জান্তে হবে। তা' ছাড়া—"ব'লে মামাবাবু নীরব হলেন।

মা-থিন্ ধীরে ধীরে বল্লে, "তাঁর আগেকার স্ত্রী, মা, আর সংসারে কে কোথায় কেমন আছে, কেমন ক'রে সংসার চল্ছে, আজই তা' অনুসন্ধান করতে প্রিপেড্-তার ক'রে দিন্, মামাবাবু। টাকার জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমার যথেষ্ট অর্থ আছে—ভোগ করবার লোক নেই। আপনি যখন এতটা কষ্ট স্বীকার করছেন—মামাবাবু, আপনার এই দুঃখিনী মেয়ের জন্য আরো অনেক কষ্ট আপনাকে সহ্য করতে হবে।"

এমনি সকাতর স্বরে মা-থিন্ কথাগুলি বল্লে যে, মামাবাবুকে অস্থির ক'রে তোল্বার পক্ষে তা' প্রচুর। মামাবাবু স্নেহের সুরে বল্লেন, "তুমি যে আমার আর একটী মেয়ে মা, মা-থিন্! মেয়েকে সুখী করা—তার বিপদ্-আপদ্ দূর করা যে মাতাপিতার কর্ত্তব্য, মা। বেশ, তুমি যেমন বল্লে, আমি তেমন টেলিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। যতদূর আমি জানি, বিপুলের বাপ্ মারা যাবার পরে সংসারের সব ভার তার স্কন্ধে আসে। সেই কারণে সে কিছুদিনের জন্য

চাকরীর খোঁজে কল্‌কাতা ছেড়ে যায়। কিন্তু সে যে এখানে এসেছিল, আমার কাছে সে-সংবাদ ইচ্ছা ক'রেই গোপন রেখেছিল। কেন রেখেছিল, নিশ্চয়ই তুমিও তা' বুঝ্‌তে পারছ, মা-থিন্‌। সে যা'ই হোক্‌, এখন আগে টেলিটা পাঠাবার বন্দোবস্ত করি, মা।"

মামাবাবু উঠে দাঁড়াতেই, মা-থিন্‌ বল্‌লে, "একটু অপেক্ষা করুন মামাবাবু!" ব'লে তার ছোট ব্যাগ্‌টা খুলে একতাড়া নোট মামাবাবুর হাতে দিতে গেল।

মামাবাবু মৃদু হেসে বল্‌লেন, "পাগ্‌লী মেয়ে! একখানা 'তার' পাঠাতে হাজার টাকার দরকার হয় না, মা। টাকা এখন তোমার কাছেই রাখো। যখন আবশ্যক হবে, তখন নেবো বৈ কি, মা-থিন্‌?"

মামাবাবু বার হ'য়ে গেলেন। মা-থিন্‌ নোটের তাড়াটা আবার চাবী-বন্ধ ক'রে বল্‌লে, "বলুন।"

পাবণ্ড অণিমা মেয়েটা দুষ্টুমীর হাসি হেসে বল্‌লে, "বল্‌বেন আর কি, আলো-দি! আমাদের জামাই বাবুকে ফিরে পেয়েছেন, মিষ্টিমুখ করাতে চাইচেন আর-কি! না, মা-থিন্‌-দি?"

মা-থিন্‌ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "ক'টা মিষ্টি আর খেতে পার্‌বেন আপনি?" ব'লে মা-থিন্‌ চাবীর থোলোটা হাতে তুলে নিয়ে স্নিগ্ধ-হাসিতে মুখ ভরিয়ে বল্‌লে, "বলুন, কি খাবেন?"

অণিমা মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "মাগো মা! এতটুকু বিদ্রূপ সহ্য করতে পারেন না। আমি তো আর বস্‌তে পারছিনে দিদি, যা' ক্লান্ত হয়েচি আমি।" বল্‌তে বল্‌তে অণিমা শুয়ে পড়্‌ল।

মা-থিন্ আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আপনি বিপুলের মা'কে বা তার আগেকার স্ত্রীকে চেনেন, দিদি ?"

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লুম, "না, মামাবাবুর বন্ধু-স্বর্দ্ বিপুল বাবু—আত্মীয় হ'লে হয় তো বা চিন্‌তুম।"

দ্বিতীয় দফায় মোড়ল-বৌ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্‌লে, "হাঁ, মেয়ে—যা' শুন্‌চি, সত্যি ? জামাইয়ের খোঁজ্ পাওয়া গেছে ?"

মা-থিন্ নীরবে ব'সে রইল দেখে, আমি বল্‌লুম, "মামাবাবু তো, তাই মনে কর্‌ছেন।"

সহসা মোড়ল-বৌ দু'টী হাত উপর দিকে তুলে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হে ভগবান্! তুমি সত্য। আমার দিন-রাতের চোখের জল দেখেচ; আমার হতভাগী মেয়েকে সুখী ক'রো।" বল্‌তে বল্‌তে মোড়ল-বৌ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌ল ও চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘর হ'তে বার হ'য়ে গেল।

সে-দিন সন্ধ্যার ভ্রমণটা স্থগিত হ'ল। কারণ আমরা এত ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিলুম যে, কাহারও কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

সন্ধ্যার পরে মামাবাবুর ঘরে আমরা সবাই ব'সে গল্প আরম্ভ কর্‌লুম। মামাবাবু মা-থিনের অনুরোধ মত 'তার' একখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারের জবাবের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত ছিলুম। মা-থিন্ বহির্দ্বারের যে কোন শব্দে চকিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

মামাবাবু অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মা-থিন্, তবে কালই মৌল্‌মিন যেতে চাও তুমি ?"

মা-থিন্ ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বল্‌লে, "আমার একটী ভিক্ষা আছে, মামাবাবু! আমাকে আপনার কন্যা ব'লে স্বীকার করেছেন, তাই ভরসা পাচ্ছি—নিবেদন কর্‌তে।"

মামাবাবু বল্‌লেন, "কি—বলো মা ?"

"আপনার ডিউটিতে যোগ দিতে এখনও সাত্‌-আট দিন দেরী আছে। তাই আমি ভাব্‌ছিলুম, যদি আপনি অসুবিধা বোধ না করেন, তা' হ'লে ভাই-বোন্‌দের নিয়ে আমার বাড়ীতে এই ক'দিনের জন্য পায়ের ধূলো দিয়ে আস্‌তে কি পারেন না ? বোন্‌ দু'টীর এই দেশ্‌টা দেখ্‌বার যে আগ্রহ আমি দেখেছি, মামাবাবু,—আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, ওঁরা আমার জন্মভূমি দেখে সুখীই হবেন।"

মা-থিন্‌ নীরব হ'ল। মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম,—তিনি ভাব্‌ছেন। অণিমার সঙ্গে আমার চক্ষু-বিনিময় হ'লে বুঝ্‌লুম, অণিমারও ক্ষুদ্র হৃদয়ে আমার মত একটা প্রবল আগ্রহ দুরন্ত শিশুর মত বুকের মাঝে ছট্‌ফট্‌ করছে। প্রতিটি মুহূর্ত্ত যুগ ব'লে মনে হচ্ছিল।

অবশেষে মামাবাবুর চিন্তার শেষ হ'ল। তিনি মুখ তুলে দেখ্‌লেন ও বুঝ্‌লেন যে, মা-থিন্‌ ও আমরা দু'টী বোনে তাঁর মুখের দিকে কতখানি আকুল আগ্রহে চেয়ে আছি। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর মুখ অভয়-হাসিতে ভ'রে গেল। তিনি মা-থিনের মুখের ওপর চোখ রেখে বল্‌লেন, "তোমার বাসনাই পূর্ণ হোক্‌। কিন্তু আমাদের সকলকে নিয়ে নিশ্চয়ই তুমি বিব্রত হ'য়ে পড়্‌বে, মা।"

"এ সৌভাগ্য যে আমি কল্পনা করতে পারি নে, মামাবাবু।" ব'লে মা-থিন্‌ মামাবাবুকে প্রণাম ক'র্‌লে।

আমরা দুই বোনে একত্রে এক-সময়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই মামাবাবু বল্‌লেন, "আমার এই দু'টী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখ,

মা-থিন্। ওদের চোখে-মুখে কী আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে! আমার সাধ্য কি তোমাদের এই ইচ্ছাকে অস্বীকার করি।" একটু থেমে বল্লেন, "তোমরা গল্প কর, মা। আমি দু' একটা কাজ আজই সেরে রাখিগে। মা আলো, তোমার মামীকে এই খবরটা দিও। আজ হ'তেই প্রস্তুত হবার আয়োজন সুরু করতে বলো।"

মামাবাবু কক্ষের বার হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে, আমরা দু' বোন্ মা-থিন্‌কে একসঙ্গে জড়িয়ে ধর্‌লুম। ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই মোড়ল-বৌ প্রবেশ কর্‌ল এবং এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমরা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌লুম।

দুষ্টুমিতে-ভরা অণিমা সহসা মা-থিন্‌কে ছেড়ে দিয়ে, "হায়, কী হ'ল!" ব'লে বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে মুখে দু'টো হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। মুখে হাত চাপা দিল শুধু হাসি চাপ্‌বার জন্য। কিন্তু প্রথমটা আমরাও তার এই ভাব দেখে ভড়্‌কে গেলুম। আর মোড়ল-বৌ তার বিপুল শরীর নিয়ে বুঝি বা পাতানো-জামাই বিপুলের কোনও অমঙ্গল সংবাদ এসেছে ভেবে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মেঝের ওপর ব'সে পড়্‌ল। মুখে শুধু একবার বল্‌লে, "হায়, কী হ'ল!"

আমরা তিন জনেই আবার সশব্দে হেসে উঠ্‌লুম। অণিমা মোড়ল-বৌএর দিকে চায় আর হেসে লুটিয়ে পড়ে। অবশেষে ব্যাপারটা নিছক হাসি-তামাসা ব'লে ধারণা হওয়ায়, মোড়ল-বৌ প্রায় অর্দ্ধেক-দন্তহীন মুখে একমুখ হেসে বল্‌লে, "রাজরাণী মা'য়েদের আমায় মস্করা করা হচ্ছে!"

মা-থিন্ বল্‌লে, "আমরা কালই রওনা হ'ব, মোড়ল মেয়ে।"

"শোন কথা! সবে জামাইএর একটু খবর এল। আর

অমনি ছোট এখান থেকে! কবে যে বুদ্ধি পাক্‌বে বেটীর, জানিনে? এখন মামাবাবুর পাছে জোঁকের মত লেগে থাক্‌তে হবে; নইলে কী ক'রে কাজ-উদ্ধার হ'বে, তোমরাই বলতো, রাজ-রাণী মা?" ব'লে মোড়ল-বৌ আমাদের দু'বোনের মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল।

আমি কিছু বল্‌বার আগেই অণিমা সহানুভূতি-ভরে বল্‌লে, "ঠিক্ বলেছেন, আপনি। অমন বোকা মেয়ে না হ'লে কি শুধু-শুধু এত কষ্ট স্বীকার করে, মোড়লের মা?"

মোড়ল-বৌ এক-হাত জীভ্ বার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "ছি ছি, ও-কথা বল্‌তে নেই মা। আমি মোড়ল-বৌ হই—মা নই।"

আমি অণিমার এই নিষ্ঠুর পরিহাসে বিরক্ত হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইতে বুঝ্‌লুম যে. সে সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতেই অপরাধ ক'রে ফেলেছে।

মা-থিন্ বল্‌লে, "তা' কি আমি বুঝিনে, মোড়ল-বৌ? তা'তেই তো, মামাবাবু আর এঁদের সবাইকেই ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি কাল। যতদিন তোমার জামাইবাবুকে এঁরা হাজির ক'রে না দেন, ততদিন এঁদের ছাড়্‌ব না, দেখো।" ব'লে মা-থিন্ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমি রান্নাঘরে মামী-মা'র নিকটে গিয়ে সব কথা তাঁকে বল্‌লুম ও মামাবাবুর ইচ্ছা ব্যক্ত কর্‌লুম। মামী-মা লুচি ভাজ্‌-ছিলেন। আর আনাড়ী মাদ্রাজী ঠাকুরটী দই ছাড়া লুচি শুধু ঘিয়ে ভেজে কি ক'রে কোন ভদ্রলোক খেতে পারেন— সম্ভবতঃ তাই ভাব্‌ছিল। মামী-মা কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে বল্‌লেন, "বেশ তো, তোমার মামাবাবুর সঙ্গে তোমরাই যাও মা। আমার দেহ তেমন ভাল নয়। তা' আমার ভাই বল্‌ছিলেন যে, নোতুন বউ সংসারের

কোন কাজ-কর্ম্মই জানে না। আমি তা হ'লে এই ফাঁকে ভায়ের সংসারটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।" ব'লে একটু থেমে আবার বল্‌লেন, "সেই ভাল, আলো। আচ্ছা, আমি তোমার মামাবাবুকে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

সে-দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা তারের জবাবের জন্য রাত্রি জেগে ব'সে রইলুম। কিন্তু অনেক সময়ে যেমন বহু-প্রত্যাশিত জিনিষ বহু বিলম্বে আসে, তেমন ভাবেই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা বিফল হ'য়ে গেল।

অনেক রাত জেগে মৌল্‌মিনের নানা গল্পে যখন অবশেষে আমরা চোখ বুঝ্‌লুম—তখন রাত্রি একটা বাজে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ঘুম ভাঙ্‌তে সাতটা বেজে গেল। ঘুম থেকে উঠে দেখি, অণিমা তখনও নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। মা-থিন্‌এর বিছানা খালি।

চা-খাওয়া, কাপড়-পরা, প্রসাধন করা—সব যখন শেষ হ'ল, তখন বেলা ন'টা। আজ মা-থিন্ অন্যান্য দিনের চেয়ে যেন অনেকটা প্রফুল্ল। কিন্তু বিপুল বাবুর মা'র তারের অপেক্ষায় বাড়ী-মনটা যেন সদর-দ্বারেই প'ড়ে আছে। রাণীর তুল্যি মেয়ে

আজ রাত্রি আট্‌টার মেলে আমরা মৌদিকে কত কী—সবই হয়েছে। কতকগুলো আবশ্যকীয় জি দিতে বসেছ! তা' আমাদের কার কি চাই, তার ফর্দ দাও না; রেঙ্গুণ থেকে রাখিয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্কট-মার্কেটে গেভর কিনে নিয়ে যাই।"

মামী-মা'র যাওয়া হবে না। অর্থাৎ তিনি যাবেন না—স্থির হয়েছে। তাঁর যাওয়া না হওয়াতে, আমার মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও অণিমার মনটা একটু বেশী পরিমাণে সুখীই হয়েছে—তা' তার কথা-বার্ত্তায় গোপন নেই।

আমরা ড্রইং-রুমে ব'সে গল্প করছিলুম। অণিমা হঠাৎ বললে, "এমন ক'রে সেজে-গুজে ব'সে গল্প ভাল লাগে না। চলুন, মা থিন্-দি—একটু ঘুরিয়ে আনবেন।"

মা-থিন্ মৃদুহেসে বললে, "মামাবাবু বাড়ীতে নেই, আর আমরাও যদি বাইরে যাই, আর 'তার' আসে—তা হ'লে কে রিসিভ্ করবে, ভাই?"

আমি বললুম—"না, না, তা' হয় না অণিমা।"

অণিমা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনেই নিরস্ত হ'ল।

এমন সময়ে বহু-প্রত্যাশিত টেলিগ্রাম-পিওনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। সে দ্বিতলের সিঁড়ির দরজা হ'তে চীৎকার ক'রে উঠল, "টেলিগ্রাম।" আর সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়ালুম।

মা-থিন্ দ্বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে তারটী নিয়ে রসিদ্-ফরমে সই ক'রে দিলে। তারপর আমরা ড্রইং-রুমে ফিরে এলুম। মা-থিন্ বললু,গ্রামখানির দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল দেখে, ছিলেন। আর—খুলুন, মা-থিন্-দি।"

ভেজে কি ক'রে কেন হাসি ফুটে উঠল। সে ধীরে ধীরে বললে, ভাবছিল। মামী-মা ম নয়, বোন্; মামাবাবুর নামে এসেছে। তোমার মামাবাবুর সঙ্কেততক্ষণ আমি কি খুলতে পারি, দিদি?" ভাল নয়। তা' আমার হলুম। যে সংবাদের জন্ত এই বর্ম্মা-

মেয়েটী কাল থেকে একটী মিনিটও শান্তিতে কাটায় নি—রাত্রে খুব সম্ভব সুস্থির হ'য়ে ঘুমায় নি. সেই সংবাদ যখন এলো, তখনও কি সে কর্ত্তব্য হ'তে দূরে গেল না! মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হ'য়ে পড়্‌ল।

অণিমা দুই চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, "আমি হ'লে পারতুম না, মা-থিন্‌-দি।" ব'লে অণিমা সেই বেড়াতে যাবার প্রশ্ন আবার তুল্‌লে।

মা-থিন্‌ ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এগারটা বাজ্‌তে আর দেরী নেই! তা' ছাড়া খাবার সময়ও হয়েছে। এ-সময়ে মামী-মা নিশ্চয়ই আপত্তি কর্‌বেন।"

অণিমা প্রায় এক মিনিট কাল মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে মাথা দোলাতে দোলাতে হেসে বল্‌লে, "বুঝিগো, বুঝি দিদি! —'তার' পড়া হয়নি যে এখনও!" ব'লে সে হেসে উঠ্‌ল।

এমন সময়ে মোড়ল-বৌ এসে উদয় হ'ল। সে একবার সবার মুখের দিকে চেয়ে অবশেষে বল্‌লে, "তবে আজ যাওয়া পাকা হ'ল, মেয়ে?"

মা-থিন্‌ ঘাড় নেড়ে বল্‌লে "হাঁ, মোড়ল-বৌ।"

মোড়ল-বৌ যে প্রীত হ'ল না, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। সে বিষণ্ণ-মুখে বল্‌লে, "তবে, তাই চল মা। অনেক দিন বাড়ী-ছাড়া হ'য়ে রয়েচ। তুমি তো যে-সে নও মা! রাণীর তুল্যি মেয়ে তুমি! কাজ-কার্‌বার, বাড়ীভাড়া, সুদ কত দিকে কত কী—সবই তো সেই অভাগীর পুতের জন্য বিসর্জ্জন দিতে বসেছ! তা' বল্‌ছিলুম কী, মা, আমাকে কিছু টাকা দাও না; রেঙ্গুণ থেকে আমার পুষ্যি-কন্তের জন্য কিছু জিনিষ-পত্তর কিনে নিয়ে যাই।"

মা-থিন্ কোন কথা না ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "এস মোড়ল-বৌ; টাকা দিই।" ব'লে মা-থিন্ শোবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে।

মোড়ল-বৌ তাহার দু'টী বিপুল বাহু উপর দিকে তুলে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্‌লে, "হে ভগবান্, তুমি আমার রাজরাণীকে সুখী করো।" ব'লে শুষ্ক চক্ষু শুষ্ক কাপড়ে মুছ্‌তে মুছ্‌তে মা-থিনের নিকটে চ'লে গেল।

মামাবাবু ফির্‌লেন—তখন বেলা বারটা। 'তার্' এসেছে অথচ মা-থিন্ খোলে নি, তার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে—শুনে তিনি কিছু অনুযোগ ক'রে, সপ্রশংস-দৃষ্টিতে মা-থিনের দিকে চেয়ে তারটী খুলে পড়ে বল্‌লেন, "ঈশ্বর মঙ্গলময়, মা-থিন্! আর আমার সন্দেহ নেই যে, এই বিপুলই তোমার স্বামী, মা! এই দেখ, বিপুলের মা কি লিখেছেন।" ব'লে তিনি তারটী পড়্‌লেন। তাতে লেখা ছিল যে, "বিপুল এখনও রাজবন্দী হ'য়ে জেলে আছে। বিপুল তার মা'র কাছে বর্ম্মা-স্ত্রী মা-থিনের কথা সব বলেছিল। তাঁদের সংসার অতি কষ্টে ঋণ ক'রে চল্‌ছে। বিপুলের মা শয্যাগত।"

চেয়ে দেখি, মা-থিনের চক্ষু হ'তে অবিরল-ধারে অশ্রু ঝর্‌ছে। সে বহুক্ষণ একই ভাবে একই স্থানে ব'সে রইল। পরে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল। অল্প পরেই মা-থিন, মামাবাবুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "মামাবাবু, বার-বার কষ্ট দিচ্ছি আপনাকে! আমার আর দ্বিতীয় পথ নেই! আপনি এই পাঁচ্‌শো টাকা আজই ওঁর মা'র নামে টেলিগ্রাফে পাঠিয়ে দিন্। পরে মৌল্‌মিন্ থেকে পত্র দিয়ে আমি সব বন্দোবস্তই কর্‌ব। আর এই দেশের লাট-সাহেবের দপ্তরে আমার একজন খুড়ো কাজ করেন। তাঁকে দিয়ে লাট-

সাহেবের কাছে আবেদন ক'রে বিপুলকে মুক্ত করতে চেষ্টা করব।" ব'লে মা-থিন্ একতাড়া নোট্ মামাবাবুর হাতে গুঁজে দিল। মামাবাবু নোট্গুলি গুণে বল্লেন, "এ যে ছ'শ টাকা বেশি, মা ?"

"হাঁ মামাবাবু, পাঁচ্শ টাকা 'তার' কোরে পাঠাতে যে অনেক খরচ হ'বে, তা' ছাড়া আরও নানা খরচ আপনি করেচেন, এখনও যে মেয়ের জন্য করতে হবে, মামাবাবু ? তাই ঐ ক'টা টাকা বেশী দিয়েচি।"

মামাবাবু বল্লেন, "আচ্ছা, থাক্ মা। পরে যা বাঁচ্বে, তোমাকে ফেরৎ দেবো।"

এমন সময়ে মামী-মা এসে বল্লেন, "মা-থিন্, আলো, অণিমা —তোমাদের খাবার দিয়েছি। এস মা তোমরা।" পরে মামা-বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন, "একটু বিশ্রাম ক'রে স্নান সেরে নাও —অনেক বেলা হয়েছে।"

মা-থিনকে নিয়ে আমরা যখন খেতে বস্লুম, তখন মা-থিনের মুখ এমন একটি আনন্দের আলোতে ভ'রে রয়েছে, তেমন মুখ ওর, এর আগে একটী দিনের জন্যও দেখি নি।

আহার শেষ ক'রে আমরা শোবার-ঘরে সমবেত হলুম। মামাবাবুর আজ পরিশ্রমের বিরাম রইল না। তিনি খেয়ে-দেয়ে একখানা লাঞ্চায় চ'ড়ে জি-পি-ও তে টাকা মণি-অর্ডার করতে চ'লে গেলেন। আর আমরা যে-যার ট্রাঙ্ক ও জিনিষ-পত্র গোছাতে ব্যস্ত হলুম।

মোড়ল-বৌ আহারের শেষে তার পুষ্যি-মেয়ের জন্য জিনিষ-পত্র কিন্তে বাজারে গেছে। মামাবাবু আমাদের দেওয়া ফর্দ্দমত প্রত্যেক জিনিষটি কিনে এনে ছিলেন। আমরা যখন এই গুছো-

বার কাজে ব্যস্ত, তখন অনূপ নানা অবান্তর প্রশ্নে মা-থিন্‌কে বিব্রত ক'রে তুল্‌ছিল। কিন্তু আজ মা-থিন্ কোন-কিছুতে এতটুকু ক্লান্তি বোধ কর্‌ছিল না। তার মন যেন শান্তিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা জিনিষ-পত্র নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হলুম। মামী-মা'র ভাই এসে মামী-মাকে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন,—বাসা চাবি বন্ধ রইল।

আমরা ঠিক্ সময়ের প্রায় আধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে এসে দেখি, লোকে লোকারণ্য। বেশীর ভাগই রমণীর দল। নানা রঙের, নানা ডিজাইনের লুঙ্গী প'রে, মাথায় বিশেষ-ধরণে সু-উচ্চ খোঁপা বেঁধে, তাতে কাঠের চিরুণী গুঁজে, জ্যাকেটে ফুল গুঁজে, দলে-দলে বর্ম্মা-তরুণীরা প্ল্যাট্-ফর্‌মে ট্রেণের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। মাঝে-মাঝে দু'একটা বাঙালীও দেখা যাচ্ছে। কারও কারও সঙ্গে বর্ম্মা-স্ত্রী রয়েছে। এমন সময়ে ট্রেণ এসে প্ল্যাট্-ফর্‌মে প্রবেশ কর্‌ল। আর সকলে একসঙ্গে গাড়ীতে চড়্‌বার জন্য হুড়া-হুড়ী লাগিয়ে দিলে। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কোন ভিড়ের বালাই নেই। আমরা একটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দ্বিতীয়-শ্রেণীর কাম্‌রাতে উঠে বস্‌লুম। কুলীরা মাল-পত্র সব ওজন ক'রে রসিদ ক'রে তুলে দিয়ে গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ব্যাগ ব্যাগেজ বিছানা-পত্র গুছিয়ে, শোবার জন্য কম্বল ও চাদর বিছিয়ে আমরা যখন আরাম ক'রে বস্‌লুম, তখন গাড়ী প্রথম থাম্‌বার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হয়েছে। আমরা রাত্রির খাওয়া এক রকম সেরেই গাড়ীতে উঠেছিলুম, এবং সঙ্গে মামী-মা এত খাবার তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন যে, আমরা চারজনে চারদিন ধ'রে খেলেও শেষ করতে পারতুম না। এমন সময়ে ট্রেণখানি এসে একটী ষ্টেশনে থাম্‌ল। স্তিমিত আলোর মধ্যে দিয়ে ষ্টেশনের নামটী পড়্‌বার চেষ্টা বৃথা হ'ল। অণিমা বল্‌লে, "ষ্টেশনের নাম প'ড়ে তোমার কাজ কি বাপু? তার চেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ব'সে মা-থিন্-দির আজব-দেশের আজব-গল্প শোনা যাক্। কাল সাতটার পূর্ব্বে যখন পৌছিতে পার্‌ব না—তখন কি বলো, আলো-দি?"

মা-থিন্ মৃদু হেসে বল্‌লে, "বোন্‌টী আমার গল্প পেলে আর কিছু চান্ না। কিন্তু তার আগে সবাই মিলে খাওয়ার কাজটা সেরে নিন্। তার পর না হয়, সারা রাত জেগে গল্প বলা যাবে।" ব'লে মা-থিন্ বার্থের কাছে গিয়ে বল্‌লে, "আপনাকে খেতে দিই, মামাবাবু?"

মামাবাবু বল্‌লেন, "সামান্য কিছু দাও, মা!"

মা-থিন বর্ম্মার বাঁশের সুদৃশ্য বাস্কেট থেকে লুচি, আলু-পটল-ভাজা, মাছের কারি, মিষ্টি প্রভৃতি সাজিয়ে মামাবাবুর সাম্‌নে একটা

ছোট্ট টিপয় রেখে—তার ওপরে রাখ্‌লে। আমি কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিলুম।

মামাবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমরাও খেয়ে নাও, মা।"

ট্রেণ মাঝে মাঝে থেমে অবিরাম ছুটে চলেছে। ছোটার মাঝে যেন তার ক্লান্তি নেই। মামাবাবু খাওয়ার পরে আমাদের বেশী রাত জাগ্‌তে নিষেধ ক'রে শুয়ে পড়্‌লেন।

আমরা তিনজনে বেশ আরাম ক'রে পা' ছড়িয়ে পায়ের ওপর কম্বল চাপা দিয়ে বস্‌লুম। অণিমার আর তর্ সইছিল না। সে ব'লে উঠ্‌ল, "এবার বলুন্, মা-থিন্-দি?"

মা-থিন বল্‌লেন, "কিসের গল্প বল্‌বো, মিস্ আলো?"

আমি বল্‌লুম, "ফর্‌মাস্ দিয়ে গল্প বলালে, সে গল্পের প্রাণ থাকে না। আপনি যা' জানেন, যা' খুসী, তাই বলুন।"

মা-থিন্ বল্‌লে, "তবে শুনুন্—আমাদের দেশে মেয়ের ভাগ পুরুষের চেয়ে বেশী। তাই আমাদের দেশের মেয়েরা অন্য দেশের ভিন্ন-জাতির পুরুষকে বিয়ে কর্‌লে আপনাদের দেশের মত তাদের জাত যায় না বা সমাজে রহিত হয় না। তা' ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীন। এখানে ঘোম্‌টা নেই। এখানে মেয়ে-পুরুষ প্রায় কিছু-না-কিছু বিদ্যা-শিক্ষা করে। মূর্খ বড় একটা নেই। আর একটা জিনিষ এখানে আপনাদের চোখে বিস্ময়ের মত ঠেক্‌বে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েরাই কার্‌বার চালায়—তা' সে যে কোন কার্‌বারই হোক্ না কেন। মেয়েরাই বাজারে জিনিষ বেচে, মেয়েরাই কেনে। মেয়েরাই চুরুট তৈরী করে, আর মেয়েরাই বিক্রী

করে। এখানের পুরুষগুলি—বিশেষ ক'রে গ্রাম-অঞ্চলের—কাজকর্ম্ম বিশেষ করে না। মেয়েদের উপায়ে তারা বাবুগিরি করে। এখানে যদি কিছু দিন থাকেন, তবে দেখ্‌তে পাবেন, অনেক বাঙালী ভদ্রলোক এক পরিবারের সাত বোনের মধ্যে একটী বোন্‌কে হয়ত বিবাহ করেছে, আর ঐ সাতটী বোনে নানা কাজ-কার্‌বারে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বোনের স্বামীটিকে রাজার হালে রাখ্‌ছে।"

অণিমার চক্ষু ক্রমশঃ বিস্ফারিত হচ্ছিল! সে বল্‌লে "ভারি মজা তো! তাই বাবুরা সব এখানে এসে বিয়ে করেন, না?"

আমি বল্‌লুম, "হাঁ মা-থিন-দি, এ-কথা কি সত্য যে, আপনাদের দেশের মেয়েরা তাদের স্বামী যদি নিজের দেশে যেতে চায়, তবে কি তাদের বিষ খাইয়ে, ছোরা মেরে খুন করে?"

মা-থিন্ ম্লান হাস্যে বল্‌লে, "আমি কি তাই করেছিলুম, ভাই?" ব'লে মা-থিন্ সহসা এতটা চম্‌কে উঠ্‌ল যে, তা গাড়ীর স্বল্প আলোতেও আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম।

অণিমা ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে, "তোমার সব বাজে-কথা আলো-দি!"

মা-থিন বল্‌লে "না ভাই, বাজে কথা নয় অনেক মেয়েই ভাবে, বুঝি বা তার স্বামী তাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। আর বল্‌লে বোধ হয়, আপনাদের কাছে গর্ব্বের মত শোনাবে যে, আমাদের দেশের মেয়েদের মত স্বামীকে ভালবাস্‌তে ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জগতের কোন দেশের মেয়েরাই তা' পারে না। তাই ঐ সব অল্প-শিক্ষিতা মেয়েরা হয় তো ভাবে যে, স্বামীকে যমকে দেওয়াও ভাল—তবু অপরকে দেওয়া যায় না। বোধ হয়, সেই কু-সংস্কারেই বলুন, আর যা'ই বলুন, তার ফলে বিষ খাইয়ে মারতেও অনেককে শুনেছি!"

"ওরে বাবা, তা' হ'লে সত্যি-সত্যিই মারে!" ব'লে অণিমা যেন চম্‌কে উঠ্‌ল।

মা-থিন্ বল্‌লে, "হয় তো এই প্রথা, মেয়েদের এই মনোবৃত্তি খুবই খারাপ। কিন্তু তাদের দিক্ হ'তে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে চেষ্টা করলে, তাদেরও বেশী দোষী করা যায় না। কারণ মেয়েদের সর্ব্বস্ব বল্‌তে সব-কিছু এই সব অপরিচিত বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়। তাদের মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে! ধন, অর্থ স'পে দেয়—তাদের হাতে। আর এই প্রাণ-ঢালা বিশ্বাসের বিনিময়ে সেই সব স্বামীরা যদি স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা ক'রে, তাদের মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে, তাদের সর্ব্বস্ব ধ্বংস ক'রে গোপনে চ'লে যেতে চায় —তবে সেই সব মেয়েরা যদি ক্ষিপ্ত হ'য়ে, এমন-কিছু মর্ম্মান্তিক কাজ ক'রে বসে—তবে সেই চরম সময়ে সেই সব মেয়েদের হতাশ মনোবৃত্তি আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে, তাদের যতটা গুরু অপরাধে আমরা অপরাধী ভেবে থাকি—বোধ হয়, ততটা তারা নয়। আপনি কি বলেন, মিস্ আলো?"

আমি বল্‌লুম, "তা' ঠিক্।"

অণিমা বুঝ্‌লে, মা-থিন্ যেন তাদের মেয়েদের এই কলঙ্কে, এই অপরাধে, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। সে এই প্রসঙ্গ হ'তে মুক্তি পেতে বল্‌লে, "আজ কী সব কথা বল্‌ছেন, আপনি, মা-থিন্ দি? আমার শুধু মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। আর যাচ্চি আপনার বাড়ীতে আমোদ করতে। আপনি যদি নিজে এই সব ভেবে মনকে বিষিয়ে তোলেন, তবে আমাদের মনে কী হয়, বলুন্ দেখি, দিদি?"

অণিমা ঠিক্ জায়গাতে আঘাত দিলে! মা-থিনের মনে পড়ল,

আমরা তাঁর অতিথি। সে জোর ক'রে মুখখানি হাসিতে আলোকিত ক'রে বল্‌লে, "তা' হলে কি ভূতের গল্প? কিন্তু আজ আর নয়, ভঁই। এবার একটু ঘুমিয়ে নিই এস।" ব'লে মা-থিন্‌ মুখ অবধি র‍্যাগটা টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

অনূপ অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। অণিমার দিকে চেয়ে দেখি, সে তখনও গল্পের কথাই খুব সম্ভব ভাব্‌ছে। বল্‌লুম, "ঘুমোও—অণিমা, আজ আর নয়।"

তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লুম; যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, দেখি ট্রেণ থেমে গেছে। সূর্য্যালোকে চারিদিক্‌ ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে।

মামাবাবু বল্‌লেন, "ওঠো—মা আলো, আমরা মৌল্‌মিনে এসে গেছি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধড়্‌ ফড়্‌ ক'রে উঠে বাথ্‌-রুমে প্রবেশ কর্‌লুম! পরে মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, অণিমা, মা-থিন্‌, অনূপ, মোড়ল-বৌ মামাবাবু পর্য্যন্ত প্রস্তুত হ'য়ে প্ল্যাট্‌-ফর্‌মে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কুলীরা জিনিষ-পত্র নামাচ্ছে।

হাঁ, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি যে, মোড়ল-বৌ সেই-যে রেঙ্গুণে ট্রেণে উঠে কম্বল মুড়ি দিয়ে মেঝের ওপর সতরঞ্চ পেতে শুয়েছিল, আর তার শ্রীমুখের কথা শোনা আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নি। এই প্রথম দেখ্‌লুম যে, নাতির জন্য ক্রীত জিনিষ-পত্রগুলি প্ল্যাট্‌-ফর্‌মের ওপর ব'সে সে গোচাচ্ছে।

মামাবাবু স্নিগ্ধ অথচ ব্যস্ত-স্বরে বল্‌লেন, "অসুখ করেনি তো, মা? অণিমা ও অনূপ ভোর থেকে উঠে গোলমাল সুরু করেছিল। ওরা আমাকে ওঠাবার জন্য কি কম উস্‌খুস্‌ করেছিল, মা? শুধু আমার নিষেধ শুনে—পারে নি।"

মামাবাবুর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি প্রস্তুত হ'য়েই নেমে পড়্‌লুম। মা-থিন্‌ আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আজ যা সম্ভব হ'ল, মিস্‌ আলো,—এরূপ যোগাযোগ আমি কল্পনাতেও কর্‌তে পার্‌তেম না। আজ আমার কুটীর ধন্য হবে—পবিত্র হবে।"

এই কথা শুনে মামাবাবু এই পরম রূপবতী ও শিক্ষিতা মেয়েটীর মুখের দিকে সপ্রশংস-চোখে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন।

অনূপ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কোথায় আপনার বাড়ী, মা-থিন্‌-দি?" তার আর যেন তর্‌ সইছিল না।

মা-থিন্‌ মৃদু হেসে বল্‌লে, "আর বেশী দূর নেই। এবার জাহাজে চেপে আধ-ঘণ্টার মত সময় যেতে হবে। তার পরই তোমার মা-থিন্‌-দির কুঁড়ে-ঘর দেখ্‌তে পাবে, ভাই।"

ইতিমধ্যে কুলীরা মাল-পত্র নামিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। তারা মোট-ঘাট নিয়ে আমাদের যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে বল্‌লে, অবশ্য বর্ম্মা-ভাষায় যা পরে মা-থিন্‌ অনুবাদ ক'রে জানালে, "ষ্টিমার বেশীক্ষণ থাক্‌বে না, আমাদের এখনি যাওয়া প্রয়োজন।"

মোড়ল-বৌ তার নিজস্ব পুঁটুলীটি বর্ম্মা-কুলীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বল্‌লে, "হাজার বার বল্‌ছি মুখপোড়াদের যে, আমার জিনিষ ছুঁতে হবে না, তা' শুন্‌চে না। আরে বাবা, তোদের যা পাওনা, এক পয়সাও কম পাবি না—আমি এটা নিয়ে গেলে! তা' যদি কিছুতেই শুন্‌বে, মা?"

মা-থিন্ বল্লে, "মিছে কেন কষ্ট করবে, মোড়ল-বৌ? দাও-না—ওদের হাতে।"

"না, মা, ও-সব গুণ্ডোদের আমি প্রত্যয় করিনে। চলো—চলো—ভাবতে হবে না, মা।" ব'লে সে অগ্রসর হ'লো।

ষ্টেশন পার হ'য়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলুম। আমাদের চোখের সাম্‌নে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ ইরাবতী নদীর বক্ষে উত্তাল তরঙ্গ-মালা নৃত্য করছে। সে-দৃশ্য চোখে না দেখলে, ব'লে বোঝান যায় না। নদীর বক্ষে ছোট ছোট অসংখ্য সাম্পান ঢেউয়ের তালে-তালে নৃত্য করছে। ছোট নৌকাকে ও-দেশে 'সাম্পান' বলে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই এই নৃত্য-মুখর দৃশ্য। আমার মনও যেন এই নৃত্যমালার সঙ্গে সম্বন্ধ পেতে আপনা হ'তেই নেচে উঠল।

কলিকাতার ফেরী-ষ্টীমারের চেয়ে অনেক বড়, একটী ছোট সংস্করণের জাহাজ জেঠীর গায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অনুপ মামাবাবুর পেছনে যেন নৃত্য করতে করতে চলছিল। আমাদের দলটী সব মাল-পত্র নিয়ে যখন জাহাজে উঠে দাঁড়াল, তখন জাহাজ ছাড়বার বংশী-ধ্বনি স্থুরু হ'ল।

মা-থিন্ কুলীদের দর-কসাকসি ক'রে বিদায় করলে। সে মামাবাবুর কোন অনুরোধ শুনলে না।

জাহাজ চলতে স্থুরু করবার পর, সহসা মোড়ল-বৌ আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "ঐ যা, কী সর্ব্বনাশ করলুম মা!"

আমরা সকলে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে এক-সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী—কী হয়েছে, মোড়ল-বৌ?"

মোড়ল-বৌ আপন বিরাট্ বপু নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে,

"আমার দোক্তার-কৌটা গাড়ীতে ফেলে এসেছি, মা। আমি কত সাধ ক'রে কল্‌কাতা থেকে তৈরী-দোক্তা কিনে নিয়ে এলুম, আর মুখপোড়া কুলীদের জ্বালায়, ফেলে এলুম, জননী!"

অণিমা মোড়ল-বৌএর দুঃখে মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপ্‌তে লাগ্‌ল। আমি মা-থিনের হাস্যময় মুখখানির দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "আহা, সাধের দোক্তা কি না—তাই প্রাণে বেজেছে!"

মোড়ল-বৌ আমার কথা শুনে বল্‌লে, "বেঁচে থাক, আমার রাজরাণী মা! তুমিই পরের ব্যথা বুঝ্‌তে পার, মা জননী!"

এমন সময়ে অনুপ মোড়ল-বৌয়ের বৃহৎ পোঁট্‌লার পিছন থেকে বৃহৎ কৌটাটী বার ক'রে বল্‌লে, "এইটে কি, মোড়লের মা?"

মোড়ল-বৌ আনন্দে এমন ক'রে দুলে উঠ্‌ল যে, মনে হ'ল জাহাজখানাও বুঝি বা তার সঙ্গে দুলে ওঠে! যদি শক্তিতে কুলোত, তা' হ'লে সে আনন্দে নেচে উঠ্‌ত! দু'হাত তুলে অনুপকে কী ব'লে যে আশীর্ব্বাদ করবে, ভেবে না পেয়ে হেসে ফেলে বল্‌লে, "দেখেচ মা, পোড়া মন?" পরে অনুপকে বল্‌লে, "পাঁচ-শো বছর পেরমাই হোক্, বাবা। কিন্তু আমি মোড়ল-বৌ,—'মোড়লের মা' বল্‌তে নেই—তাতে অপবাদ হয়, বাবা!"

যাক্, বাঁচা গেল! নইলে মোড়ল-বৌএর দোক্তার শোক ক্রমশঃ তীব্র হ'তে এমন তীব্রতর হ'য়ে উঠ্‌ত যে, আমাদের হাসি-আনন্দের সমাধি হ'ত।

অণিমা রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে নদীর বুকের ওপর চেয়েছিল। আমি ও মা-থিন্ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই, সে বল্‌লে, "ভারি সুন্দর আপনার এই দেশ, মা-থিন্-দি!—আমার এত ভাল লাগ্‌চে যে, কী আর বল্‌ব!"

মা-থিনের মুখ গর্ব্বেতে ভ'রে গেল। সে বল্‌লে, "নোতুন" ব'লেই প্রথম-প্রথম এম্‌নিই মনে হয়, ভাই! আপনাদের কল্‌কাতায় নেমে আমার কি কম বিস্ময় লেগেছিল? আর সত্যি ভাই, কল্‌কাতা যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর—তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর, অবশ্য ভারতবর্ষে আর ব্রহ্মদেশে প্রকৃতি-গত ও সমাজ-গত আচার-ব্যবহারে ও অনুষ্ঠানে যে অনেক পার্থক্য আছে, তা' সবাইকেই স্বীকার কর্‌তে হবে!"

অণিমা বল্‌লে, "আমি অত হিসাব ক'রে তুলনা কর্‌ছি নে, দিদি! শুধু এই বিস্ময়ই জাগ্‌ছে যে, যা আমি দেখ্‌ছি, তাই ঠিক্ একেবারে নোতুন ব'লে আমার মন নিচ্ছে। তা' রাস্তা-ঘাট, গাছ-পালা, নর-নারী, বালক-বালিকা—যে কোন কিছুই হোক্ না কেন—আমার দেশের সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। সবাই যেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। না ভাই, আলো-দি?"

আমি অণিমার এমন সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-দৃষ্টি দেখে সত্যই বিস্ময় বোধ ক'রে বল্‌লুম, "ঠিক্ বলেছিস্। আমার মনও ঠিক্ তোর মতই ভাব্‌ছে।"

মা-থিন্ মৃদু হেসে বল্‌লে, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার জন্মভূমি আপনাদের চোখে এমন বিস্ময়রূপিণী হ'য়ে ধরা দিয়েছে!"

অনুপ বোধ হয় কিছুই তেমন বুঝ্‌ছিল না—অথচ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুন্‌ছিল। এক সময়ে সে বল্‌লে, "আপনার বাড়ীতে বিড়াল আছে, মা-থিন্-দি?"

এই প্রশ্নে মা-থিন্ বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, "কেন ভাই, তুমি কি বিড়াল ভালবাস? কিন্তু আমার তো নেই, ভাই।"

"নেই! যাক্, বাঁচা গেল। আমার বড় ভয় করে কালো বিড়ালকে?" ব'লে অনুপ মোড়ল-বৌয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্‌লে, "আলো-দি, মোড়লের মা আবার ঘুমুচ্ছে!"

"আবার ঐ কথা! ছিঃ! মোড়ল-বৌ বল্‌তে হয়!" ব'লে আমি অনুপের মুখে হাত চাপা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, মোড়ল-বৌয়ের নাসিকা-গর্জ্জন জাহাজের ইন্ধনের শব্দকেও ছাপিয়ে উঠ্‌ছে।

অণিমা হেসে উঠ্‌ল। মা-থিন্ বল্‌লে, "ঘুমিয়ে কাতর হ'তে ওকে আমি দেখিনি। আর শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এমন মোটা হ'য়ে পড়েছে!"

এমন সময়ে জাহাজের বাঁশী তীক্ষ্মস্বরে বেজে উঠ্‌তে, চেয়ে দেখ্‌লুম,—জাহাজ তীরের অতি নিকটে এসে পৌচেছে। গতি ক'মে গেছে। জেঠীতে বাঁধ্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে।

মামাবাবু আমাদের কাছে এসে মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "এখান থেকে তোমার বাড়ী কত দূরে, মা?"

মা-থিন্ সম্ভ্রমের সঙ্গে বল্‌লে, "গাড়ীতে মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের পথ, মামাবাবু। যে 'জল-কুঠীরে' আমি থাকি, তা এই ইরাবতীর তীরের ওপরেই—এখান থেকে অল্প দূরে।"

জাহাজ বাঁধা হ'ল। সকল স্থানেব মতই কুলীর দল প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছিল। তারা শিকারের উপর লম্ফ দিয়ে প'ড়ে চক্ষের পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তে মোট্‌-ঘাট্‌ নিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

জেঠী-ঘাট্‌ ষ্টেশনে হ'তে বেরিয়ে দেখি—দু'জন পরিচ্ছন্ন পোষাকে সজ্জিত বার্ম্মিজ ভদ্রলোক মা-থিন্‌কে বর্ম্মা-প্রথায় সসম্ভ্রমে অভিবাদন কর্‌লে।

মা-থিন্ মৃদু হাসিমুখে বর্ম্মা-ভাষায় তাদের কী বল্‌লে পরে, আমাদের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এরা আমার কারবারের কর্ম্মচারী। আমি রেঙ্গুণে গিয়ে মোড়ল-বৌ'কে দিয়ে 'তার' করেছিলাম। এঁরা আমার গাড়ী নিয়ে, নিতে এসেছে।"

মা-থিনের কথা শুনে আমরা চেয়ে দেখ্‌লুম, একখানি অতি বৃহৎ নূতন মোটরকার অপেক্ষা করছে।

মামাবাবুর মুখ দেখে মনে হ'ল, তিনিও যেন একটু বিস্মিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে মা-থিন্ আবার ঐ দু'জন ভদ্রলোককে তাদের ভাষায় কি বল্‌লে, এবং পরে ভদ্রলোক দু'জন মামাবাবুকে সম্মান দেখিয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বার্ম্মিজ-প্রথায় সেলাম দিলে।

মামাবাবু অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে ইংরাজীতে জানালেন যে, তাদের দেখে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছেন।

মা-থিন্ বিনয়-সহকারে আমাদের গাড়ীতে উঠে বস্‌তে বল্‌লে। মামাবাবু, অণিমা ও আমি এবং আমার পাশে মা-থিন্ বস্‌ল। গাড়ীখানি ছোট নয়। অনুপ আমার আধখানি কোল অধিকার ক'রে বস্‌ল।

ড্রাইভারের পাশে মোড়ল-বৌ উঠ্‌লে, মা-থিন্ গাড়ী চালাতে আদেশ দিয়ে বল্‌লে, "মোট্-ঘাট্ আমার কর্ম্মচারীরা নিয়ে যাবে।"

কিন্তু মোড়ল-বৌয়ের পুঁটলী, তার সঙ্গেই মোটরে চ'ড়েছিল। আমাদের মোটর মাত্র কয়েক মিনিট পরে একটা সুবৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। সোফার নেমে দ্বার খুলে স'রে দাঁড়ালো। আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। পরে আমরা বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে এমন একটা ড্রইং-রুমে প্রবেশ কর্‌লুম, দেখে মনে

হ'ল, গৃহস্বামী বোধ হয় এইমাত্র কোথায় গিয়েছেন,. এম্‌নি সুসজ্জিত ও পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

মা-থিনের কথা শুনে এবং তার জাহাজে ডেকের আরোহী-রূপের প্রথম পরিচয় পেয়ে—আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, মা-থিন্ একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরের কন্যা। সামান্য গচ্ছিত ও সঞ্চিত ধনের অধিকারিণী। হয়তো মৌল্‌মিনে একখানি তুক্-তকে ঝক্-ঝকে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাড়ীর অধিকারিণী। কিন্তু এখন আমরা যে পরিচয় পেলুম, তা'তে মনে এই কথাই বার-বার উদয় হ'তে লাগ্‌ল, কত ধনের অধিকারিণী হ'লে, কতখানি সুশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হ'লে, এমন পবিত্র ও আধুনিক-রুচির পরিচয় দেওয়া এমন একটী তরুণীর পক্ষে সম্ভব। আমার যতখানি শ্রদ্ধা এতক্ষণ অবধি মা-থিন্ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল—তার শতগুণে যেন বেড়ে গেল।

মা-থিন্ কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভাব্‌তে দিলে না। দুইজন পরিচারিকা আদেশের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিল। সে তাদের কি বল্‌লে। পরে আমাদের দিকে চেয়ে মধুর-স্বরে বল্‌লে, "এখন উঠুন্ দিদি, স্নান সেরে নিন্ আপনারা। আর একটা কথা নিবেদন ক'রে রাখি, যখন আমাকে এই সৌভাগ্যে পুরস্কৃত করেছেন, তখন এখানে আপনাদের একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে! মিস্ আলো, মিস্ অণিমা, আপনারা এই দু'জন ঝি'র সঙ্গে যান্, ভাই। ওরা সব-কিছু দেখিয়ে দেবে। ওদিকে চায়ের জল ফুট্‌ছে। আর মামাবাবু, আপনিও স্নান সেরে নিন্। আপনাকে স্নান করিয়ে দেবার জন্য মংচি দাঁড়িয়ে আছে।"

মং-চি একটী চাকরের নাম। মামাবাবু বল্‌লেন, "যাই মা,

একটা কথা বলি মা-থিন্, তুমি বেটী বড় দুষ্টু মেয়ে! নইলে এমন রাজার মত ঐশ্বর্য্যে যে 'মানুষ' হয়েছে, তাকে চেন্‌বার সুযোগ না দিয়ে, আমাকে কত অপরাধে যে অপরাধী করেছ, তাই শুধু আমার মনে জাগ্‌ছে।"

মা-থিন্ চকিতে একবার ঝি-চাকরের দিকে চেয়ে মামাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "আপনি ও-সব কথা ব'লে, আমাকে শাস্তি দেবেন না, মামাবাবু। আপনি আমার জন্য যা করেছেন, এবং বর্ত্তমানে যা' কর্‌ছেন, সে-ঋণ আপনার, আমি কি জীবন দিয়েও কখনও পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব, মামাবাবু? এই যে বাড়ী, গাড়ী দেখ্‌ছেন, এ সব তাঁর সুখের জন্যই করেছিলুম। কিন্তু আপনি জানেন, আজ তিনি কোথায়, কী ভাবে দারুণ কষ্টময় জীবন-যাপন কর্‌ছেন," বল্‌তে বল্‌তে মা-থিনের কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হ'য়ে এল।

মামাবাবু মা-থিনের হাত ধ'রে তুলে বল্‌লেন, "না মা, আমি আর কোন কথা বল্‌ব না। যাও মা আলো, অণিমা, তোমরা স্নান সেরে এসো। মা-থিন্, (তুমিও সেরে নাও,) মা। চল্ মংচি!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমরা যখন স্নান-পর্ব্ব সেরে পুনরায় ড্রইং-রুমে এসে উপস্থিত হ'লুম, তখন অণিমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "অণিমা কোথায়, মা-থিন্-দি?"

মা-থিন্ প্লেটে নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সাজাচ্ছিল—আর

একটী তরুণী পরিচারিকা কাপে চা' ঢাল্‌ছিল। মা-থিন্ একটু হেসে বল্‌লে, "অণিমা আমার শোবার ঘরে ছবি দেখ্‌ছেন—দেখে এসেছি।"

এমন সময়ে অণিমা এল। সে বল্‌লে, "কী সুন্দর সব ছবি, ভাই আলো-দি! কত রকমের রঙ যে এক-একটা ছবিতে দেওয়া হয়েচে—দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়।"

মা-থিন্ খাবারের প্লেটগুলি আমাদের সাম্‌নে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে, "আমার কিন্তু মিস্ আলোর আঁকা ছবি ভারি পছন্দ হয়। বিশেষ ক'রে—সেই 'সাপে-ময়ূরে যুদ্ধ করার' আর "সাঁওতালী-অভিবাদন" খানা আমার এত ভাল লেগেছে! আমার ইচ্ছে যায়, ওঁকে দিয়ে আমাদের দেশের ছবির মত একখানা সুন্দর ছবি আঁকিয়ে নিয়ে, সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখি।"

আমি প্রশংসায় লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লুম, "আপনি বড়ো বেশী ক'রে বলেন, মা-থিন্-দি।"

মামাবাবু আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি মৃদু হেসে বল্‌লেন, "সত্যিই আলো ভারি সুন্দর ছবি আঁকে।"

আমি ঘাড় হেঁট্ ক'রে ব'সে চা' খেতে লাগ্‌লুম। এক সময়ে মা-থিন্ বল্‌লে, 'আজ সন্ধ্যার সময়ে বাড়ীতে পোয়ে-নাচের বন্দোবস্ত করেছি। আপনাদের মন্দ লাগ্‌বে না, বোধ হয়।"

শুনে আমার আর অণিমার যে-আনন্দ হ'ল, তা' আমাদের দু'জনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি দেখে মা-থিন্ বুঝ্‌তে পার্‌লে।

চা খাওয়া শেষ হ'লে মা-থিন্ বল্‌লে, "মামাবাবু! ট্রেণে ভাল ঘুম হয় নি, আপনার। আসুন, আপনি একটু বিশ্রাম করবেন।"

মামাবাবু বল্‌লেন, "চল মা। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে আমার ঘুম

পোয়ে-নৃত্য
চিত্র-শিল্পী-

আদৌ হয় নি। তা' ছাড়া তোমাদের জন্যও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়েছিল, মা।" ব'লে আমাদের পানে চেয়ে বল্লেন, "মা আলো, তোমরাও অনুপকে নিয়ে এ-বেলা বিশ্রাম করো গে, মা। ও-বেলা বরং বেড়াতে যেও মা-থিনের সঙ্গে।"

মা-থিন্ মামাবাবুকে একখানি সুসজ্জিত কক্ষে শয়ন করিয়ে ফিরে এসে আমাদের নিয়ে তার শোবার ঘরে গেল।

মা-থিনের শোবার ঘরটী সাধারণ ঘরের দ্বিগুণ বড়ো হবে।

ঘরের মাঝ্খানে যে বড়ো বর্ম্মার সেগুণ কাঠের কারুকার্য্য-ভরা খাটখানি পাতা রয়েছে, তা'তে ছ'জন পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি খুব সহজ ভাবেই শুতে পারেন। সুতরাং বিছানায় উঠে আমরা গাড়ীর অনিদ্রাটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য শুয়ে পড়্লুম।

মা-থিন বল্লে, তার একটু কাজ আছে, সার্তে হবে। অর্থাৎ তার অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত কর্তে হবে। সুতরাং আমরা জাহাজে এবং পরে রেঙ্গুণে, শেষে ট্রেণে যে-ভাবে মা-থিন্কে পেয়েছিলুম, সেই মা-থিন্কে তার রাজ্যে সে-ভাবে পাবার আশা করা যে অন্যায়—সে-কথা আমি বুঝেছিলুম। কিন্তু অনুপ তা' বুঝ্তে চাইল না। তাই অনেকক্ষণ ধ'রে তাকে বোঝাতে হ'ল। পরে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়্ল।

পরে বেলা বারটার সময় আমাদের ঘুম থেকে তুলে মা-থিন্ যে রাজসূয়-যজ্ঞ করেছিল, তার সদ্ব্যবহার করালে। তারপর সারা দুপুর নানা গল্প ক'রে কাটালুম। অপরাহ্ণে মামাবাবু বেড়াতে চ'লে গেলেন। আমরা সেজে-গুজে মা-থিন্কে নিয়ে বেরিয়ে পড়্লুম।

বার হবার আগে মা-থিন্ বল্লে, "চলুন আলো-দি, মোটরটা

নিয়ে একটু ঘুরে আসি।" আমি আপত্তি জানিয়ে বল্‌লুম, "সমস্ত দিনটা আলস্যে অবসাদে কাটিয়ে এখন একটু পায়ে হেঁটে বেড়ান শরীরের পক্ষে খুব ভাল হবে। কাল সকালে না হয়, আপনার মোটরে দেশটা দেখে বেড়াব।"

পথে বার হ'য়ে দেখ্‌লুম, ইরাবতী নদীর তীরে যে সহরটা গ'ড়ে উঠেছে, সেই ছোট সহরটীর প্রধান রাস্তা নদীর তীর ধ'রেই চ'লে গেছে। রাস্তায় বিচিত্র রঙের পোষাকে ভূষিত হ'য়ে অসংখ্য সুন্দরী মেয়ের ভিড়। একটা ছোট সহরের একটী রাস্তায় একসঙ্গে এতগুলি নারীর সমাবেশ—কল্পনাতেও বোধ হয় কর্‌তে পার্‌তুম না। যে দিকে চাই, সেই দিকেই প্রজাপতির মত সুন্দর রঙীণ বর্ম্মা-তরুণী ও সকল বয়সের নারীর মেলা। পুরুষের সংখ্যা এত কম—যে নজরেই পড়ে না।

বড়ো রাস্তা পার হ'য়ে, সহরের দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটী প্রান্ত-সীমায় গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তাটীতে চল্‌তে চল্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "এর মানে কি, মা-থিন্‌-দি?"

"কিসের মানে, ভাই?" ব'লে সে বিস্মিত হ'য়ে আমার মুখের দিকে চাইলে।

আমি বল্‌লুম, "এত নারী কোথা হ'তে এল ভাই—আপনার এই ছোট সহরটি ভ'রে?"

মা-থিন্ বল্‌লে, "আপনি বোধ হয় আমার কথা ভুলে গিয়েছেন যে, আমি বলেছিলাম আমাদের দেশে শতকরা আশী ভাগ নারী আর বাকী কুড়ি ভাগ পুরুষ। অভিশপ্ত এই দেশ, ভাই আলো-দি।"

অণিমা এক সময়ে বল্‌লে, "ও কথা বল্‌বেন না, আপনি। এমন সুন্দর দেশ যে আর কোথাও থাক্‌তে পারে, তা' আমার

ছোট বুদ্ধিতে না হয়, নাই অনুমান হ'ল—কিন্তু এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেশ আর তার অধিবাসীদের হাসি-ভরা মুখ, হিংসা-জাগানো স্বাস্থ্য দেখে মনে হয়, ভগবানের অসীম করুণা আপনাদের মাথায় দিনরাত ঝ'রে পড়্‌ছে—তাই এই সবের সম্ভব হয়েচে।"

মা-থিন্‌ অণিমার কথা শুনে মৃদু হেসে বল্‌লে, "বুদ্ধদেবের কাছে প্রার্থনা করি—দিদি, এম্‌নি ধারণাই আপনার থাক্‌। কোন দিন যেন এ-ধারণার ব্যতিক্রম না হয়।"

সাম্‌নেই বাজার দেখে, মা-থিন্‌ আবার বল্‌লে, "চলুন, মিস্‌ আলো, বাজার দেখে আস্‌বেন।"

"চলুন" ব'লে আমরা বাজারের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লুম। আমাদের দেখে, ছোট ছোট ঘেরা-ষ্টলের অসংখ্য অধিকারিণী বর্ম্মা-ভাষায় চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল—যেমন ক'রে আমাদের চাঁদ্‌নী-চকে 'আইয়ে মেম-সাহেব, আইয়ে মিস্‌-বাবা' ব'লে চীৎকার করে। ওদের চীৎকারের ভাষা বুঝ্‌তে না পেরে ধারণা ক'রে নিলুম—ওই রকমই কিছু একটা হবে।

বাজারের মধ্যে অসংখ্য গলি। পথ খুব অপ্রশস্ত। দু'জন লোক পাশাপাশি যেতে পারে না। আমি অনুপকে মাঝে রেখে আর মা-থিন্‌কে পিছনে রেখে এগিয়ে চল্‌ছিলুম।

ষ্টল-তরুণীরা আমাদের কোন কিছু কেন্‌বার আগ্রহ না দেখে, বোধ হয় বুঝে নিলে—এরা বিদেশী, শুধু বেড়াতে এসেছে। সুতরাং চীৎকারের পণ্ড-পরিশ্রম না ক'রে তারা আপন-আপন কাজে মন দিলে। শুধু চল্‌তে চল্‌তে যে যে মেয়ের সঙ্গে আমাদের চোখা-চোখী হ'তে লাগ্‌ল, সেই বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাতোয়ারে।" পরে জান্‌লুম, ঐ কথাটার মানে "কি চাই?"

যাই হোক্, আমরা বাজারে আরও একটু ঘুরে-ফিরে পথে বেরিয়ে এলুম।

সে-দিন বাজার দেখেই আমরা ফির্লুম। কারণ সন্ধ্যার বিলম্ব নেই। ওদিকে পোয়ে-নাচের বন্দোবস্ত হয়েছে। মা-থিন্ নিজে থেকে হুকুম দিয়ে সব কর্বে। সুতরাং ফির্তে হ'ল। পথে চল্তে চল্তে মা-থিন্ বল্লে যে, এই নাচ-উপলক্ষে সে সহরের কয়েকজন গণ্য-মান্য ভদ্রলোককে ও মহিলাকে নিমন্ত্রণ করেছে। কোন বিশিষ্ট অতিথির সম্মানার্থেই এরূপ সামজিক ভাবে পোয়ে-নাচের আয়োজন হ'য়ে থাকে। সুতরাং বস্বার স্থান, নাচ্বার স্থান ইত্যাদি বহু খুটী-নাটী কাজ তার দেখ্বার আছে। যদিও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তার কর্ম্মচারীরা সকল বন্দোবস্ত কর্ছে—তা' হলেও শেষে কিন্তু তার অনুমোদন চাই-ই।

আমরা যখন মা-থিন্ এর বাড়ীতে ফিরে এলুম, তখন সন্ধ্যার দীপ সবে মাত্র জ্বলেছে। আমাদের সান্ধ্য-চা এর আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে পরিচারিকারা অপেক্ষা করছিল। খবর নিয়ে জান্লুম, মামাবাবু তখনও ফিরেন্ নাই। সুতরাং মামাবাবুর জন্য অপেক্ষা করাই আমাদের মত্ স্থির হ'ল।

ঝি-চাকরের দল কিরূপ শিক্ষা পেলে এরূপ আজ্ঞাধীন হয়, ভেবে মা-থিনের ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তার পরিচারিকার দল আমাদের আদেশ পালন করার জন্য যে সর্ব্বদা উন্মুখ হ'য়েই আছে—তা' তাদের বিনীত মুখের ভাব, আর চক্ষুর সজাগ-দৃষ্টি দেখে বুঝ্তে কষ্ট হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা তাদের ভাষা বুঝিনে—আর তারাও আমাদের ভাষা বোঝে না। সুতরাং আদেশ কর্বার প্রয়োজন হ'লেও কর্তে পার্তুম না।

দশ মিনিটের মধ্যে মামাবাবু ফিরে এলেন এবং আমরা অপেক্ষা কর্‌ছি দেখে অনুযোগ ক'রে বল্‌লেন, "তোমরা খেলেই পার্‌তে, মা।"

"সে কি হয়, মামাবাবু ? আপনার আগে আমি খেয়ে ব'সে থাক্‌ব আমার বাড়ীতে—এ আমি ভাব্‌তেও পারিনে !" ব'লে মা-থিন্ পরিচারিকাদের ইঙ্গিত কর্‌লে।

মুহূর্ত্তের ভিতর নানা রকম খাবার ও চা এসে উপস্থিত হ'ল। আমি বল্‌লুম, "এখন এত খাবার খেলে, রাতে আর কিছু খেতে পার্‌ব না, মা-থিন্-দি ?"

মা-থিন্ হেসে বল্‌লে, "রাত্রের আহারের এখনও যথেষ্ট দেরী আছে। আর এই সব হাল্কা খাবার খেতে-না-খেতে জলের গুণে হজম হ'য়ে যাবে।"

সত্যই হজম হ'য়ে যায়। জলের গুণে, কি হাওয়ার গুণে, কি মনের নূতন আনন্দের গুণে, তার বিচার না হ'লেও, খুব যে ক্ষুধা পায়, আর আহারের পরিমাণও সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে যায়—তা ঠিক্।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "মা-থিন্, কখন পোয়ে-নাচ্ আরম্ভ হবে, মা ?"

"আট্‌টার সময়, মামাবাবু। সব আয়োজন ঠিক্ হ'য়ে গেছে।" ব'লে মা-থিন্ একটু হাস্‌লে।

"আমাদের জন্য মিছামিছি কতকগুলো টাকা বাজে-খরচ ক'রো না, মা।" মামাবাবু বল্‌লেন।

মা-থিন্ মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়েছিল, বল্‌লে, "আপনাদের জন্য কোন খরচই বাজে-খরচ নয়, মামাবাবু।" ব'লেই অতর্কিতে মা-থিন্ ঘর হ'তে বার হ'য়ে গেল।

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

বাড়ীর ফটকের বর্ম্মার পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে রাত্রি আট্‌টা ঘোষণা হবার সঙ্গে-সঙ্গে মা-থিন্ আমাদের নিয়ে বাড়ীর পিছনে, নদীর তীরের উপর প্রশস্ত উদ্যানে প্রবেশ করল। সম্মানিত অতিথির পৃথক্ ও বিশিষ্ট আসনে আমরা উপবেশন করলুম। চেয়ে দেখি, নৃত্য দেখ্‌বার জন্য শত-শত নর-নারীর সমাবেশ হয়েছে। যাঁরা নিমন্ত্রিত—তাদের জন্য উচ্চ আসনের বন্দোবস্ত হয়েছে। আর যাঁরা অনাহুত হ'য়ে এসেছেন—তারা মেঝের ওপর বিছানো মাদুরের বিছানায় হাঁটু পেতে দলে-দলে ব'সে গেছেন। মধ্যস্থলে ষ্টেজের মত একটা গোলাকার প্রায় তিন ফুট উচ্চ প্রশস্ত বেদী। তার ওপর এক-প্রকার মাদুর পেতে মোড়া হয়েছে। বেদীর ওপর পরীর মত সুন্দরী—অদ্ভুত-অপূর্ব্ব ধরণে সজ্জিত হ'য়ে তিনটী তরুণী ব'সে রয়েছে। এবং তাদের পাশে নানা-প্রকার বাদ্য-যন্ত্র নিয়ে কয়েকজন পুরুষ ব'সে আছে।

বৃহৎ উদ্যানটী অত্যুজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে দিনের আকার ধারণ করেছে। আমাদের জন্যই তারা অপেক্ষা করছিল। আমরা আসন গ্রহণ করা মাত্র বিচিত্র-সুরে ঐক্যতান-বাদন সুরু হ'ল।

কলকাতার থিয়েটারে কান-ঝালা-পালা-করা কন্‌সার্টের বিভীষিকাময় ঐক্যতান-বাদন শুনেছি, বিবাহ-সমারোহে বেসুরো দেশী-ব্যাণ্ডের শব্দে তাণ্ডব-লীলা অনুভব করেছি—কিন্তু সে-দিন রাত্রে মৌল্‌মিনের একটী বর্ম্মা-রমণীর গৃহ-উদ্যানে একটী বাঙালী পরিবারের সম্মান-রজনীতে যে সমবেত-বাদ্য বর্ম্মার বিবিধবাদ্য-যন্ত্রে বেজে উঠেছিল—তার মিষ্টতা, তার অপূর্ব্বতা আজও আমার কানে সময়ে-সময়ে তেম্‌নি মধুর তানে তান-লয়-ভরা নৃত্যকলার মত বেজে উঠে, আমার মনকে নাচিয়ে তোলে।

ঐ বিচিত্র ঐক্যতানের সুন্দর বৈচিত্র্য মনে জেগে উঠ্‌ল। পা যেন আপনা থেকেই বাদ্যের তালে-তালে নেচে উঠ্‌তে থাকে।

ঐক্যতানের অন্তরা বেজে ফিরে যেতেই, তরুণী তিনটী পর-পর ঐ সুরে সুর মিলিয়ে নূপুর-সজ্জিত পায়ে, সোমের মাথায় তাল দেওয়ার মত, 'ঝম্‌' শব্দে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, এবং সেই বিচিত্র তাণ্ডবের বিচিত্র নৃত্য-ছন্দের তালে-তালে তরুণী তিনটীর দেহ-লতা, সে যে কী ক'রে লীলায়িত নৃত্যের প্রবাহে বাধা-হীন বন্ধন-হীন লীলায় ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল, তা' চোখে দেখে—কানে শুনে অনুভব করতে হয়। আমার সাধ্য কী—সেই গান, সেই সুর, সেই তান-লয়ে —নৃত্যের সেই কাল-বৈশাখীর উদ্দাম-ছন্দ বর্ণনা করি!

আমি পলকহীন চোখে, চিন্তাহীন মনে এই অপূর্ব্ব নৃত্যের লীলায়িত ভঙ্গীর দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম। দেখে মনে হ'তে লাগ্‌ল, মেয়ে তিনটীর দেহে হাড় বলিয়া যেন কোন বস্তু নেই। তাদের দেহের অপূর্ব্ব দোলন, অদ্ভুত ভঙ্গী, আর অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত যে মায়া-বিভ্রম সৃষ্টি কর্‌ল, তখন এই কথাটাই আমার বার-বার মনে হচ্ছিল, যদি এ-দেশে আস্‌বার সৌভাগ্য আমার না হ'ত, তা' হ'লে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য-দেখা হ'তে চিরদিনই বঞ্চিত থাকৃতুম।

এমন সময়ে প্রথম গান ও নাচ শেষ হ'ল। তরুণীরা ও বাদ্যকরেরা বিশ্রাম করতে লাগ্‌ল।

মা-থিনের পরিচারিকা, ভৃত্য ও কর্ম্মচারীর দল চা, কেক্‌, পান, সুপারি, আমন্ত্রিতদের বিতরণ করতে লাগ্‌ল।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন জজ্‌, দুইজন ব্যারিষ্টার ও জন কয়েক উকিল ও পদস্থ একজন জমিদার ছিলেন। মা-থিন্‌ এই অবসরে মামাবাবুর সঙ্গে তাঁদের অনেককে পরিচিত করিয়ে দিলে।

কিছু সময় পরস্পর অভিবাদন ও আপ্যায়নের পালা চল্‌লো। আবার ঐক্যতান বেজে উঠ্‌ল ও মেয়েরা নৃত্যের সঙ্গে-সঙ্গে গান গাইতে লাগ্‌ল।

প্রথম বারের সুর ও নৃত্য-ছন্দের পরিবর্ত্তে নূতন সুর ও ছন্দ চল্‌তে লাগ্‌ল। দেখে দেখে আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল—যদিও ভাষা ও সুরের পার্থক্য যথেষ্ট আছে, এবং নৃত্যের ধারাও সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারা হ'তে আলাদা—তা হলেও, ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে যেন কোথায় একটা নিবিড় প্রাণের যোগ এর আছে। ভারতীয় নৃত্যের যেমন বিভিন্ন স্তর-বিভাগ আছে এবং যে অনুভূতির ওপর নির্ভর ক'রে ভারতীয় নৃত্যের পরিকল্পনা হয়েছে—ঠিক্ সেই অনুভূতির নিবিড় সংস্পর্শ যেন, কোথাও না কোথাও এই বর্ম্মা-নৃত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে—ঠিক্ ধর্‌তে পার্‌ছি নে।

দ্বিতীয় নৃত্য শেষ হ'ল। মা-থিন্ এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেমন লাগ্‌ল, মিস্ আলো ?"

আমি মুগ্ধ-স্বরে বল্‌লুম, "আমি কী ব'লে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে—মা-থিন্-দি, জানিনে! এমন জিনিষটী চোখে না দেখ্‌লে, আমি কল্পনা কর্‌তে পারতুম না।"

আমার কথা শুনে মা-থিন্ অত্যন্ত খুসী হ'য়ে বল্‌লে, "আমার আয়োজন সার্থক হ'ল, দিদি। আমি ভয়েই মর্‌ছিলুম, যদি আপনাদের ভাল না লাগে, তবে আমার মনঃকষ্টের আর অন্ত থাকবে না।"

আমি বল্‌লুম, "আপনি কি কখনও ভারতীয় নৃত্য দেখেছেন, দিদি ?"

মা-থিন্ বল্‌লে, "একবার রেঙ্গুণের একটা বায়স্কোপে একটি

ভারতীয় মেয়ের নাচ দেখেছিলুম—দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, ভারতীয় নৃত্যের ধারা ও আমাদের নৃত্যের ধারার মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য থাক্‌লেও, কোথাও না কোথাও যেন একটা যোগ আছে—ঠিক্ তা ধর্‌তে পারি নি, দিদি।”

আমিও মৃদু হেসে বল্‌লুম, “ঠিক্ ঐ কথাই আমিও ভাব্‌ছি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই নৃত্য জানেন, নইলে এমন ধারণা আপনার মনে উঠ্‌ত না, মা-থিন্-দি?”

মা-থিন্ বল্‌লে, “নাচ্‌তে গাইতে জানে না, এমন একটী বর্ম্মা-মেয়ে আপনি খুঁজে পাবেন না, মিস্ আলো! এমন কি তিন বছরের মেয়েও নাচ্‌তে জানে। নাচ-গান শেখা এ-দেশের মেয়েদের কয়েকটী পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে প্রধান একটী। এবার আপনার কথা বলুন। আমিও কি বল্‌তে পারি নে যে, আপনি নৃত্য না জান্‌লে, অমন অভিমত প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তেন না?”

আমি লজ্জিত হ’য়ে বল্‌লুম, “আমি যে একেবারে কিছু জানি নে, যদি বলি—তা’ নিতান্ত মিথ্যাই হবে। কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েরা নাচ-গান শেখাকে আপনাদের মত পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে মোটেই দেখে না। অনেক ক্ষেত্রে ঠিক্ বিপরীত।”

এমন সময়ে অণিমা বল্‌লে, “আলো-দি আমার—একজন ভারত-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, মা-থিন্-দি! আপনি যে অনেক দূরে থাকেন—তাই জানেন না, নইলে আলো-দির নাম শোনে নি এমন নর-নারী আমাদের দেশে খুব কমই আছে।”

আমি রাগ ক’রে বল্‌লুম, “কী যে—যা’ তা’ বলো! মা-থিন্-দি হয়তো সত্য ব’লেই মেনে নেবেন। তা’ হ’লে আমার অবস্থাটা কী হ’বে ভেবে দেখেছ, তুমি?”

মা-থিন্ হেসে বললে, "আচ্ছা, বিশেষ কাহিল হ'তে দেবো না, আমি। কিন্তু কাল ঘরের দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে আমার বিশিষ্ট অতিথির নৃত্য না দেখে যে অন্ন-জল ছোঁব না, তা' আজ থেকেই আপনি জেনে রাখুন্, আলো-দি।"

এমন সময়ে শেষ ঐক্যতান-বাদন সুরু হ'ল। আমি ব্যস্ত হ'য়ে মা-থিনের কথায় স্বীকৃত হলুম। মা-থিন্ আপন আসনটীতে গিয়ে বস্‌ল। শেষ-নৃত্য ও গান প্রায় আধ-ঘণ্টা ধ'রে চল্‌ল। সেই বৃহৎ জনতা মুগ্ধ হ'য়ে এমন নীরবে ব'সে রইল, যা আমাদের প্রেক্ষা-গৃহে সচরাচর দেখা যায় না।

অবশেষে নৃত্য শেষ হ'ল। অভ্যাগত নিমন্ত্রিত সকলে আমাদের সঙ্গে দু' একটা সমাদরের বাক্য-বিনিময় ক'রে একে-একে চ'লে গেলেন। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মা-থিন্ আমাদের সঙ্গে নিয়ে সোজা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল। এবং খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময়ে যে-কথা মুখ দিয়ে বার হয়েছিল যে, আর কিছু খেতে হবে না, এখন সে-কথা মনে প'ড়েই লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লুম। কারণ আমার এত ক্ষুধা পেয়েছিল যে, তখন কথা বলার চেয়ে হাত ও মুখের কাজ চলাই বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছিল।

খেতে ব'সে শুধু এই কথাই মনে হচ্ছিল, এত বিশাল আয়োজন এবং ততোধিক আন্তরিক ইচ্ছার সঙ্গে আপ্যায়নের চেষ্টা, সত্যই খুব মনোহর ব'লে মনে না হ'য়ে পরিত্রাণ থাকে না।

আহারের পর যখন আমরা শয্যা গ্রহণ কর্‌লুম, তখন গল্পখোর অনুপও সে-রাত্রে গল্প শুন্‌তে চাইল না। সকলের মনই সে-দিন এমন পূর্ণ ছিল যে, কোনও কিছুর জন্যই এতটুকু ফাঁক ছিল না।

রাত্রে আর একখানি পালঙ্ক কক্ষের মধ্যে আনা হয়েছিল। একখানিতে আমরা তিন ভাই-বোন ও অন্যটিতে মা-থিন্ শয়ন করল।

শয়ন ক'রে আলো নিবিয়ে মা-থিন্ বল্‌লে, "কেমন সব লাগ্‌ল, আলো-দি ?"

"সুন্দর—অতি সুন্দর।" আমি মুগ্ধ-কণ্ঠে বল্‌লুম।

মা-থিন্ বল্‌লে, "কাল ব্রেক্‌ফাষ্টের পর, আপনার নাচ। তার পর মোটর-ভ্রমণ। পরে মধ্যাহ্ন-আহার ও বিশ্রাম। অপরাহ্ণে আমার কার্‌বার দেখা—মোড়ল-বৌয়ের বাড়ীতে পদার্পণ।এই হ'ল প্রোগ্রাম, বুঝেছেন ?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে চা-পর্ব্ব শেষ হ'লে মামাবাবুর সঙ্গে অনুপ বেড়াতে চ'লে গেল। মা-থিন্ যেন এই সময়টার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কর্‌ছিল। আমার হাত দু'টী ধ'রে বল্‌লে, "এক মিনিটও এখানে নয়—সোজা আমার শোবার-ঘরে।"

অণিমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্‌লে, "আজ আর ফাঁকি চল্‌বে না, আলো-দি !"

আমি মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লুম, "চলুন্।"

মা-থিনের শোবার-ঘরের মেঝের ওপর একখানা দামী নরম গালিচা পাতা ছিল। গালিচার ওপরের সব ছোট-খাট জিনিষপত্র গালিচাখানির অনেকখানি জায়গা জুড়েছিল। সে

পূর্ব্বেই পরিচারিকাদের সেগুলি সরাবার জন্য হুকুম দিয়ে রেখেছিল। আমরা সেখানে উপস্থিত হতেই, মা-থিন্ অপেক্ষায়-থাকা পরিচারিকা দুটীকে কক্ষ থেকে বার হ'য়ে যেতে বল্‌লে এবং পরে দ্বার অর্গলবদ্ধ ক'রে আমার দিকে চেয়ে, অনুনয়-স্বরে বল্‌লে, "এবার 'সাপুড়িয়ানী' নৃত্য হোক্, মিস্ আলো।"

অণিমা সাশ্চর্য্যে বল্‌লে, "সাপুড়িয়ানী নৃত্যের কথা, আপনি কোথা থেকে শুন্‌লেন ?"

মা-মিন্ মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল, বল্‌লে, "মিস্ আলোর আঁকা একখানা ছবিতে দেখেছিলুম সে-দিন।"

অণিমা বল্‌লে, "তা, যেন হ'ল, কিন্তু সাপ কৈ ?"

মা-থিনের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল দেখে আমি হেসে বল্‌লুম, "ওর কথা শুনে যেন সত্যিকার সাপ এনে বস্‌বেন না, মা-থিন্-দি। নাচ্‌বার সময় আমরা যা ব্যবহার করি, তা ও-সবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, এখন। আমি কল্পনা ক'রে নেবো—যেন একটা সাপ আমার সাম্‌নে তালে-তালে হিস্-হিস্ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে নাচ্‌ছে।"

মা-থিনের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, "মা গো, সত্যই আমার ভয় হয়েছিল।"

আমার বিপদও বড় কম যায় নি, সে-দিন। কারণ নৃত্যের জন্য যে সব আয়োজনের প্রয়োজন হয়, তা' কিছুই ছিল না সেখানে। নৃত্যের উপযোগী আব-হাওয়ার অভাবে মন সহজে ধারণা কর্‌তে পার্‌ছিল না, এমন একটী পরিবেষ্টনীর—যা সহজে সাবলীল নৃত্যের পক্ষে আনন্দ-চঞ্চল হবে। আমি বহুক্ষণ চোখ দুটী বন্ধ ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। যখন প্রাণপণে আমার

মনকে তৈরী কর্‌বার জন্য কাল্পনিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করছি, তখন মা-থিন্ যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—তা বুঝ্‌তে আমার কষ্ট হয় নি। অণিমা আমার অসুবিধার কথা বিশেষভাবেই অবগত ছিল। সে পরে আমাকে বলেছিল যে, তারও ভয় হয়েছিল এই ভেবে যে, ভারতের সংস্কৃতির বুঝি বা অবমাননা ক'রে বসি। যাই হোক্, আমার মন একাগ্র কল্পনার বলে প্রস্তুত হ'তেই আমার সারা-অঙ্গ, আপন অস্তিত্ব ভুলে দু'লে উঠ্‌ল। তারপর যা' হ'ল, আমি কিছুই জানি না। সুতরাং আমাকে মা-থিনের মুখের কোন কথা বলা ছাড়া, এখানে অন্য উপায় নেই।

সে-দিন সাপুড়িয়ানী, বার্ম্মিজ, ঝঞ্ঝা, জিপ্‌সি, সাঁওতালী প্রভৃতি কয়েক রকম নৃত্য দেখিয়ে যখন নিষ্কৃতি পেলুম, তখন আমার ক্লান্তির আর অন্ত নেই। মা-থিন্ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "সুন্দর—অত্যন্ত সুন্দর—চমৎকার! এমন্‌টি চোখে দেখা দূরে থাক্—কল্পনাতেও কখনও ভাব্‌তে পারিনি।"

তারপর সরবৎ আন্‌বার আদেশ দিয়ে মা-থিন্ আমাকে নিয়ে তার বস্‌বার-ঘরে উপস্থিত হ'ল। পরে বল্‌লে, "মিস্ আলো, আমি বিপুলের মুখে ভারতীয় নৃত্যের অনেক প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু তখন তাঁর কথায় আমার শ্রদ্ধা আস্‌তো না —এই ভেবে যে, বর্ম্মী-মেয়েরা ভূমিষ্ট হয়েই নৃত্য শেখে। তাদের চেয়ে ভাল নৃত্য আর কোন দেশেরই মেয়েরা করতে পারে না। কিন্তু আজ, আমার স্বীকার কর্‌তে এতটুকু লজ্জা নেই—যে নৃত্য আজ্ দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হ'ল—সে নৃত্যের কাছে আমাদের নৃত্যকে উপহাসের বস্তু ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারিনে।" ব'লে মা-থিন্ নীরবে ব'সে রইল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সত্যই আপনার ভাল লেগেছে ?"

"খুব ভাল !" ব'লে মা-থিন্ মৃদু হাস্‌লে। পরে বল্‌লে, "শুধু ভাল লেগেছে বল্‌লে—অবমাননা করা হয়। আগেই বলেছি না —যে নৃত্য আজ দেখ্‌লুম, তা কল্পনারও অতীত জিনিষ আমার ? আমার দুর্ভাগ্য যে, আপনাকে দু'চার দিনের বেশী কাছে রাখ্‌বার আমার কোন উপায় নেই। নইলে শিষ্য হ'য়ে দু'একটা নাচ শিখে নিতুম," ব'লে ক্ষণকাল কি ভেবে বল্‌লে, "যখন সাপুড়িয়ানী নৃত্য সুরু কর্‌বার পূর্ব্বে আপনি চোখ বুজে স্থির নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন আমি ভাব্‌লুম, বুঝি বা আপনি যেটুকু নৃত্য শিখেছিলেন, তা' ভুলে ব'সে আছেন। সেই ভেবে আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু বল্‌বার উপক্রম কর্‌তেই মিস্ অণিমা আমাকে যে ভাবে নিরস্ত কর্‌লেন, তা'তে মনে হ'ল আমি যেন কোন মহাঋষির ধ্যান ভঙ্গ কর্‌তে যাচ্ছি দেখে, তাঁর শিষ্যা কঠিন শাসনের ইঙ্গিতে আমাকে নিরস্ত কর্‌লেন। তারপর আপনার মুখের দিকে চেয়ে যে ভাবটা দেখ্‌তে পেলুম —তা'তে আমার মনে আর কোন দ্বিধা বা সন্দেহ রইল না যে, আপনি সত্যই সাধনা-মগ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু পরে হঠাৎ আপনার অঙ্গ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। সারা-দেহ লীলায়, ছন্দে, তালে দুলে উঠে নৃত্য সুরু হ'ল। সাম্‌নে যে আপনার ভীষণ এক সর্প ছোবল্ মার্‌বার জন্য ফণা উদ্যত ক'রে বার-বার আপনার দিকে তেড়ে তেড়ে আস্‌ছে, তা আপনার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি ও দেহের কাতর শঙ্কিত আকুলতা দেখে সন্দেহ কর্‌বার কিছুই রইল না। সত্যিকার সাপের ভয়ে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ভয়ে আমার দেহের রক্ত জল হ'য়ে

গেল। আমি ভুলে গেলুম যে, আপনি নৃত্য করছেন। কাল্পনিক সর্প-নৃত্য করছেন—সর্প ঘরের ত্রিসীমানায় কোথাও নেই।”

মা-থিনের বর্ণনা শুনে অণিমা সশ্রদ্ধ চোখে চেয়ে বললে, “আমি তো কতবারই আলো-দির নাচ দেখেচি, মা-থিন্-দি, কিন্তু আমাকেও ভুলিয়ে দেয় ও। আর আপনি তো এই প্রথম দেখ্‌লেন!”

মা-থিন্ দ্বারের দিকে চেয়ে বল্‌লে, “সরবৎ এসেচে। এ দেশের সরবৎ খেয়ে দেখুন, আপনারা।”

পরিচারিকারা তিনটী টাম্বলার-গ্লাসে সরবৎ রেখে চ'লে গেল। আমি একটী গ্লাস হাতে নিয়ে বল্‌লুম, “আপনার মুখে আপনার অভিজ্ঞতা শুনে, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, মা-থিন্-দি। আপনি বলুন, শুনি।”

মা-থিন্ হেসে বল্‌লে, “আর কি শুনবেন, ভাই! আমার হৃদয়, আমার মন—জয় ক'রে ফেলেছেন আপনি। আমি শুধু এই কথাই বার বার ভাব্‌ছি—কেন এই হু'দিনের মায়ার বাঁধনে ধরা প'ড়ে চিরদিনের চিন্তার পথ খুলে রাখ্‌লেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব! আপনার প্রত্যেকটি নাচের যে বিশেষত্ব দেখ্‌লুম, তা এই যে —যখনি যে বিষয়ে নেচেছেন, তখনি সেই বিষয়ের সুস্পষ্ট ছবি আপনার মুখে ফুটে উঠেছে। আপনাকে দেখে মনে হ'ল—যেন আপনি কায়মনঃপ্রাণে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছেন। এমনটী হ'তে হ'লে যে, কত সাধনার আবশ্যক হয়—তা সে কথা আমিও বুঝি, দিদি!”

আমি বিস্মিত-স্বরে বল্‌লুম, “আমার অস্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে না, মা-থিন্-দি—যে আপনার মত অভিজ্ঞ-দর্শক শুধু এদেশে

কেন, আমার দেশেও খুব কমই আছেন। আপনি যে-দৃষ্টি নিয়ে বিচার করছেন, সে দৃষ্টির ধারণা যে কতখানি মন শিক্ষিত হ'লে করতে পারে, তা'ও আমি বুঝি। তাই আমারও মন এই ভেবে গর্ব্বিত হচ্ছে যে, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, ভাই।"

অণিমা বললে, "এবার ফুলষ্টপ্ দাও দিদিরা। কারণ আমাকে মুখ খুলতে অনেকক্ষণ দাও নি, আলো-দি।" ব'লেই অণিমা মা-থিনের দিকে চেয়ে বললে, "কী সুন্দর দিদি, আপনার দেশের সুধা-সরবৎ! এক গ্লাসে আশা মিট্‌তে চায় না যে?"

"এ শুধু সরবতের নয়—আমারই বহু ভাগ্য, মিস্ অণিমা! —আমি দশ গ্লাস্ আন্‌বার হুকুম দিচ্ছি" ব'লে মা-থিন্ দু'গ্লাস সরবৎ আন্‌বার জন্য হুকুম দিলে।

অণিমা চোখ বড় ক'রে বললে, "তা' ব'লে দু'গ্লাস?"

মা-থিন্ আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে। অণিমা শুধু বললে, "ও!"

সরবৎ খাওয়া শেষ হ'ল যখন, তখন মাত্র ন'টা বেজেছে।

অণিমা দেহের আড়ষ্ট ভাঙতে ভাঙতে বললে, "আলো-দি তো নেচে দেহটাকে বেশ হাল্কা ক'রে ফেলেচেন—কিন্তু আমাদের কী উপায়, মা-থিন্-দি?"

মা-থিন্ বললে, "চলুন তবে, একটু ঘুরে আসি?"

"চলুন।" ব'লে অণিমা উঠে দাঁড়াল।

"চলো।" ব'লে আমিও অণিমার পেছনে দাঁড়ালুম।

পথে বার হ'য়ে মা-থিন্ বললে, "বেশী দূরে যাওয়া তো হবে না, দিদি? কারণ মামাবাবু কখন যে ফিরবেন, তা' তো জানা নেই।"

অণিমা পথের ঘন জনতার দিকে চেয়ে অপ্রসন্ন মুখে বল্‌লে, "কী ভীড়্‌ বাপু! এই ভীড় ঠেলে আমি এক পা'ও বাড়াতে পার্‌বো না।"

মা-থিন্‌ আমার মুখের দিকে চাইতে, আমি বল্‌লুম, "তবে এখন থাক্‌, মা-থিন্‌-দি। চলুন—ফেরা যাক্‌।"

"সেই ভাল।" ব'লে মা-থিন্‌ আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলেন।

আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। মিনিট দশ পরে মামাবাবু অনুপকে নিয়ে ফিরে এলেন।

মামাবাবু সর্‌বতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বল্‌লেন, "মা-থিন্‌, আজ একটা সু-খবর এই কাগজখানাতে বার হয়েছে মা—প'ড়ে দেখ।" ব'লে তিনি ইংরাজী 'রেঙ্গুণ-মেল' কাগজখানা মা-থিনের হাতে দিলেন।

আমি অধীর হ'য়ে বল্‌লুম, "কি সু-খবর, মামাবাবু?"

মামাবাবু আমাদের দিকে একবার চেয়ে বল্‌লেন, "বাঙ্‌লা গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি রাজবন্দীকে ছেড়ে দিয়েছে। এমনও তো হ'তে পারে মা—আমাদের বিপুলবাবুও মুক্তি পেয়েছে।"

মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তার চক্ষুদুটী কাগজের লেখার ওপর দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে। পড়া শেষ হ'লে, তার মুখে একটা শান্ত অধীরতার ভাব ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌লুম। সে ধীরে-ধীরে কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে দিলে—কিছু বল্‌লে না।

মামাবাবু বল্‌লেন, "কাগজের তারিখ দেখে মনে হয়, প্রায় সাত-আট্‌ দিন পূর্ব্বে রাজবন্দীরা ছাড়া পেয়েছে। তা' হ'লে আমাদের বিপুলবাবু যদি ঐ দলে থাক্‌তো নিশ্চয়ই তোমাকে মা,

'তার' ক'রে শুভ-সংবাদ জানিয়ে দিতো।" ব'লে মামাবাবু নীরবে ভাবতে লাগলেন।

আমি বললুম, "এমনও তো হ'তে পারে, মামাবাবু—যে বিপুল বাবু ছাড়া পেয়ে বাড়ী গেছেন; সেখানে সব কিছু বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। আর তিনি তো জানেন, যে তাঁর মুক্তি-সংবাদ পাবার পর মা-থিন্-দি আর একটী দিনও তাঁর জন্য সহ্য করতে পারবেন না—ছুটে যাবেন ভারতবর্ষে। সেই ভেবেই তিনি গোলমাল করেন নি।"

মামাবাবু স-প্রশংস চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মা আমার কতখানি বুদ্ধিমতী দেখেছো, মা-থিন্?"

মা-থিনের মন তখন সেখানে ছিল না। সমুদ্র পার হ'য়ে বাঙলা দেশের কোন একটী অপরিচিত পরিবারের মধ্যে তার প্রিয়তমকে আমার কথা অনুযায়ী কর্ম্মব্যস্ত-ভাবে বোধ হয় দেখছিল। মামাবাবুর প্রশ্ন তার কানে প্রবেশ করল না।

মামাবাবু বললেন, "আমি তবে একটা 'তার' পাঠিয়ে খবর নিই, মা-থিন্। সেই ঠিক্ পথ, মা। নইলে এখানে ব'সে হাজার রকম কল্পনা করলেও, ঠিক্ যে কি ঘটেছে—তা' আমরা জানতে পারব না।"

মা-থিন্ বললে, "তিনি যদি মুক্তি পেয়েই থাকেন আর আমাকে কোন সংবাদ দেবার প্রয়োজন যদি না-ই ভেবে থাকেন, তবে মিছামিছি এ-সময়ে তাঁকে উত্যক্ত ক'রে কাজ নেই, মামাবাবু।" মা-থিনের শত সাবধানতা সত্ত্বেও একটী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে আমাদের চমকিত ক'রে তুলল।

মামাবাবু অপলক-চোখে খানিকক্ষণ মা-থিনের মুখের দিকে

চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন, "এ সময় অভিমানের নয়, মা। কারণ তুমি যা' ভেবে বিমুখ হ'য়ে উঠেছ, সে তোমার মনের বোঝ্‌বার ভুল! তা' ছাড়া, আমার অনুমান যদি সত্যই হয়, তা' হ'লে এ সময়ে তোমার নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকা শোভন তো নয়-ই মা, বরং তা' নিষ্ঠুরতা হবে। আর বিপুলকে আমি যতটুকু চিনি, তা'তে সে মনে অসহ্য বেদনাই পাবে, মা-থিন্।"

মা-থিন্ ধীরে ধীরে বল্‌লে, "তবে আপনি কি কর্‌তে বলেন, মামাবাবু?"

মামাবাবু একটু ভেবে বল্‌লেন, "আমি বলি মা, প্রথমে 'তার' ক'রে সঠিক্ খবর অবগত হওয়ার দরকার। পরে ঘটনা যদি সত্য হয়, বিপুল যদি মুক্তি পেয়েই থাকে—তবে তোমার উচিত হবে মা, এ সময়ে তাকে কিছু অর্থ-সাহায্য করা—যাতে সে সেখানকার সব বন্দোবস্ত ক'রে এখানে অবিলম্বে চ'লে আস্‌তে পার্‌বে।"

"যা' ভাল বিবেচনা করেন—তাই করুন, মামাবাবু।" ব'লে মা-থিন্ সহসা ড্রইং-রুম থেকে বার হ'য়ে গেল।

আমি মা-থিনের পিছনে-পিছনে এসে তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লুম, "এ সময়ে আপনি যদি এতটা ভেঙে পড়েন, মা-থিন্-দি, তা' হ'লে পরে সহ্য কর্‌বেন কি কোরে।"

মা-থিন্ কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বল্‌লে, "আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি নে, মিস্ আলো! এতদিন দূরে আছেন, ভুলে আছেন। পরে শুন্‌লুম, জেলে আছেন—তা'ও সহ্য হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন শুন্‌লুম, হয়ত তিনি সাত-আট দিন আগে মুক্তি পেয়েছেন, অথচ আমাকে একটা সংবাদ দেন্ নি—এই চিন্তাই আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।"

আমি বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লুম, "আমার মনে হয়, মামাবাবুর কথাই ঠিক্, মা-থিন্-দি। যদিও আমি এ সবের তেমন কিছু বুঝিনে—তবুও আমার মনে হয়, মানুষ যখন বিপদে পড়ে আর যখন বিপন্মুক্ত হয়, তখন সে স্বভাবতই আত্মীয়ের সহনাভূতি, স্বজনের সান্নিধ্য ও স্নেহ পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে দাবী করে। আর সে যদি তা' না পায়, তবে খুব দুঃখ পায় এই ভেবে যে, তার ওপর অবিচার হ'ল। নয় কি ভাই, মা-থিন্-দি ?"

মা-থিন্ ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। পরে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন, মিস্ আলো! সত্যই আমার এ অভিমান সাজে না। এখন চলুন্ দিদি, মামাবাবুকে টাকা দিয়ে আসি।"

দ্রুতপদে মা-থিন্ ড্রইং-রুমের দিকে ছুট্‌ল। আমিও তার পেছনে এসে দেখ্‌লুম—মামাবাবু কিছু আগেই পোষ্টাফিসে চ'লে গেছেন। অণিমা 'রেঙ্গুণ-মেল' খানা নির্ব্বিকার-চিত্তে পড়্‌ছে। আর অনূপ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে।

মা-থিন্ ধীরে-ধীরে একখানি কৌচের ওপর ব'সে পড়্‌ল। পরে দুই করতলের উপর নত মুখখানি চেপে ধ'রে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে, "জানিনে, আপনাদের ঋণ আমি শোধ কর্‌ব কী দিয়ে!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে মা-থিন্ আমাদের সাজ-গোজ কর্‌বার জন্য তাড়া দিয়ে নিজে প্রসাধনে রত হ'ল। প্রাতে মামাবাবু 'তার' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও তার জবাব আসে নি। অপরাহ্নে মামাবাবু একাই বেড়াতে বার হ'য়ে গেছেন। মা-থিন্ আমাদের সঙ্গে তাঁকে যাবার জন্য অনুরোধ কর্‌লে, মামাবাবু বলেছিলেন, "না মা, তোমার জন্মভূমিতে আমার পাহারার কোন প্রয়োজন নেই। তা' ছাড়া আমি তোমাদের মত নির্ব্বিচারে ভ্রমণের আনন্দও পাইনে।" ব'লে তিনি একাই বেড়াতে গিয়েছেন।

পনেরো মিনিট পরে আমরা প্রস্তুত হ'য়ে যখন সাম্‌নের ফটকে এলুম, তখন দেখি মা-থিনের মোটরখানি আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। মা-থিন্ আমাদের দিকে চেয়ে গাড়ীতে ওঠ্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌লে।

অণিমা প্রতিবাদ জানাতে উদ্যত হ'য়ে, না জানি কি ভেবে নিরস্ত হ'ল ও আমার পিছনে-পিছনে মোটরে উঠে বস্‌ল। পরে মা-থিন্ উঠে ব'সে বল্‌লে, "আজ সারা সহর আর সহরতলী ঘুরিয়ে দেখাবো ব'লেই গাড়ীর হুকুম দিয়েছিলুম।"

ভিতরের সীটে আমরা তিনজনে বস্‌লুম। সোফারের পাশে অনুপ বস্‌ল। মা-থিন্ সোফারকে হুকুম দিলেন—মোটর ছুট্‌ল।

অনুপের আনন্দ-চীৎকারে ধাবমান মোটরের দুই পাশের নর-নারী কৌতূহলী হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

মা-থিন্ সস্নেহ-দৃষ্টিতে অনুপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মনে হ'ল আমার—মা-থিনের দুই চক্ষু হ'তে ভারে ভারে স্নেহ যেন ঝ'রে পড়্ছে!

ক্রমে সহর ছাড়িয়ে মোটর পল্লীর পথে ছুট্তে লাগ্ল। পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ী। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ী। যে দিকেই চোখ ফিরাই, শুধু সুন্দর সুন্দর রঙ্গিণ লুঙ্গী-পরিহিত বর্ম্মা-নারীর দল সার বেঁধে পথে চলেছে, দেখ্তে পাই। এদেশ হ'তে বিধাতার অভিশাপে যেন পুরুষ-কুল নির্ম্মূল হ'তে চ'লেছে। শুধু নারীকুল হু হু ক'রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার ভয় হয়, একটা কিছু অঘটন যদি না ঘটে, তবে এখন থেকে বিশ বছর পরে বর্ম্মায় পুরুষের সংখ্যা শঙ্কাজনক ভাবে ক'মে যাবে। যেমন ধানের ক্ষেতের বন্যার জল স'রে গেলে অর্দ্ধমৃত ধানের গাছগুলি জেগে ওঠে, তেম্‌নি পুরুষ-কুল ধীরে-ধীরে স'রে গিয়ে অদূর ভবিষ্যতে বর্ম্মা-দেশে শুধু অর্দ্ধমৃত মেরু-দণ্ডহীন নারী-বংশ জেগে থাক্‌বে।

আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা হ'য়ে থাকে। হাজার হাজার ধর্ম্মাবলম্বীর ভীড় সেখানে। কিন্তু এখানে একমাত্র বুদ্ধদেবের পূজা হ'য়ে থাকে। সব মন্দিরই বুদ্ধদেবের মন্দির। ভগবান্ বুদ্ধ কতখানি যে এ দেশের লোককে অনুগ্রহ করেছিলেন, তা' এখানে এসে এ দেশের লোকের সঙ্গে না মিশ্‌লে আমার চিরদিন তা অজ্ঞাত হ'য়ে থাক্‌তো। আমার এই ভেবে গর্ব্ব হচ্ছিল যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব আমাদেরই ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন! তিনি ভগবানের অবতার হ'লেও তিনি ভারতীয় ছিলেন।

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

কথায় কথায় একদিন মা-থিন্ আমাকে বলেছিল যে, বর্ম্মার নর-নারীরা একমাত্র বুদ্ধদেবের জন্যই, ভারতীয়দের অন্য সব দেশের জাতির অপেক্ষা খুব বেশী পরিমাণে শ্রদ্ধা করে—ভক্তি করে :

শুনে আমার মন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে গর্ব্বিত হ'য়ে উঠেছিল।

সহসা মোটরখানি একটী দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াল। আমি সবিস্ময়ে মা-থিনের মুখের দিকে চাইতেই দেখি—বাড়ীর ভিতর হ'তে দু'জন মহিলা ও একটী তরুণী আমাদের স-সম্ভ্রমে হাস্যমুখে আবাহন কর্‌ছেন। মা-থিন্ আমাদের মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে নাম্‌বার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, নিজে প্রথমে নেমে পড়্‌ল এবং অনুপকে সোফারের পাশ হ'তে কোলে তুলে নিয়ে নামিয়ে দিলে। পরে আমার ও অণিমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লে, "আমাদের ঘর-সংসারের কথা জান্‌তে চেয়েছিলেন আপনারা। তাই দিদিমাকে খবর পাঠিয়েছিলুম। এখন ভিতরে চলুন, সেখানেই সব কথা হবে।"

মা-থিন্ আমাদের সঙ্গে বাঙ্‌লা-ভাষায় কথা বল্‌ছে, অথচ সে-বাড়ীর মেয়েরা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। সুতরাং তাঁদের মুখে কৌতূহল-মিশ্রিত বিস্ময় ফুটে উঠেছে দেখে, অণিমা আমার কানের কাছে অনুচ্চ-স্বরে বল্‌লে, "কথা বুঝ্‌তে না পার্‌লে মুখের ভাব কেমন হয় দেখ, আলো-দি।"

আমরা সকলে দ্বিতলে উঠে গেলুম। অনেকে হয়ত কাঠের বাড়ী শুনে ধারণাই কর্‌তে পার্‌বেন না যে, তেমন মসৃণ, তেমন দৃঢ় ও মজ্‌বুত বাড়ী কখনও কাঠ হ'তে তৈরী হ'তে পারে। এক কথায় বলা যায় যে, মেঝের ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেও চোখ

জান্‌তে পার্‌বে না যে, এম্‌নি মসৃণ ও সমতল ক'রে নির্ম্মিত সে-বাড়ী। বর্ম্মা-মেয়েরা নিজেরা যেমন সদা-সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তেম্‌নি পরিচ্ছন্ন তাদের ঘর-বাড়ীকেও রেখেছে। কোনখানে এতটুকু ধূলা বা ময়লা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের যে-সমাদর ক'রে তাঁরা বসালেন—তা' যদিও তাঁদের ভাষা বুঝিনে ব'লে সবটুকু উপভোগ কর্‌তে পার্‌লুম না, তবুও যে-টুকু বুঝ্‌লুম, সেটুকু আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, আমাদের বাঙ্‌লার মেয়েরা তা পারেন না। আমি সত্য বল্‌ছি যে, তেমন অকৃত্রিম হাসি মুখের উপর কখনই ফুট্‌তো না—যদি না তাঁদের আবাহন আন্তরিক হ'ত।

সঙ্গে-সঙ্গে চা এল—কেক্‌, বিস্কুট ও নানা রকমের খাবার এল। আমাদের আপত্তি শোন্‌বার মত কোন আগ্রহ যে তাঁদের আছে—তা' বোঝা গেল না। যা' পার্‌লুম তা' তো খেলুমই, আর যা' না পার্‌লুম, তার জন্যও কম চেষ্টা করি নি সে-দিন।

কিন্তু অসুবিধা খুব বেশীই হচ্ছিল আমাদের। কারণ মা-থিন্‌ তার মামা-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে অনর্গল আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠেছিল। আর আমাদের বোকার মত তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর বল্‌বার কিছুই ছিল না। অবশ্য আমাদের কথাই যে বেশী পরিমাণে চল্‌ছিল—সেটুকু বুঝ্‌তে কষ্ট হয় নি। কারণ তাঁরা প্রায়ই আমাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন ও মাঝে-মাঝে আমাদের নাম উচ্চারণ কর্‌ছিলেন।

বহুক্ষণ পরে মা-থিন্‌ আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এই যে আপনার বয়সী মেয়েটি দেখ্‌ছেন—ও আমার বোন্‌ মা-সোয়ে। খুব ভাল গাইতে পারে, আর নাচ্‌তেও কিছু-কিছু পারে—"

আমি কথার মাঝে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "নাচ্‌তেও খুব ভাল পারেন, বলুন।"

মা-থিন্‌ মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে, "হয়তো একদিন পূর্ব্বে তাই বল্‌তুম। কিন্তু আপনার নাচ দেখার পর আর সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। যাক্‌ যা' বল্‌ছিলাম, আপনারা যদি দয়া ক'রে আমার বোন্‌ মা-সোয়ের নাচ-গান শুন্‌তে চেয়ে ওকে কৃতার্থ কর্‌তে চান্‌—তা' হ'লে ও এখনি সে-আদেশ পালন কর্‌বে, মিস্‌ আলো।"

আমি লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লুম, "অমন ক'রে আপনি কোন কথা বল্‌লে, আমার প্রাণে বড় বাজে, মা-থিন্‌-দি। আপনার বোন্‌ যদি অনুগ্রহ ক'রে নাচ-গান আমাদের সুমুখে করেন, তবে আমরাই কৃতার্থ হবো।"

তারপর মা-সোয়ে গান ধর্‌লে। তেমন তীব্র-মধুর কণ্ঠস্বর একমাত্র ব্রহ্মদেশের ভাষায় ও সুরেই সম্ভব হয়েছে। তেমন তীব্র স্বর ও সুর, আমি বহু চেষ্টা ক'রেও কোন বাঙ্‌লা বা হিন্দি গানে বসাতে বহু চেষ্টা ক'রেও পারিনি। এমন কি সুর-অনুযায়ী গান রচনা কর্‌তেও পারি নি।

মা-সোয়ের গানের সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্যও সুরু হ'ল। ও-দেশের মেয়েদের নৃত্যের বহু বিশেষত্বের মধ্যে সব চেয়ে যেটা প্রধান, তা' হচ্চে ওদের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য-ভরা দেহের ভঙ্গিমা। মনে হয়, দেহ যেন হাড়-হীন—শুধু মাংস দিয়ে তৈরী। নইলে সেরূপ ইচ্ছা মত আকুঞ্চন-বিকুঞ্চন করা সাধারণ মানবীর পক্ষে এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে তরুণী মা-সোয়ের নাচ-গান উপভোগ কর্‌লুম।

পরে মা-থিন্‌ বল্‌লে, "রেঙ্গুনের কোন সিনেমার পরিচালক, মা-

সোয়ের গান শুনে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে কন্‌ট্রাক্ট্ কর্‌তে চেয়েছিল, তাদের ছবিতে নাচ-গান কর্‌বার জন্য। কিন্তু আমরা রাজী হই নি।”

আমি বল্‌লুম, “সত্যই অপূর্ব্ব ওঁর কণ্ঠস্বর। আমার দুর্ভাগ্য যে, আপনাদের ভাষা আদৌ বুঝিনা। সে-জন্য অর্দ্ধেক আনন্দ হ’তে বঞ্চিত হ’য়েও যে-আনন্দ, যে-স্মৃতি বুকে ভ’রে নিয়ে যাব, তার তুলনাও নেই আমার জীবনে।”

এমন সময়ে মা-থিনের দিদিমা এসে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। কথা শেষ হ’লে, মা-থিন্ আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, “আপনি আমাদের দেশের বিবাহ দেখ্‌তে চেয়েছিলেন —না ?”

আমি ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালুম।

মা-থিন্ বল্‌লে, “কিন্তু আমাদের দেশের বিয়ে আপনাদের দেশের বিবাহের মত নয়।”

অনিমা হাসিমুখে বল্‌লে, “তা’ যে নয়, তা বুঝ্‌লেও—আপনাদের দেশের বিবাহ-প্রথা যে কিরূপ, তা’তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।”

মা-থিন্ বল্‌লে, “সেই কথাই বল্‌ছি। আজ এই পাড়াতেই একটা বিয়ে হবে। হবে বলি কেন, তা’ হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের যেটুকু সাধারণে দেখ্‌তে পায়—সেইটুকুই বাকী আছে। দিদিমা বল্‌ছেন, আপনাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন শুনে, মেয়ের মা-বাপ একটু আগে এসে দিদি-মা’র কাছে আপনাদের শুভাগমন প্রার্থনা ক’রে সবিনয় নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন। তাঁরা ব’লে গেছেন যে, তাঁদের ধৃষ্টতা যেন আপনারা মার্জ্জনা করেন।”

অণিমা কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে, "আপনাদের বিনয়ের দুর্ব্বহ ভারে প্রাণ যেন পালাই-পালাই করে। আপনাকে অতি বড়ো দিব্যি—মা-থিন্-দি, অন্ততঃ পক্ষে আপনি এর ওপর যদি ঐ সব আলঙ্কারিক ভাষা আমাদের ওপর প্রয়োগ করেন, তবে সত্য বল্‌ছি, আমি আপনাদের ফায়ার পায়ে মাথা কুটে রক্ত-গঙ্গা হবো।"

মা-থিন্ অনুচ্চ শব্দে হেসে উঠ্‌ল। এবং ফায়ার নাম অণিমার মুখে শুনে মহিলাদের কৌতূহল-বিমিশ্র দৃষ্টি অণিমার মুখের ওপর নিপতিত হ'ল।

হাসি থাম্‌লে মা-থিন্ বল্‌লে, "এখন শুনুন, এদেশের বিয়ের প্রথা—আপনাদের বলি। ধরুন, আমার এই বোন মা-শোয়ে, পাশের গ্রামের মং-জি ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছে। সে-ক্ষেত্রে ছেলেটী কি কর্‌বে, জানেন? একটা সুন্দর প্রভাতে আমার বোন্‌টীকে নিয়ে সে উধাও হবে। কিন্তু উধাও যে হবে, সে-কথা উভয় পক্ষের অভিভাবকেরা জান্‌তেই পেরে থাকেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রে তাঁরাই তরুণ-তরুণীর অর্থাৎ ভাবী স্বামী-স্ত্রীর ঐ পলায়িত জীবন-যাপনের জন্য গোপন বন্দোবস্ত ক'রে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ছেলেই সব বন্দোবস্ত করে। তারপর মেয়ে আর ছেলে যখন গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেল, তখন মেয়ের ও ছেলের অভিভাবকেরা গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে নালিশ রুজু করেন যে, আমার মেয়ে বা আমার ছেলে, অমুক গ্রামের অমুক লোকের ছেলের সঙ্গে বা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর কিছু দিন পরে উভয় পক্ষের থেকে খোঁজা-খুঁজি আরম্ভ হয়। অভিভাবকেরা খোঁজেন সত্য, কিন্তু যেখানে তারা থাকে, সেই জায়গাটী বাদ দিয়ে আর সব জায়গা খোঁজ

করেন। যা' হোক্, একদিন তাঁরা আবিষ্কার করেন ঐ পলায়িত দম্পতিদের। পরে পাছে কেলেঙ্কারী ঘটে—এই ভয়ে সেই ছেলেকে বিবাহ করে। অর্থাৎ গ্রামের পুরোহিতের ও পাঁচজন ভদ্র নর-নারী ও মোড়লের সম্মুখে ছেলে বলে যে, আমি এই মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলুম। ব্যাস্, বিয়ে হ'য়ে গেল। আর দণ্ড-স্বরূপ একটী ভূরি-ভোজনের আয়োজন হ'ল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শুধু চা খাইয়ে কাজ শেষ করে যদিও।"

অণিমা ও আমার আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না শুনে।

অণিমা সবিস্ময়ে বল্‌লে, "অম্‌নি বিনা-খরচে বিয়ে হয়? আর আমাদের দেশে মেয়ের বাপকে বেশী ক্ষেত্রেই তার বসত-বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে ফেল্‌তে হয়। ঋণের দায়ে আত্মহত্যাও কর্‌তে হয়—মেয়ের বিয়ে দিতে।"

আমি বল্‌লাম; "দেশ-ভেদে কত বিভিন্ন প্রথাই না চলে! আমাদের দেশে মা-থিন্-দি, বংশে একটী মেয়ে হ'লেই মা বাপের মুখ শুকিয়ে যায় এই ভেবে যে, এই মেয়ের বিবাহ দিতে তাঁদের অনেক সময় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে। কত মেয়েই যে বাপ-মায়ের দুর্ভোগ ও অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ভেবে আত্ম-হত্যা করেছে, তার সংখ্যা নেই।"

মা-থিন্ বল্‌লে, "বিপুলের মুখে আমিও শুনেছি, বোন্। শুনে অনেক সময়ে ভেবেছি, যে প্রত্যেক সংসারেই তো মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। তবে কেন আপনাদের দেশের মত একটা সভ্য-দেশের লোকে পরস্পরের বিপদ্-জনক এমন একটা অমানুষিক প্রথা নিজেদের মধ্য হ'তে আজ্‌ও উঠিয়ে দেন্ নি! তা' জিজ্ঞাসা কর্‌তে বিপুল নিরাশার হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেছিল, "তা' সত্য থিন্,

কিন্তু ধর, যখন কারও ছুটী মেয়ে ও একটী ছেলে থাকে, তখন মেয়ে ছু'টীর বিয়ে দিতে ভদ্রলোক যখন আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন, তখন সেই একমাত্র ছেলের বিবাহ দিয়ে তাঁর ঋণের বোঝা তিনি নামিয়ে ফেল্‌তে চান্। তখন সে-ক্ষেত্রে এই হয় যে, সেই ছেলের চড়া-দামে অনেক দুর্ভাগা মেয়ের বাপ্‌কেই সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়। আরও বল্‌লে—অতীতে অনেক চেষ্টা হয়েছে। অনেক কাতর-হৃদয় ভদ্রলোক, বহুপ্রকারে, বহু চেষ্টা ক'রে নিষ্ফল হয়েছেন। তাই বর্ত্তমানে ও-সব বিষয় নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামান্ না।"

আমি বল্‌লুম, "তা' সত্যি, দিদি! কারণ কেউ কারও কথা শুন্‌তে চান্ না। বিপুল বাবু যা' বলেছেন—তা' খুব সত্যি। অন্য ক্ষেত্রে যাঁর তিন ছেলে আর এক মেয়ে আছে, তিনি তো আনন্দে স্বপ্ন দেখ্‌তে থাকেন। কারণ একটী মেয়ের বিয়ে দিয়ে যে খরচ কর্‌বেন, তিন ছেলের বিয়ে দিয়ে তার তিনগুণ বেশী আয় হবে ভাবে ব'লে—তাঁর কাছে সব উপদেশই নিদারুণরূপে নিষ্ফল হ'য়ে যায়। কত ফুলের মত পবিত্র, নিষ্পাপ মেয়ে যে ঐ পাপে অকালে শুকিয়ে ঝ'রে গেছে, তার হিসাব কে রাখে, দিদি?"

মা-থিন্ আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আপনার মত মেয়ের বিয়ে টাকা না হ'লে যদি না হয়, তবে বিবাহ না করাই আপনার কর্ত্তব্য হবে, মিস্ আলো। আমাদের দেশে ছেলের সংখ্যা অত্যন্ত কম—মেয়ের অনুপাতে। তাই কত মেয়েই যে আজীবন অবিবাহিত থাকে, তার সংখ্যা এত বেশী যে, গুণ্‌তে এদেশের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হ'তে হয়! আর একমাত্র ঐ কারণেই আমাদের দেশের ফুলের মত সুন্দর মেয়েরা ভিন্ন-ভিন্ন জাতির পুরুষদের বিবাহ কর্‌তে বাধ্য হয়, বোন্।"

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লুম, "আমার মত মেয়ের বিয়েতে টাকা লাগ্‌বে না, এই ধারণাই বুঝি আপনার হ'ল, মা-থিন্-দি ? কত অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে যে আমাদের এক কল্‌কাতা সহরেই হাজার-হাজার অবিবাহিত রয়েছেন, অথচ—"

মা-থিন্ সবিস্ময়ে বল্‌লে, "পরীর মত রূপসী আর সরস্বতীর মত শিক্ষিতা মেয়েদের কি না বিবাহ হয় না! তাই ভাবি, ভগবান্ বুদ্ধদেব যে দেশে অবতার-রূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই মহিমময় দেশের সুসভ্য-জাতির লোকেরাও এমন এক সর্ব্বপ্রধান বিষয়ে অমন অজ্ঞ মনোভাবের পরিচয় কেন যে দেন্! আমার মনে হয় মিস্ আলো, এই ব্যবস্থা আর বেশী দিন ধ'রে চল্‌তে পার্‌বে না। অদূর ভবিষ্যতে নারীরাই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌বে। তাদের ওপর পুরুষ-দের এই অবিচারের সংশোধনের ভার তারা নিজেদের হাতেই নেবে। আমি যদি আপনার দেশে জন্মাতাম বোন্—তা' হ'লে আমিই হতুম আপনাদের সমাজে প্রথম নারী-বিদ্রোহী।"

এমন সময়ে মা-থিনের দিদিমা কক্ষে প্রবেশ কর্‌লেন ও মা-থিন্‌কে কি বল্‌লেন। পরে মা-থিন্ আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "দিদিমা বল্‌ছেন, যে মেয়ের বিবাহ হচ্ছে বল্‌লুম না, তার মা এসেছেন—বিশেষ ক'রে আপনাদের স-সম্মানে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। নীচে অপেক্ষা কর্‌ছেন। চলুন, মিস্ আলো, আমাদের দেশের বিয়েটা স্বচক্ষে দেখ্‌বেন।"

আমি অণিমার সম্মতিভাব-পূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "চলুন।"

নীচে নেমে দেখি, একটী বয়স্কা মহিলা জম্‌কালো রঙের সিল্কের লুঙ্গি প'রে সহাস্যমুখে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন। আমাদের

দেখে মহানন্দে বর্ম্মা-প্রথায় হাত দু'টী একত্র ক'রে অভিবাদন জানিয়ে বল্‌লেন, "মা বায়েরে !"

আমি ও অণিমা আমাদের বাঙালী-প্রথায় হাত দু'টী একত্র ক'রে মৃদু হেসে নমস্কার করলুম।

মা-থিন্ খুব সম্ভবতঃ মহিলাটীকে বল্‌লে, যে আমরা বর্ম্মা-ভাষা জানিনে। যা হ'ক্, প্রায় তিন মিনিট হেঁটে মেয়ের বাড়ীতে মেয়ের মা'র সঙ্গে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লুম, প্রায় শ'দুই মহিলার সমাবেশ হয়েছে। সকলে একটী বৃহৎ সামিয়ানার নীচে বর্ম্মার বিশেষ ধরণে হাঁটু দু'টী একত্র ক'রে পাতা-বিছানার ওপর ব'সে রয়েছে। আমাদের দেখে সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন।

সে-দিন কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, জানিনে! কিন্তু অতিথি-সংকারের নামে যে অত্যাচার অক্ষুধার উপর হয়েছিল, আজ ভাব্‌তেও আমার ভয় করে। আমাদের খাবার অক্ষমতা জানিয়ে যত ঘাড় নেড়েছিলুম, যত হাত দুলিয়ে ছিলুম সে-দিন—স্বাভাবিক কারণে তত ঘাড় ও হাত নাড়্‌তে একটা মানুষের অন্ততঃ একটা বছরের বিনা-প্রতিবাদে আবশ্যক হয়।

ফুলের গহনা ও সিল্কের লুঙ্গি প'রে, আর মিহি শুভ্র জ্যাকেট এঁটে, মুখে চন্দনের মত তনাখা মেখে, বিশেষ ধরণে কেশ বেঁধে, তরুণী মা-'ব' যখন আমাদের অভিবাদন দিতে এল, তখন সত্যই তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, কী বল্‌ব! মুখখানি আনন্দের হিল্লোলে ঢল্‌ঢল্ করছে। চোখে যে আলোটী দেখা গেল, মনে হ'ল যেন আজ্ সে তার শ্রেষ্ঠ পাওয়া পেয়েছে। কিন্তু বরকে দেখ্‌তে না পেয়ে, মা-থিন্‌কে জিজ্ঞাসা করতে, সে বল্‌লে, "বর বেড়াতে গেছেন—বন্ধুদের সঙ্গে।"

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

তারপর আমাদের নিয়ে যেখানে নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল, সেখানে নিয়ে গেল। আমাদের জন্য সেই অসময়ে নৃত্য-গীত আরম্ভ হ'ল।

এক সময়ে বধূ এসে আমাদের কানে কানে অতি সাবধানে কী সব কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "বর্ম্মা সাগা নাম্ লেবুরে।"

শুনে মেয়েটীর মুখ প্রথমে কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। পরে ধীরে ধীরে মুখখানি হাসিতে ভ'রে গেল। সে বল্‌লে, "কালা সাগা নাম লেবুরে।"

দু'জনেই হেসে উঠ্‌লুম। আমি যে কথাটী বল্‌লুম—তার অর্থ এই যে 'আমি বর্ম্মা ভাষা জানিনে'। আর মেয়েটী যে কথা বল্‌লে— তার অর্থ; 'ভারতীয় কথা জানিনে'। আমাদের ঐ কথাটী মা-থিন্ শিখিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'যখন কেউ আপনাদের সঙ্গে বর্ম্মা-ভাষায় কথা বল্‌বে, তখন আপনারা ঐ কথা বল্‌বেন। তা' হ'লে অস্বস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।'

যা হোক্, এমন সময়ে মা-থিনের বাড়ীর একটী কর্ম্মচারী গলদ্-ঘর্ম্ম হ'য়ে এসে খবর দিলে, "মা-থিনের স্বামী—পলায়িত বিপুল বাবু ফিরে এসেছেন।"

মা-থিন্ দাঁড়িয়ে ছিল। খবর শুনে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমার কোলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়্‌ল।. পাখা, জল, ডাক্তার, বরফ ব'লে সবাই চীৎকার করতে লাগ্‌ল।

আমি বল্‌লুম, "সবাই ভিড়্ ছেড়ে দাঁড়ান্। কোন ভয় নেই, এখনি জ্ঞান হবে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মা-থিনের মূর্চ্ছা ভাঙ্‌তে বিলম্ব হ'ল না। তার কি হয়েছে—কেন সে আমার কোলে শুয়ে আছে—বুঝ্‌তে বোধ হয় আর একটু সময় নেওয়ার দরুণ—আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অর্থ-হীন চোখে সে চেয়ে রইল। পরে সহসা সে উঠে দাঁড়াল এবং আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আর এক মিনিটও না, দিদি—তিনি এসেছেন।" ব'লে কোন দিকে না চেয়ে সোজা মোটরে উঠে বস্‌ল।

আমি—অনুপ ও অণিমাকে নিয়ে মা-থিনের পরে এসে মোটরে চ'ড়ে বস্‌লুম। মোটর ছুট্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সে যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়। সে যেন কোন্ এক অতীত কালের প্রেতাত্মা। সে যেন বর্ত্তমানের কারও সঙ্গে বা কোন কিছুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সে যেন হঠাৎ অতীত কাল হ'তে বর্ত্তমানে ছিট্‌কে এসে পড়েছে।

মোটর ছুট্‌ছে। মা-থিনের মুখের চেহারা দেখে অণিমা ভয়ে-ভয়ে চুপি-চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আচ্ছা আলো-দি, আনন্দে মানুষ অমন ধারা করে।"

আমি তাকে কি-ই বা উত্তর দেবো! বল্‌লুম, "বোধ হয়—যখন মানুষ মনে করে কোন-কিছু সে চিরতরে হারিয়েছে, আর হারানো সেই জিনিষ যদি সে ফিরে পায়—তবে বোধ হয়, ঐরূপই হয়, ভাই।"

মাঠের শীতল হাওয়া খুব জোরে আমাদের মাথায় লাগ্‌ছিল। আর বোধ হয় সেই জন্যই মা-থিনের সহসা উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কিছু সময় পরে সে মৃদু হেসে আমার ডান হাতখানির ওপর একটু জোর দিয়ে বল্‌লে, "বড় হঠাৎ খবর পেলুম্‌ কি না—তাই সহ্য কর্‌তে পারি নি—না দিদি ?"

আমিও মৃদু হেসে আশ্বস্ত কর্‌তে বল্‌লুম, "এম্‌নিই হয়, ভাই।"

"—তা' ব'লে আপনাদের ওপর কোন-রকম অসদ্ব্যবহার করি নি তো, মিস্‌ আলো ? তা' হ'লে সে অপরাধের আমার আর ক্ষমা থাক্‌বে না, ভাই !" ব'লে মা-থিন্‌ মুখখানি বিষণ্ণ ক'রে আমার মুখের দিকে চাইলে।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লুম, "আপনি মিছেই অশান্তি ভোগ কর্‌ছেন, মা-থিন্‌-দি। আপনি আমাদের ওপর এতটুকু বিসদৃশ ব্যবহার দেখান্‌ নি।"

মা-থিনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।

অণিমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্‌লে, "এবার সেই বড় রকমের ভোজ্‌টা হ'তে আর বঞ্চিত রাখ্‌লে চল্‌ছে না, মা-থিন-দি !"

মা-থিন্‌ শুধু হাস্‌লে। পরে মুখখানি নত ক'রে বল্‌লে, "এমন আর একটা দিন যে আমার জীবনে কখনও আস্‌বে, তা' আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি নি, ভাই ! শুধু একটা ভোজ ? আজ হ'তে যতদিন আপনারা আমার মত দীনের কুটীরে দয়া ক'রে থাক্‌বেন—ততদিন দুই বেলা সেই ভোজ চল্‌বে, মিস্‌ অণিমা !"

অণিমা ধীরে-ধীরে বল্‌লে, "যাক্‌, হেরেচি আমি।" পরে ক্ষণকাল ভেবে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, "আলো-দি, বিপুল বাবুর সুমুখে আমরা লজ্জা কর্‌বো তো ?"

হাস্‌ছিলুম আমি তার প্রশ্ন শুনে। তা' দেখে মা-থিন্ বল্‌লে, "আগে চলুন—তাঁকে দেখুন, তারপর বিচার কর্‌বেন—বিপুলের সাম্‌নে আপনারা বার্ হবেন কি না।"

অণিমা বল্‌লে, "সেই ভাল।"

এদিকে মোটর-কার মাঠ পেরিয়ে, পল্লী ছাড়িয়ে সহরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। মা-থিন্ অধীর-কণ্ঠে ড্রাইভারকে বর্ম্মা-ভাষায় কি বল্‌লে। পরে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এখনি মোটর এমন ছোটাবে যে, মাসে দু'বার ফাইন দিতে হয়। আজ দেখুন না, কি রকম চলেছে!"

ইতিমধ্যে মোটরের বেগ দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে। মোটরের কাঁপুনিও উঠ্‌ল বেড়ে অত্যধিক পরিমাণে। অণিমা তা' দেখে বল্‌লে, "মা-থিন-দি, আপনার সোফার কি আজ আমাদের একসঙ্গে মার্‌বে ব'লে, ভেবেছে নাকি? এ যেন রেসের গাড়ী ছুটিয়েছে! বলুন্, আস্তে যেতে ওকে!"

মা-থিন্ হাস্‌তে হাসতে বল্‌লে, "কৈ, বেশী জোরে তো যাচ্ছে না, দিদি? কিছু ভয় নেই, মিস্ অণিমা!"

অণিমা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বল্‌লে, "যত ভয় বুঝি একা অণিমার?"

আমি দেখ্‌লুম, দু'জায়গায় ট্র্যাফিক্-পুলিশ আমাদের গাড়ীর গতি-বেগের দিকে একবার চেয়েই তাড়াতাড়ি পকেট-বুক বার্ ক'রে নম্বর টুক্‌তে লাগ্‌ল। আমি মা-থিন্‌কে বল্‌তে সে বল্‌লে, "যত বারই যত জন টুকুক্—একবারের বেশী তো আর দু'বার ফাঁসী হ'বে না—তবে আর ভয় কি?—কি বল, আলো-দি?" ব'লে সে হেসে উঠ্‌ল।

আর মাত্র দু'মিনিটের পথ—মা-থিনের বাড়ী। এমন সময়ে মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও মলিন হ'য়ে উঠেছে। সে যেন ভয়ে সারা হচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের গাড়ী, মা-থিনের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার নীচে এসে স্থির হ'ল।

চেয়ে দেখ্‌লুম, মামাবাবু ও একজন সুদর্শন-কান্তি যুবক—পরে জান্‌লুম বিপুলবাবু—মা-থিনের স্বামী—হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মা-থিন্ একবার মুখ তুলে চেয়েই আবার মুখ নত ক'রে বস্‌ল দেখে, মামাবাবু হাসিমুখে বল্‌লেন, "ষ্টুপিড্‌টা এতদিনে ফিরে এসেছে, মা। অর্থাৎ এতদিনে ছাড়ান্ পেয়ে ফির্‌তে সক্ষম হয়েছে। নেমে এস, মা-থিন্।"

মা-থিন্ নেমে মামাবাবুকে প্রথমে প্রণাম ক'রে পরে স্বামীকে প্রণাম কর্‌লে। তখন তার দু'চোখে নদী বইছে।

বিপুলবাবু আমাদের নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, "আপনারা আমাকে চেনেন্ না। কিন্তু আপনাদের কথা আমি অনেক শুনেছি। নেমে আসুন—আমি আপনাদের দাদা হই।"

আমরা উভয়ে প্রতি-নমস্কার দিলুম।

মামাবাবু বল্‌লেন, "আমি শুধু এই ব'লে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই বিপুল যে, তিনি আমার মুখ রক্ষা করেছেন—আমার মা-থিন্ মায়ের কাছে। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তা আজ রাখ্‌তে পেরেছি ভেবে, যে আনন্দ আমার মনে হচ্ছে—তার তুলনা নেই।"

মা-থিন্ ধীরে-ধীরে বল্‌লে, "আসুন মামাবাবু, আপনার চা-খাবার সময় অনেকক্ষণ ব'য়ে গেছে।"

আমরা আমাদের ঘরে—মামাবাবু তাঁর ঘরে—মা-থিন্ ও বিপুলবাবু তাদের ঘরে—বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য চ'লে গেলেন।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে যখন আমরা ড্রইং-রুমে উপস্থিত হলুম, তখন মা-থিনের মুখের ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। অপ্রত্যাশিতের আগমন তার মনে সহজ সরলরূপে প্রতিভাত হ'তে আরম্ভ করেছে। সে আমাদের চা পরিবেশন ক'রে বল্‌লে, "মামাবাবু! আপনার ভাগ্নেটীর কি কৈফিয়ৎ দেবার আছে—আমাদের বল্‌তে বল্‌বেন কী? উনিই বলুন্—আমার কোন্ অপরাধে উনি আমাকে মিথ্যা ভুলিয়ে রেখে এতদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সেছিলেন,—জানাতে বলুন্ তো?"

মামাবাবু বিপুলের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন, "বলো বিপুল?"

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "আমি সকলের সাম্‌নেই আমার দুর্ভোগের কথা ব্যক্ত কর্‌ব ব'লে, এতক্ষণ মা-থিন্‌কে কিছু বলি নি। তবে শুনুন।" ব'লে তিনি শূন্য কাপ্‌টা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। আমি ও অণিমা এতক্ষণ কোন কথা বলি নি। আমরা নীরবে শুন্‌তে লাগ্‌লুম।

বিপুলবাবু বল্‌ছিলেন, "যে দিন এখান থেকে মা-থিন্ প্রায় দশ হাজার টাকা নিয়ে রেঙ্গুনে গিয়ে আমাকে চট্টগ্রামের জাহাজে তুলে দিয়ে এলো—"

মামাবাবু বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "কিন্তু চট্টগ্রামের জাহাজ কেন—কল্‌কাতার জাহাজ না হ'য়ে?"

বিপুল বাবু বল্‌লেন, "কারণ ঐ টাকা নিয়ে আমি তামাক কেন্‌বার মতলবে যাচ্ছিলুম। সুতরাং চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা

মা-থিন ও বিপুলবাবু তাদের ঘরে—

হ'য়ে তামাকের নমুনা ও দর সংগ্রহ ক'রে বায়না ক'রে কল্‌কাতা যাবো,—এই স্থির করেছিলুম।"

মামাবাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা—বলো ?"

বিপুলবাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন, "জাহাজে ওঠ্‌বার পর-মুহূর্ত্ত থেকেই বুঝ্‌লুম—আমার পেছনে সি-আই-ডি লেগেছে। আমার খদ্দরের পোষাক হয়েছিল কাল্। যাক্, প্রথম দিন সে লোকটাকে আমার গায়ে প'ড়ে আলাপ কর্‌তে দেখে, সন্দেহ করেছিলুম। দ্বিতীয় দিনে, তাকে আর দেখ্‌তে না পেয়ে আমার মনে যে সন্দেহ হয়েছিল, তা' ধীরে-ধীরে মুছে গেল।

যা হো'ক্, চিটাগঞ্জে জাহাজ পৌঁছোবার পর দলে-দলে পুলিসের লোক এসে—আমি কে, কোথায় যাব, কি করি ইত্যাদি চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধের খবর নিয়ে বল্‌লে, "আপনার বয়স অল্প, তবে ঐগুলো পরেন কেন ? ওগুলো ফেলে দেন্—তা হ'লে আর এমন ক'রে বিরক্ত কর্‌তে হ'তো না।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কোন্‌গুলোর কথা বল্‌ছেন ?"

তারা বল্‌লেন, "ঐ খদ্দরের পোষাকের কথা—মশায়, হ্যাকা সাজ্‌ছেন কেন ?"

আমার মনে হ'ল—যাক্ কি মনে হ'ল—শুনে আর কাজ নেই ! আমি চট্টগ্রামে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছলুম। বন্ধুবর আমাকে দেখে আনন্দিত যত হলেন, দুঃখিত হলেনও ততো ! তিনি বল্‌লেন, ভাই, আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত। দেশে অভাব, হাহাকার উঠেছে। নিতান্ত নীচু ঘরের দরিদ্র যারা, তারা মেয়ে পুরুষে খেটে-খুটে কান রকমে উদরান্ন সংগ্রহ কর্‌ছে ; কিন্তু

আমাদের ভদ্র মধ্য-বিত্ত গৃহস্থেরা অসহায় হ'য়ে পড়েছে। সন্ধ্যার পর বাড়ী হ'তে বার হবার উপায় নেই। বিদেশে গিয়ে উপার্জ্জন কর্‌বার অধিকার নেই। অপরের পাপে আমরা গুষ্ঠি-শুদ্ধ ভুগে মর্‌ছি।"

আমি তারপর জিজ্ঞাসা ক'রে—নিজে অনুসন্ধান ক'রে যা' দেখ্‌লুম, মা-থিন্—আমার দু'চোখ ফেটে জল এল। অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হোয়ে, বস্ত্রাভাবে বাড়ীর মেয়েরা ও বৌ-এরা ঘরে খিল্ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে। ছেলেরা একটু দুধের অভাবে, এমন কি একটু ভাতের ফেনের অভাবে মৃত্যুমুখে দিন-দিন অগ্রসর হচ্ছে। যুবকের দল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে, আর তাদের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছে—এ দেশে জন্মেছে ব'লে। বন্ধুর-দেওয়া অন্ন আমার মুখে বিষের মত লাগ্‌ল। সারা-রাত্র অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে শুধু ভাব্‌তে লাগ্‌লুম,—ভগবান্! তোমার কোন্ মঙ্গল-ইচ্ছা এতে সাধন হচ্ছে, প্রভু? এই যে শত-শত পরিবার এই দারুণ কষ্ট পাচ্ছে—এ কোন্ পাপের ফলে, প্রভু? আমার তখন কানে-কানে কে যেন বল্‌লেন, "ভগবান্ চিরদিন দয়াময়, করুণাময়। তবে তিনি নিজে এসে মানুষের কাজ ক'রে দেন্ না। তিনি মানুষের মধ্যে প্রেরণা জাগিয়ে তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছাই সাধন করেন। তিনি তোমাকেই এনেছেন—এখনও কি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।"

শুনে আমার মন শিউরে উঠ্‌ল। আমি একবার ভাব্‌লুম—এ টাকা তো আমার নয়—এ টাকা খরচ কর্‌বার তো আমার কোন্ অধিকার নেই। এ টাকা খরচ করার অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা করা। পরক্ষণেই, কেন জানি না, মন আমার বল্‌লে, স্ত্রীর অর্থে স্বামীর অধিকার থাকে না তো, তবে কার অর্থে থাকে? তোমার

স্ত্রী খুসী হবে এই শুনে যে, তার অর্থের এমন সদ্গতি হয়েছে ঃ অন্নহীন অন্ন পেয়েছে—বস্ত্রহীন বস্ত্র পেয়েছে—রোগী ঔষধ পেয়েছে, পথ্য পেয়েছে—শিশু দুধ পেয়েছে—তবু তো কয়েক দিনের জন্য পেয়েছে।

মা-থিন্, বল্‌বো কি—আমার মন যেন দুর্জ্জয় সাহসে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে মনে ভাব্‌লুম, হয় তো এই টাকায় তামাক কিনে তোমার দশ হাজার টাকা লাভ হ'তো। কিন্তু এই যে শান্তি, শুধু চিন্তায় এমন আনন্দের পরিমাণ তাতে ঘট্‌তো কি ?"

মা-থিনের দু'টী চোখে ধারা বইছিল। সে বল্‌লে, "ওগো, তুমি আমাকে এত পর ভাবো—এত নীচ ভাবো যে, তোমাকে এত ভেবে তবে খরচ করতে হয়েছিল। ঐ ক'টা তুচ্ছ টাকা ! তুমি কেন আমাকে এমন শাস্তি দিলে, বিপুল !"

বিপুল বাবু সংযত হ'য়ে মৃদুহাস্যের সঙ্গে বল্‌লেন, "তারপর কোথায় গেল দ্বিধা—কোথায় গেল চিন্তা ! আমি পরদিন প্রাতে বন্ধুকে বল্‌লুম, 'চল ভাই, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে যার যেমন অভাব, তাকে তেমন দিয়ে আসি।'

বন্ধু—আমি প্রকৃতিস্থ কিনা, বুঝতে না পেরে, মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্‌লে, "তা' তুমি দেবে কেন ?"

আমি অধীর হ'য়ে বল্‌লুম, "কেন দেবো—সে কথা তো নয়। কাকে দিতে হবে—সেই হচ্ছে কথা। এখন তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখাবে চলো।"

বন্ধু বল্‌লেন, "কত টাকা তোমার আছে যে, যার যা অভাব —তা দেবার সাহস দেখাচ্ছ ?"

আমি বল্‌লুম, "কত টাকার দরকার ?"

বন্ধু মুখ ও চোখ একসঙ্গে বড় ক'রে বল্‌লেন,—"অন্ততঃ একটা মাস তাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হ'লে, দশ পনেরো হাজারের কমে কিছুতে হবে না। এত টাকা দেবার সামর্থ্য কি তোমার আছে ?"

আমি হেসে বল্‌লুম, "আছে। এখন তো আর তোমার আপত্তি নেই ? এস।"

তারপর তিন দিন ধ'রে সেই টাকা বেঁটে দিলুম আমি! সেই সব অভাবগ্রস্তের মুখে যে তৃপ্তির আনন্দ দেখেছি—যে আশীর্ব্বাদের বাণী শুনেছি—যে করুণা-দৃষ্টির স্নেহ-ছায়ায় স্নান করেছি—তার তুলনা নেই।

যখন সারা সহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এম্‌নি অভাবের নিদারুণ জ্বালা থেকে সাময়িক মুক্তি পেলো, তখন পুলিশও সম্বাদ পেলো সে-কথা। তারা আমাকে থানায় নিয়ে গেল। বল্‌লে, "দাতাকর্ণ, কোথায় ছিলে, বাবা! এখানে দান করতে এসেছ ?" পরে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "কে তুমি ? নিশ্চয়ই এনার্কিষ্ট-পার্টি—স্বীকার করো, বল্‌ছি।"

আমার হাসি পেলো—তাদের কল্পনার দৌড় দেখে। আমাকে হাস্‌তে দেখে তাদের ধৈর্য্য গেল ভেঙে। তারা আমাকে হাজতে বন্ধ করলে।

পরদিন আবার সেই একই প্রশ্ন—কে তুমি, কোথায় যাবে ? কোথায় টাকা পেলে, কে টাকা দিলে ? কে এখানে পাঠালে ? এই রকমের হাজার-হাজার প্রশ্ন-বৃষ্টি ক'রে যখন আমাকে আর কিছু বলাতে পার্‌লে না, তখন বন্দী ক'রে রাখ্‌লে।"

মা-থিন্ বল্‌লে, "তুমি কেন বল্‌লে না, টাকা আমি দিয়েছি, তাঁদের অনধিকার-চর্চ্চার দরকার নেই ?"

বিপুল হেসে বল্‌লে, "তাদের তুমি চেনো না, মা-থিন্। তোমার নাম করলে, তোমাকেও তারা ধ'রে নিয়ে বন্দী ক'রে রাখ্‌তো, এতটুকু মায়া-দয়া দেখাতো না।"

মামাবাবু বল্‌লেন, "তারপর।"

"তারপর যে কি হ'ল—কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। শুনেছিলুম, আমার অপরাধের বিচার হ'য়ে গেছে—আমি দোষী হয়েছি। তারপর এ-জেল থেকে ও-জেলে—ও-জেল থেকে সে-জেলে। এ-প্রদেশ থেকে ও-প্রদেশে—এইরূপে ক্রমাগত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মার্‌লে।"

মা-থিন্ বল্‌লে, "এদিকে আমার দিন যে কী ক'রে কাট্‌ছিল, তা আমি জানি—আর জানেন বুদ্ধদেব। আমাকে একখানা পত্র দিলে না কেন?"

বিপুলবাবু মামাবাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "শুনুন্, ওর কথা! তোমাকে পত্র দিলেই তো তোমাকে জড়ানো হ'তো। সে-জন্য খবর দিই নি। আর ভেবেছিলুম,—নিশ্চয়ই তুমি সংবাদ-পত্রে আমার সংবাদ জেনে থাক্‌বে—তাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম।"

মামাবাবু বল্‌লেন, "এখন ছাড়ান্ পেলে কি ক'রে?"

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "আমি একা নই—এম্‌নি এগার-শ জনকে ছেড়েছে। বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্টের বহু আলোচনার ফলে প্রথম দফায় এই এগার-শ জনের মুক্তি-আদেশ ঘোষণা করা হয়েছে।"

মা-থিন্ মাথা নীচু ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়ী হ'য়ে আস্‌ছ তো?"

বিপুলবাবুর মুখ সহসা শুষ্ক হ'ল। তিনি অপরাধীর মত মুখ নীচু ক'রে বল্‌লেন, "হাঁ—তোমার দয়ায় তারা সব সুখে আছে।

আর তারাই তোমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে আমাকে বেশী দিন বাড়ীতে থাক্‌তে দিলে না—মাত্র সাত দিন ছিলুম।"

মা-থিন্ বল্‌লে, "আজ এই পর্য্যন্ত, মামাবাবু। সব ঝগ্‌ড়া আপনার ভাগ্নের সঙ্গে—তোলা রইল আজ। ভদ্রলোক আজ প্রথম এসেছেন কিনা!" ব'লে অনুপকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "অনুপ! দাদাবাবুকে বলো যে, তাকে তোমাদের আজ একটী গ্র্যাণ্ড্ ফিষ্ট্ দিতে হবে।"

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "সে বন্দোবস্ত তুমি ফের্‌বার আগেই হয়েছে।"

মা-থিন্ বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, "কে কর্‌লেন?"

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "তোমার মামাবাবু—কারণ আজ তিনিই জয়ী হয়েছেন ভেবে।"

মা-থিন্ ক্ষণকাল মামাবাবুর সস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "মামাবাবু বন্দোবস্ত কর্‌লেন, আর তুমি তাতে সম্মতি দিলে?" ব'লে মা-থিন্ মামাবাবুর কাছে গিয়ে, কন্যা যেমন ক'রে বাপের হাত ধ'রে নিঃসঙ্কোচে আব্দার করে—সেই সুরে বল্‌লে, "এ শাস্তি আমি কিছুতেই স্বীকার কর্‌ব না—মামাবাবু, তা' আমি ব'লে রাখ্‌চি।"

মামাবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "তাই হবে মা—তাই হবে। এস বিপুল, আমরা একটু সান্ধ্য-ভ্রমণ সেরে আসি।"

"চলুন।" ব'লে বিপুলবাবু মামাবাবুর সঙ্গে বার হ'য়ে গেলেন।

এমন সময়ে মোড়ল-বৌ চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে এসে বল্‌লে, "জামাই না কি এসেছে, ও রাজ-রাণী মা? আমার জামাই না কি এসেছে?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন রাত্রে মহানন্দে মোড়ল-বৌ তার নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। রাত্রের ভোজে যোগ দিয়ে, তার দুর্ব্বল শরীরের অক্ষুধা মেটাতে অতিরিক্ত খেয়ে, উত্থান-শক্তি-রহিত হ'য়ে শুয়ে পড়্‌ল।

বিপুলবাবুর আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনে যত না হোক্—মা-থিনের মুখে যে আবার পূর্ব্বেকার হাসি ফিরে এসেছে—এই আনন্দই মোড়ল-বৌএর একটা দেখ্‌বার জিনিষ হয়েছিল।

এক কথা হাজার বার জিজ্ঞাসা ক'রে যখন সে শুতে গেল, তখন রাত্রি ১২টা বেজে গেছে।

মামাবাবুর বিশিষ্ট এক বন্ধুর ভাই—বিপুল বাবু। সুতরাং তার মৃত দাদার বন্ধু ব'লে তিনি বরাবরই মামাবাবুকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্‌তেন। বর্ত্তমানে তা' শতগুণে বেড়ে গিয়েছিল।

না আমরা, না মা-থিন্—কেউ সে দিন রাত্রে বিপুলবাবুর প্রথমা স্ত্রীর কথা উত্থাপন কর্‌লুম। কারণ মা-থিনই আমার মামাবাবুকে ও আমাদের এক সময়ে বলেছিল, "উনি যখন বরাবর ওর প্রথম স্ত্রীর কথা আমার কাছে গোপন রেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই ওর কোন সঙ্গত কারণ সেজন্য আছে। সুতরাং ওকে সেই কথা তুলে আজ্‌কের দিনে কিছুতে মন খারাপ ক'রে থাক্‌তে দিতে পার্‌ব না আমি, মামাবাবু।"

শুনে মামাবাবু ঐ মহিমময়ী বুদ্ধিমতী মেয়েটির দিকে স-প্রশংস চোখে চেয়ে বলেছিলেন, "তাই হবে, মা।"

প্রথম দিনে আমি বা অণিমা কেউ নিঃসঙ্কোচে বিপুলবাবুর সঙ্গে কথা বল্‌তে পারিনি। কেমন একটা অপরিচয়ের লজ্জা সে মনকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু সেজন্য মা-থিন্ যে এতটুকুও মনে দুঃখ পায়নি, তা তার মুখ দেখে বোঝা এতটুকু কষ্ট-সাধ্য ছিল না।

তার একটা বড় কারণ এই ছিল যে, মা-থিন্‌এর নিজেরই এত কথা বলা ও শোনা ছিল যে, অন্যে কিছু বল্‌লে, কি বল্‌লে না —সে-দিকে মন দেবার সুযোগ তার ছিল না।

পরদিন প্রাতে খুব প্রত্যূষে মা-থিন্ উঠে এসে আমাদের ঘরে ঢুকে আমার বিছানায় আমার পাশে শুয়ে পড়্‌তে, ধড়্‌ফড়্ ক'রে উঠে দেখি, এ সেই গম্ভীর, চক্ষু-ছল্-ছল্ মা-থিন্ মহিলাটী নন্, —এ যেন ষোড়শ-বর্ষীয়া একটী দুষ্টু চঞ্চলা মেয়ে। তার চোখে-মুখে আনন্দ যেন উপ্‌ছে উপ্‌ছে পড়্‌ছে। মুখে একমুখ হাসি ফুটে রয়েছে।

বিস্মিত হ'য়ে পুনরায় শুয়ে বল্‌লুম, "আমাদের কি ঘুমানোও নিষেধ হ'ল, দিদি?"

"আর কত ঘুমোবেন ভাই? ওদিকে সূর্য্যদেব মুখ-হাত ধুতে গেছেন—স্বর্ণরথে চ'ড়্‌বেন ব'লে! এ সময় কি ঘুমিয়ে নষ্ট করতে আছে—ভাই?" ব'লে মা-থিন্ ডাক্‌লেন, "অণিমা দি, উঠুন ভাই, মা-থিন্ ডাক্‌চে।"

অণিমা বল্‌লে, "অণিমা জেগেই আছেন, কিন্তু এ সময়ে তিনি বিছানা ছাড়্‌তে রাজী নন্, দিদি।" ব'লে সে পাশ ফিরে শুলো।

আমি বল্‌লুম, "আপনার সূর্য্যদেব কি মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়েছেন?"

মা-থিন্ তরল-হাসি হেসে বল্‌লে, "আমার সূর্য্যদেবের এখন গভীর রাত্রি। পাছে অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাই আমি চারিদিক্ বন্ধ ক'রে দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এসেচি, ভাই।"

অণিমা বল্‌লে, "ও তিনি আপন সূর্য্যদেবটী কিনা! তাই তাকে চেপে-চুপে চাপ্‌ড়ে-চাপ্‌ড়ে ছড়া ব'লে ঘুম পাড়ানো সেরে, আমাদের ঘুম ভাঙ্‌তে আসা হ'য়েচে।" ব'লে সহসা অণিমা বিছানায় উঠে ব'সে স্বর একটু উচ্চে তুলে বল্‌লে, "তবে শুনুন, আপনি। আপ্‌নার নূতন সূর্য্যদেবের যদি এখন রাত্রি ১২ টা বেজে থাকে, তবে আমার বেজেছে মাত্র ১০ টা। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মোড়ল-বৌএর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা দেখ্‌তে পারেন।"

"ওরে বাপ্‌রে, তাও কি হয়? সে-বেচারা বুড়ো-মানুষ—অনেক কষ্ট সহ্য করেছে আমার জন্য। আমি কি এই সকালে ঠাণ্ডা লাগাবার জন্য তাকে জাগাতে পারি, ভাই? পাপ হবে আমার—সর্দ্দি হবে তার যে।"

অণিমা কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে শুয়ে বল্‌লে, "তবে এই আমি ঘুমুলুম। দেখি, মোড়ল-বৌ জেতে, কি আমি জিতি?"

মা-থিন্ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "তবে এবার সত্য কথাটাই বলি। আজ আমাদের দেশে মস্ত বড় একটা যোগের দিন। আজ ইরাবতীতে স্নান করলে না কি অক্ষয়-স্বর্গ লাভ হয়! স্নানের ঘাটে খুব কড়া বন্দোবস্ত। মেয়েদের ও পুরুষদের পৃথক্ ব্যবস্থা। তা ছাড়া, আমি স্নান কর্‌ব আমার বাগানের ঘাটে—নিজস্ব আমাদের ঘাটে—তাই এসেছি। একদিন মিস্ আলো বল্‌ছিলেন কি না যে, তিনি নদীর স্রোতের-জলে স্নান কর্‌তে ভালবাসেন।"

আর অণিমাকে পায় কে! সে গায়ের পাত্‌লা কম্বলখানা টান

মেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেঝের ওপর লাফিয়ে দাঁড়াল। বল্লে, "কুমীর আছে নাকি?"

মা-থিন্ চোখ কপালে তুলে বল্লে, "আপনি কুমীরের মত নিরীহ জীবকে ভয় করেন, কল্‌কাতার মডার্ণ-মেয়ে হ'য়ে? বড় আশ্চর্য্য তো!"

আমি প্রস্তুত হচ্ছিলুম। জোরে হেসে উঠ্‌লুম। তা দেখে অণিমা বল্লে "এই আজব-মুলুকে কি কুমীরও নখদন্ত-হীন নিরীহ প্রাণীতে পরিণত হয়েছেন? আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই যদিও।"

আমরা সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠ্‌লুম। সে দিন্ যেখানে নাচের আসর হয়েছিল, তার পাশ দিয়ে প্রশস্ত বাগান অতিক্রম ক'রে গঙ্গার মত প্রশস্ত ও বিশাল ইরাবতীর তীরে উপস্থিত হ্‌লুম। তখনও সোণার রঙে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হন্ নি। তখনও গাছপালার ঝোপে অন্ধকার পাত্‌লা হ'য়ে রয়েছে। প্রভাত-বায়ু সুপ্ত নগরীকে শান্ত শীতল ক'রে তখন ঘুমের কোলে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

যোগের দিন। দূরে স্নানের ঘাটে নর-নারীর সমাবেশ খুব অস্পষ্ট-রূপে দেখা যাচ্ছিল। আমরা যে ঘাটে উপস্থিত হ্‌লুম, সে ঘাট্‌টী মা-থিনের প্রাসাদ হ'তে বাগানের ঠিক নীচেই অবস্থিত। ঘাট্‌টী ইট্ ও পাথর দিয়ে বাঁধানো। জন-মানব কোথাও নেই। শুধু মা-থিনের তিনজন পরিচারিকা আমাদের জামা, সেমিজ, কাপড়, ও মা-থিনের লুঙ্গী, জ্যাকেট, বডি এবং স্নানের জন্য সুগন্ধি তৈল ও সাবান প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। সে-দিন প্রথম আমার মনে হ'ল—ভগবানের সৃষ্টির এমন পবিত্র সংযোগ স্থলে আমরা কিরূপ নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে

থাকি। জীবনের সেরা আনন্দ উপভোগ করা থেকে কিরূপে বঞ্চিত হ'য়ে থাকি।

শীতল জলে অবগাহন-স্নান সেরে যখন আমরা তীরে উঠে দাঁড়ালুম—তখন সূর্য্যদেব দেখা দিয়েছেন। সেই সোণার-বরণ মহিমময় জীব-প্রাণ সবিতৃদেবের দিকে চেয়ে মা-থিন্ আপন মাতৃ-ভাষায় বন্দনা আরম্ভ করেছে। সুর, ঝঙ্কার, মূর্চ্ছনার ভাবে মনে ভক্তি-রসের বিরাট্ উৎস খুলে দিয়েছিল আমাদের। আমরা নির্ব্বাক্ হ'য়ে মা-থিনের সেই ভক্তি-গদ-গদ মুখের দিকে চেয়ে বার্‌বার ভাব্‌ছিলুম—এই বুদ্ধিমতী, ঐশ্বর্য্যময়ী, সর্ব্বসুখী মেয়েটী এতখানি ধর্ম্মপ্রাণা না হ'লে, কি দয়াময় ভগবান্ এমন প্রচুর আশীর্ব্বাদে তাকে ধন্য কর্‌তেন।

পরে যখন আমরা বাড়ী ফির্‌লুম, দেখি—বিপুলবাবু হাস্য-মুখে বাগানের প্রবেশ-দ্বারে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন। তিনি আমাদের যুক্ত-করে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, "আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আপনারা। পথশ্রমে এত ক্লান্ত হয়েছিলুম আমি যে, ঠিক্ সময়ে উঠ্‌তে পারি নি।"

আমি লজ্জিত হ'য়ে মাথা নত কর্‌লুম। কিন্তু দুষ্টু অণিমা সহসা বল্‌লে, "আপনার ইতিহাস যা' শুন্‌লুম, তাতে আপনাকে এ সময়ে যে জাগরিত দেখ্‌তে পাবো, তা' আপনার অতি-বড় শত্রুতেও আশা কর্‌ত না। কেমন না, মা-থিন্-দি ?"

মা-থিন্ সহাস্য-মুখে বল্‌লে, "সত্য, এর মধ্যে উঠ্‌লে যে ?"

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "ও, তুমি বুঝি আমার অন্যান্য কীর্ত্তি কাহিনী সব ব'লে ব'সেছ না কী ?" ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

সহসা অণিমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্‌লে, "আপনার অনেক

কীর্ত্তিই শুনেছি, বিপুলবাবু—বুঝেছিও বহু। কিন্তু কণিকা দেবীটী কে, বলুন তো?"

বিপুলবাবু সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে একটী কথাও বার হ'ল না।

আমি সত্যই লজ্জিত হ'য়ে পড়্লুম। কারণ বিপুলবাবু মাত্র কাল এসেছেন। এখনও বেচারার মুখ থেকে ক্লান্তি ও অবসাদের চিহ্ন দূর হয় নি। মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লুম, বিশ্বের সব আগ্রহ তার চোখ দু'টীতে জড় ক'রে যেন সে একাগ্র-দৃষ্টিতে বিপুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

অণিমা প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে পুনরায় বল্লে, "কি বিপুল বাবু, কণিকা দেবীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না?"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা অন্তর্হিত হ'লে বিপুলবাবু বল্‌লেন, "ও-নাম—আপনি কি কোরে জান্‌লেন?"

অণিমা মৃদু হেসে বল্‌লে, "তা' জান্‌তে চাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, বিপুলবাবু! তিনি কে, শুধু এই কথাটা ব'লে, আপনি আমাদের উৎকণ্ঠা দূর্ করুন।"

বিপুলবাবু মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তুমি আমাকে বল্‌বে—মা-থিন্, এর মধ্যে কি রহস্য লুকানো আছে?"

মা-থিন্ এতক্ষণ অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে, খুনী আসামী যেমন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে, তার সব ইচ্ছা-শক্তি একত্র ক'রে বিচারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক্ সেই মত মনের অবস্থা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীকে তার কৈফিয়ৎ চাইতে দেখে বল্‌লে, "যে রহস্যই থাক্, তুমি কণিকাকে চেনো কি না—আর তিনি তোমার কে হন্—বলো না?"

বিপুলবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "ঠিক্ তুমি কী বল্‌তে চাও, মা-থিন্ ?"

আমি দেখ্‌লুম, অণিমার নির্ব্বোধ-প্রশ্নের ফলে একটা অশান্তির ঝড় ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌ছে। আমি বল্‌লুম, "বিপুলবাবু! আমার বোন্‌টীর ঐ বাজে-প্রশ্নের 'ইতি' করুন। ও এম্‌নি আপনাকে বিদ্রূপ কর্‌ছিল।"

আমার কথা শুনে বিপুলবাবু মৃদু হেসে বল্‌লেন, "না, মিস্ আলো—বাজে-প্রশ্ন নয়। এর একটা সমাধান হ'য়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি—ঐ নাম আপনারা জান্‌লেন কি ক'রে ?"

মা-থিনের মুখ সহসা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে "তুমি বিপুল একটা অবান্তর বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছ কেন ? কারণ প্রশ্ন যে-কোন স্থান থেকে, যে-কোন ভাবেই সংগ্রহ হ'য়ে থাকুক্ না কেন—তার উত্তরের সঙ্গে ও-সব জান্‌তে চাওয়ার কি প্রয়োজন হ'তে পারে—আমি তা' ভেবে পাই নে! আচ্ছা—শোন। তুমি দেশে যাবার পরদিন, আমি ফ্যাক্টরীতে যাই। দেখি, তোমার টেবিলের ওপর একখানা 'তার' প'ড়ে রয়েছে। খুব সম্ভবতঃ তুমি ব্যস্তভাবে যাওয়ার দরুণ ফেলে গিয়েছ। কিংবা এমনও হ'তে পারে, তোমার দেশ ত্যাগ করবার পর সেটা এসেছিল।"

বিপুলবাবু আগ্রহভরে বল্‌লেন, "তারপর—মা-থিন্ ?"

মা-থিন্ বল্‌লে, "সেটা খুলে দেখি—লেখা আছে 'কণিকা অত্যন্ত পীড়িত, শীঘ্র চ'লে এসো'——"

মা-থিনের স্বর অশ্রুরুদ্ধ হ'য়ে এল। সে আর বল্‌তে পার্‌লে না।

মা-থিনের কথা শুনে বিপুলবাবু ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে "আস্‌ছি আমি" ব'লে সে-স্থান হ'তে দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আমি অণিমাকে বল্‌লুম, "কেন ও সব অপ্রিয় আলোচনা করতে গেলে, অণিমা?"

মা-থিন্ ব্যস্তভাবে বল্‌লে, "উনি কোন অন্যায় করেন নি, ভাই। যে কথা আমার ইচ্ছা থাক্‌লেও বল্‌তে পার্‌ছিলুম না, উনি আমাকে সেই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করেছেন।"

এমন সময়ে একখানা পুরানো ছিন্ন খবরের কাগজ হাতে ক'রে বিপুলবাবু ফিরে এলেন। তিনি বল্‌লেন, "একান্ত না বল্‌লে কি চলে না, মা-থিন্?"

মা-থিন্ শুষ্কস্বরে বল্‌লে, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, ব'লো না। না বল্‌লেও, আমাদের এখন আর বুঝ্‌তে কোন কষ্ট হবে না।"

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "কষ্ট হবে না। মিস্ আলো, এই ছবিটা একবার দেখুন্ তো? আর কি লেখা আছে, পড়ুন্ তো?"

আমি আগ্রহভরে সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে দেখ্‌লুম,—একটা বর ও বধূর ছবি তাতে ছাপানো রয়েছে। নীচে কি সব লেখা রয়েছে। আমি অনুচ্চস্বরে পড়্‌লুম, "কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিপুল রায়ের ভগ্নী শ্রীমতী কণিকার সহিত শোভাবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর পুত্র শ্রীমান্ অজিতের শুভ-পরিণয় কার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে। বিপুলবাবুর আদর-আপ্যায়নে ও সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হ'য়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, নব-দম্পতি সুখ ও শান্তি লাভ করুক।"

আমার পড়া শেষ হ'লে অণিমা অনুতপ্ত-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "আমাকে ক্ষমা করুন, বিপুলবাবু।"

বিপুলবাবু সশব্দে হেসে উঠ্‌লেন। পরে জোড়হাত ক'রে বল্‌লেন, "আপনিই বরং আমাকে মার্জ্জনা করুন। কারণ এমন একটা সন্দেহের কথা মা-থিন্‌ আমাকে কিছু না জিজ্ঞাসা ক'রে —এমন একটা ব্যথা বুকে রেখেছিল—তা' যে আপনি দূর ক'রে দিলেন—এর জন্য আমরাই আপনার নিকটে চির-কৃতজ্ঞ থাক্‌বো।"

দেখ্‌লুম, মা-থিনের চোখ দুটীতে অশ্রু টল্‌মল্‌ কর্‌ছে। সে এমন ভক্তিভাবে বিপুলবাবুর দিকে চেয়ে আছে—যার অর্থ আমি জানিনে।

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "কিন্তু আর না—চলো, চা'এর জন্য আমার প্রাণ যায়!"

ড্রইং-রুমে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লুম, মামাবাবু প্রাতর্ভ্রমণ সেরে এখনও ফেরেন নি।

সুতরাং বিপুলবাবুর প্রাণ চা'এর অভাবে গেলেও, মা-থিনের কড়া-শাসনে অপেক্ষা করা ছাড়া তার গত্যন্তর রইল না।

বিপুলবাবু বল্‌লেন, "দেখুন, আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের অপমান কর্‌তে চাইনে। কারণ পরকেই মানুষ ধন্যবাদ দেয়—পরের কাছেই মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। তা' হ'লেও আপনারা মা-থিনের জন্য যা' করেছেন—সত্য কথা বল্‌তে কি, ওকে আপনাদের দয়াতেই জীবিত দেখ্‌তে পেয়েছি এসে। তবেই সেই মহা ঋণের পরিশোধ দু'টো শুক্‌নো ধন্যবাদে হয় না। কিন্তু ও-কথা থাক্‌। এখন আপনাদের আজ্‌কের প্রোগ্রাম্‌ কি, বলুন্‌ শুনি।"

আমি অতি কষ্টে লজ্জা-সঙ্কোচের হাত কাটিয়ে বল্‌লুম, "আজ্‌কের জন্য আমরা কোন প্রোগ্রাম্‌ই করিনি। কারণ আপনার আগমন-আনন্দেই আমাদের সব সময়টুকু কেটে গেছে। তা' ছাড়া, এখানে যা কিছু দেখ্‌বার, যা' কিছু শোন্‌বার, তা দেখা-শুনা আমাদের হ'য়ে গেছে। মামাবাবুর কাজে জয়েন্ করবার সময়ও বোধ হয় আর বেশী নেই।"

বিপুলবাবুর মুখ মলিন হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন, "মা-থিন্ পোয়ে-নাচ দেখিয়েছে আপনাদের?"

আমি মৃদু হাস্যের সঙ্গে বল্‌লুম, "দেখিয়েছেন।"

"কেমন লাগ্‌ল আপনাদের?"

"খুব ভাল। নাচ যে অত সুন্দর হয়, এখানে প্রথম অনুভূতি হ'ল আমার।"

"আর ছবি যে এত সুন্দর হয়, প্রথম প্রতীতি হ'ল আমার।" বল্‌তে বল্‌তে মা-থিন্ আমার আঁকা দু'খানা ছবির ক্যান্‌ভ্যাস নিয়ে উপস্থিত হ'ল। একখানা 'দু'টী বর্ম্মা-তরুণী" আর একখানা "দিনের শেষে" বাঙ্‌লার পল্লী-সন্ধ্যার চিত্র।

বিপুলবাবু মা-থিনের হাত হ'তে ছবি দু'খানা নিয়ে অতি নিবিষ্ট-চিত্তে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। সত্যই আমার তখন এত লজ্জা পাচ্ছিল! অণিমা মুখ টিপে-টিপে হাস্‌ছিল। সে এই ফাঁকে মা-থিন্‌কে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "মা-থিন্-দি—আমাদের আলো-দি বিপুলবাবুকে কি বল্‌ছিলেন, জানেন? বল্‌ছিলেন পোয়ে-নাচের মত অত সুন্দর নাচ যে কোথাও থাক্‌তে পারে, সে অনুভূতি ওঁর প্রথম এখানে হয়েছে।"

মা-থিন্ সশব্দে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "বিপুল, তোমাকে

বল্‌তে ভুলেচি, আমার ঐ সম্মানিত বোন্ মিস্ আলো—ভারতের যশস্বিনী নৃত্য-শিল্পী। উনি যে দু'চার রকম নৃত্য আমাকে দয়া ক'রে দেখিয়েছেন—তা দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। আমরা ত, অহঙ্কার ক'রে মরি যে, আমরা নাচ্‌তেই জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু মিস্ আলো আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। আচ্ছা, ও-সব কথা যাক্। এখন বলুন্ তো, এই আমাদের দেশের ছবিটি আঁক্‌লেন কবে, আর কি দেখে?"

আমি বল্‌লুম্ "আপনি বড় ভুলে যান্, ম-থিন্-দি? সে-দিন আপনিই বল্‌লেন, আমাদের দেশের একটা ছবি এঁকে দেখাতে। আর এর মধ্যে ভুলে গেলেন—আচ্ছা, মজা তো?"

—"কিন্তু আঁক্‌লেন কখন?"

—"কাল রাত্রে। ঘুম পাচ্ছিল না, ব'সে ব'সে এঁকেছি।" ব'লে আমি বাহিরের পদ-শব্দে বুঝ্‌লুম, মামাবাবু আস্‌ছেন।

বিপুলবাবু ছবি দু'খানা সন্তর্পণে একটা টেবিলের ওপরে রেখে বল্‌লেন, "এ আলোচনা পরে হবে। এই যে আসুন্—আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।"

মামাবাবু অনুযোগের স্বরে বল্‌লেন, "এ সব মা-থিনের ছেলেমানুষী। মিছামিছি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে, চা' ঠাণ্ডা করার্ আবশ্যকতা বুঝিনে আমি, মা।"

বিপুল হাসিমুখে চাইতে, মা-থিন্ বল্‌লে, "কারুর চা-ই ঠাণ্ডা হয় নি, মামাবাবু। আর যদি তাই হয়, তবে সে ঠাণ্ডা-চা খেতে কারুর কোন আপত্তির সুর উঠ্‌বে না। সে নিশ্চয়তা আমার জানা আছে ব'লেই অপেক্ষা ক'রে আছি। আপনি খাবেন না, বাইরে থাক্‌বেন—আর আমি দু'মিনিট দেরী কর্‌তে

পারব না—খেয়ে ব'সে থাকব। তা আর যে কেউ পারুক্—আমি পারব না।" ব'লে মা-থিন্ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিপুলবাবু বল্লেন, "দেখ্লেন—আপনার ভাগ্নী হাজার গুণে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে গেল? আমার অপরাধ—বলেছিলুম যে, চা'র জন্য প্রাণ যায় আমার! সেই অবধি রাগে ফুল্ছিল বোধ হয়—প্রকাশ কর্বার পথ পায় নি। এবার সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে এল ফণা তুলে!" ব'লে তিনি খুব জোরে হেসে উঠ্লেন।

মামাবাবু বল্লেন, "কিন্তু একটা কথা—বিপুল, আমরা তো সাহেব নই যে, সবাইকে এক-সঙ্গে এক সময়ে ব'সে গিল্তে হবে। তবেই—"

মা-থিন্ প্রবেশ কর্ছিল—তা দেখ্তে পেয়ে মামাবাবু আর শেষ কর্লেন না—কিন্তু তাতে রক্ষা পেল না কিছুই। কারণ চায়ের কেট্লী নামিয়ে মা-থিন্ বল্লে, "আবার মামাবাবু?" ব'লে বিপুলের মুখের দিকে গম্ভীর হ'য়ে চাইতে গিয়ে মা-থিন্ হেসে ফেল্লে।

যাক্ মিটে গেল।

"অনুপ কোথায়?" মামাবাবু জিজ্ঞাসা কর্লেন।

—"তাইতো! দুষ্টু ছেলেটা গেল কোথায়?" ব'লে আমি ও মা-থিন্—শোবার ঘরে ছুটে যাবার মুখে দেখি, দুষ্টু ছেলেটা ব'সে ব'সে মোড়ল-বৌএর নাসিকা-গর্জ্জন-ধ্বনি শুন্ছে, আর আপন মনে হাস্ছে। তা দেখে—আমরা দু'জনে, মা-থিন্ আর আমি—হেসে উঠ্লুম। অনুপ তাড়াতাড়ি উঠে বল্লে—"আমার যা ভয় পেয়েছিল প্রথমে! মনে হচ্ছিল যে, রেলগাড়ী চল্ছে ঘরের ভেতর!"

যা হোক্, চা-পান-পর্ব্ব বিধিমতে শেষ হ'লে, বিপুলবাবু প্রশ্ন কর্‌লেন্ মামাবাবুকে, "আপনার আর ক'দিন ছুটী আছে ?"

"—মাত্র তিনটী দিন। পরশু দিন আমাদের রেঙ্গুন যাত্রা কর্‌তেই হবে। কাল হ'লেই সুবিধা হ'তো।"

মা-থিনের মুখে রাজ্যের বিষণ্ণতা ঘনিয়ে এল। সে মামাবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আর হু'চার দিন ছুটী বাড়ানো যায় না কি, মামাবাবু?"

মামাবাবু একটু হেসে বল্‌লেন, "তা যদি পারা যেত—মা, তা'হ'লে আমার চেয়ে বেশী সুখী আর কেউ হ'ত না। দেখ না —এই ক'দিনেই আমার স্বাস্থ্যের কী পরিবর্ত্তনই না হয়েছে!"

মা-থিন্ মামাবাবুর কথায় কান না দিয়ে বল্‌লে, "কিন্তু আপনাদের যাবার কথা যে, আমি ভাব্‌তে পারিনে, মামাবাবু ?"

—"পাগ্‌লী মেয়ে! হু'দিন মন চঞ্চল হবে বৈ কি! কিন্তু মা, তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই তো, তোমার এই বুড়ো ছেলেটাকে দেখে আস্‌তে পার্‌বে। আর আমরা তো তোমার দেশেই রইলুম্।" ব'লে মামাবাবু স্নেহভরে হাস্‌লেন।

মা-থিনের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে, "কিন্তু আলো-দি তো হু'দিন বাদে চ'লে যাবেন। ওকে আর কবে দেখ্‌তে পাবো আমি ? এম্‌নি মানুষের অদৃষ্ট যে, কাউকে পূর্ণসুখী ভগবান্ কখনও হ'তে দেন্ না।" মা-থিনের চক্ষু উপ্‌চে অশ্রু ঝর্‌তে লাগ্‌ল।

আমার মন এই অনাত্মীয় মেয়েটার চোখের জল দেখে কাতর হ'লো। আমার চোখও অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠ্‌ল। ঘরের লঘু আবহাওয়া সহসা ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল।

বিপুলবাবু তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বল্লেন, "বেশ্ তো, আলো-দির জন্ত যদি মনই কাঁদে, তবে ভারতে গিয়ে ওকে দেখে আস্বার পথেই বা তোমার বাধা কোথায়? আমাকে হুকুম ক'রো, তখনই প্রস্তুত হবো।"

আমি চকিত হ'য়ে বিপুলের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লুম, তিনি এতটুকুও বিদ্রূপ করেন নি। তিনি স্ত্রীর মনোভাব নিশ্চিতরূপে বুঝেই তাকে সত্য-আশ্বাস দিয়েছেন।

মামাবাবু বল্লেন, "অণিমা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাক্বে। তা' ছাড়া আলো-মা আমার ছ'মাস এখানে কাটিয়ে যাবে মনস্থ ক'রেই ওর বাবা, ঠাকুর-দা আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কারণ এখানের জল-বায়ুতে ওর দেহটা সেরে উঠ্বে—এই আশায়। তবে যা' অনাগত, তার জন্য এখন থেকে চোখে জল বার করা, অন্ততঃ তোমার মত শিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর কাছে আমি আশা করিনে, মা-থিন্।"

বিপুলবাবু সহসা হেসে বল্লেন, "শিক্ষিতা নিশ্চয়ই। বুদ্ধিমতী—তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু একটু বোকা। কারণ আমার ঠিকানা, কল্কাতা, এই সম্বল ক'রে, ততোধিক বুদ্ধিমতী মোড়ল-বউকে সাথী ক'রে যে সমুদ্র-পাড়ি দিতে পারে, সে যে কবে ছ'মাস বাদে মিস্ আলো ভারতে ফিরে যাবেন ব'লে আজ্ থেকে কান্না সুরু কর্বে—এতে এতটুকু বৈচিত্র্য আছে কি—ভাবেন?"

আমরা সবাই হেসে উঠ্লুম। মা-থিনের অশ্রু-সজল কমনীয় মুখে হাসির বিদ্যুচ্ছটা খেলে গেল। সে কৃত্রিম কুপিত-স্বরে বল্লে, "তুমি খুব বুদ্ধিমান্, থামো!"

বিপুল হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লেন, "তা থামছি। এখন

শোন, এঁরা বলেন, এরা এ-দেশের সব দেখেছেন,—সব কথা শুনেছেন। সত্যই এখানে ছাই দেখ্‌বার কি আছে? কিন্তু তুমি কি তোমার কার্‌বার আর আফিস-দোকান দেখিয়েছ?"

মা-থিনের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, "সেই ভাল! চলুন্, আজ ঐগুলো দেখিয়ে আনি। দু'টার মধ্যেই দেখা শেষ হ'য়ে যাবে।—এই কে আছিস্? মোটর তৈয়ারী কর্‌তে বল্?"

বিপুলবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "আছে অনেকেই, কিন্তু তোমার এ বাংলা-ভাষার হুকুম একজনও বুঝ্‌বে না। তার চেয়ে তোমাদের সাজ-গোজ সেরে নাও গে। আমি এ সবের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে, বাকী ঘুমটা সেরে নিই গে, এই ফাঁকে।"

চকিতে চাইতে দেখ্‌লুম, স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের ক্ষণিক চক্ষুর মিলন হ'য়ে গেল। উভয়েই হেসে উঠ্‌ল।

মামাবাবু বল্‌লেন, "মা-থিন্, কাল থেকে পোষ্টাফিসে যাওয়া হয় নি, মা। আমি তোমার আফিস চিনি। কাল বেড়াতে গিয়ে দূর থেকে দেখে এসেছি। তোমরা চলো—আমি পোষ্টাফিসের ফেরৎ, তোমাদের সঙ্গে যোগদেবো।"

যথা সময়ে আমাদের মোটরে গিয়ে উঠ্‌লুম্। মোড়ল-বৌ চোখে-মুখে জল দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে সোফারের পাশে বস্‌ল—তাকে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

অল্প সময় পরে মোটর তার বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে, সে তার বাড়ীতে আমাদের পায়ের ধূলোর জন্য কাতর-প্রার্থনা জানালেও মা-থিন্ রাজী হ'ল না। সে বল্‌লে, 'আজ থাক্। কাল এসে তোমার বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে যাবো।' সব তাতেই সুখী মোড়ল-বৌ

কৃতার্থ হ'য়ে গেল। আমাদের নিয়ে মোটর মা-থিনের সিগারের ফাক্টরীতে উপস্থিত হ'ল। আমরা কারখানার ফটকে উপস্থিত হ'তেই, সাতফুট্‌-লম্বা শিখ-দারোয়ান সেলাম দিয়ে বৃহৎ লৌহ-দরজা খুলে স-সম্ভ্রমে স'রে দাঁড়াল। আমরা ভিতরে প্রবেশ কর্‌লুম। দেখ্‌লুম—প্রায় দু'হাজার বালিকা, তরুণী, বৃদ্ধা—সারি-সারি স্থির হ'য়ে ব'সে সিগারের কাজ কর্‌ছে। তারা প্রভুকে দেখে মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালে। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সে এক বিরাট্‌ ব্যাপার! এমন বিশালভাবে তামাকের স্তূপ কখনও ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। কোথাও মেয়েরা তামাক কুট্‌ছে, কোথাও কাট্‌ছে, কোথাও দলে-দলে মেয়েরা সিগার পাকাচ্ছে। আমার শুধু এই ভেবে বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না যে, এই একটী সাধারণ [illegible]মত মা-থিন্‌ মেয়েটী এতবড়ো একটা ব্যবসা কিরূপে সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চালাচ্ছে। যার জন্য তাকে কোন দিনই এতটুকু চিন্তিত হ'তে দেখিনি। সব কাজ কর্ম্মচারীর দ্বারা হচ্ছে। গোলমাল নেই, ঝগড়া নেই, অভাব-অভিযোগ নেই—যেন কলে কাজ চলেছে। আমি নিজের চোখে না দেখ্‌লে, কিছুতে এ বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তুম না। তা' ছাড়া, আমাদের বয়সী মেয়েরা আমাদের দেশে এ-সব শেখ্‌বার, জান্‌বার, বোঝ্‌বার সময়ই বা কতটুকু পায়!

মা-থিন্ বল্‌লে, "আমার মা-বাপের আমলের যে সব পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন জীবিত আছেন। তাঁরাই আমার কার্‌বার চালান্। বিপুল দেখাশুনা করেন। কিন্তু বিশেষ কোন গোলযোগ না বাধ্‌লে আমি বড় একটা এদিকে আসি নে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এত মেয়ে যে কাজ করে—এরা কোন গোলমাল করে না?"

"কি জন্য গোলমাল করবে, ভাই? যে যেমন কাজ করে, সে তেমন মজুরী পায়। প্রত্যেক সপ্তাহের কাজে হিসাব ক'রে মজুরী ফেলে দেওয়া হয়। ওদের কাজের হিসাব ওরাও রাখে। সুতরাং বড়-একটা গোলমালের কথা শোনা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এত চুরুট খায় কে?"

মা-থিন্ হেসে বল্‌লে, "এটা ঠিক্ প্রশ্ন হ'ল না, ভাই? আমাদের হাতে এত অর্ডার জ'মে থাকে যে, সব সরবরাহ ক'রে উঠ্‌তে পারি নে। শুধু কি—এদেশের লোকে খায়? ইয়োরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, জার্ম্মানী, ভারতবর্ষ—সব দেশে চালান্ হয়—আমাদের বিখ্যাত বর্ম্মা-সিগার।"

অণিমা ধীরে-ধীরে বল্‌লে, "তা' হবে। কিন্তু এত তামাক কোথা থেকে কেনেন, মা-থিন্-দি?"

"অনেক দেশ থেকে তামাকও আমাদের কিন্‌তে হয়, ভাই! চলুন—ঐ দিক্‌টা ঘুরিয়ে আনি।" ব'লে মা-থিন্ আমাদের নিয়ে সেই বৃহৎ কারখানার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়ে আফিসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

আফিসে গিয়ে দেখ্‌লুম, সেখানেতেও মেয়ে-কেরাণী কাজ

করছে। তারাই সংখ্যায় বেশী। এ দেশে যেন পুরুষের দুর্ভিক্ষ লেগেছে। মামাবাবু আফিসে ব'সে রয়েছেন, দেখ্‌লুম। তিনি আমাদের দেখে বল্‌লেন, "আলো, তোমার একখানা পত্র আছে মা। তোমার দাদু দিয়েছেন—এই নাও।" ব'লে পত্রখানা আমার হাতে দিলেন।

মা-থিন্ বল্‌লে, "আসুন, মামাবাবু, আপনাকে ভিতরটা দেখিয়ে আনি।"

* * * *

মামাবাবু অনুচ্চস্বরে মা-থিন্‌কে কি বল্‌লেন। আমরা একটু দূরে ছিলাম ব'লে শুন্‌তে পেলুম না। কিন্তু দেখ্‌লুম, মা-থিনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। সে যেন—মনে হ'ল,—অতিকষ্টে আত্ম-সংবরণ করছে।

মামাবাবু উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, "আর এক সময় এসে তোমার কারখানা দেখ্‌ব, মা। এখন চলো, তোমার বাড়ীতে ফিরি।"

মা-থিন্ বিনা-প্রতিবাদে বল্‌লে, "চলুন, মামাবাবু।"

আমার কিন্তু বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। আমি মামাবাবুকে বল্‌লুম, "কি হয়েছে, মামাবাবু?"

মামাবাবু জোর ক'রে হেসে বল্‌লেন, "কিছু তো হয় নি, মা।" মামাবাবুর মুখের হাসির রূপ দেখে ও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ মুখের ভাব দেখে, আমার কিন্তু ভয় ঘুচ্‌ল না—বরং বেড়ে গেল। মা-থিনের মুখের দিকে চেয়ে আমার নিশ্চিতরূপে ধারণা হ'ল যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা ঘটেছে বা সংবাদ এসেছে—যা আমার কাছে এঁরা গোপন রাখ্‌ছেন। নানারূপ দুর্ভাবনায়, আশঙ্কায় আমার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।

বর্ম্মাদেশের মেয়ে

আমার স্বভাবের বিশেষত্ব এই যে, সামান্য একটু দুর্ভাবনার আশঙ্কা দেখা দিলে, আমার চোখের জল বন্ধ করা দুঃসাধ্য হয়—যদিও আসলে কিছু না ঘ'টে থাকে।

সারাপথ কেউ কোন কথা বল্‌লেন না। আমিও নীরবে শুধু চিন্তার পর চিন্তার রাশ পাকাতে পাকাতে মা-থিনের প্রাসাদে ফিরে এলুম। কিন্তু ড্রইং-রুমে উপস্থিত হ'য়ে আমার ধৈর্য্যের আর কিছু অবশিষ্ট থাক্‌ল না। আমি মামাবাবুর দু'টো হাত জড়িয়ে ধ'রে অশ্রু-সজল চোখে বল্‌লুম, "আমার কাছে গোপন কর্‌বেন না। কি হয়েছে মামাবাবু—আমাকে বলুন? নইলে আমি ভেবে ভেবে ম'রে যাব।"

মামাবাবু কিছুক্ষণ আমার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌লেন। তারপর পকেট থেকে একখানি টেলিগ্রাম বার ক'রে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "অস্থির হস্‌নে, প'ড়ে দেখ্‌। চল্‌, আজই আমরা রেঙ্গুনে ফিরে যাই, মা। কাল জাহাজ আছে, কল্‌কাতা যাবার বন্দোবস্ত কর্‌বো।"

কম্পিতবুকে টেলিগ্রামখানির ওপর চোখ বুলিয়ে দেখ্‌লুম, ঠাকুর্দ্দা টেলিগ্রাম্‌ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"মা'র শরীর অসুস্থ, অতএব আমাকে যেন অবিলম্বে কল্‌কাতায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়।"

মা-থিন্‌ ও মামাবাবু অস্থির হ'য়ে আমাকে নানারকম সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা সকল সান্ত্বনার বাইরে।

মা-থিনের মুখে সংবাদ পেয়ে, বিপুলবাবু হন্ত-দন্ত হ'য়ে নেমে এলেন এবং টেলিগ্রামখানি প'ড়ে বল্‌লেন, "এর জন্য অস্থির

হবার কি আছে, বলুন্ তো আলো-দি? সামান্য অসুস্থ হয়েছেন, তাই আপনাকে পাঠাবার জন্য লিখেছেন। কিন্তু এখানে যে আপ্নারা আছেন, তাঁরা জান্লেন কি ক'রে?"

মামাবাবু বল্লেন, "তিনি রেঙ্গুণে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। আমার সম্বন্ধী সেখান থেকে তার হুবহু নকলটা এখান 'তার' ক'রে জানিয়েছেন আমাকে। সে যা-ই হোক্, এখন ট্রেণ ক'টায়? আমাদের যাবার বন্দোবস্ত কর? 'আলো'কে কিছুতেই আর শান্ত কর্‌তে পারা যাবে না।"

ট্রেণের তখনও দু'ঘণ্টা বিলম্ব। আমাদের সঙ্গের জিনিষ-[illegible] সব না-খোলা অবস্থাতেই প'ড়েছিল। আমি মুহ্যমান [illegible] ব'সে রইলুম। বিপুলবাবু, মা-থিন্, অণিমা—এরাই সব [illegible] কর্‌তে লাগ্‌ল এবং নির্দ্ধারিত সময়ে, মাথিনের গাড়ীতে আমরা সকলে ও অন্য একখানা গাড়ীতে মোট-ঘাট ও মা-থি[illegible] দুইজন কর্ম্মচারী নিয়ে, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হলুম।

মা-থিন্ ও বিপুলবাবু [illegible] যাচ্ছি[illegible]—ষ্টেশন পর্য্যন্ত। আমার মন তবু [illegible] শান্ত হ'[illegible] এই ভেবে—যে আস্‌বার সময় তাঁদের [illegible] আলাপ কর্‌তেও পারি নি—তা' এখন করা যাবে।

কিন্তু ইরাবতী [illegible] যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হলুম। ষ্টেশনে উপস্থিত হ'য়ে আমি মা-থিনের দু'টী হাত ধ'রে কেঁদে ফেল্‌লুম ও অতিকষ্টে বল্লুম, "আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, মা-থিন্-দি —আমার মনের অবস্থা ভেবে। আমি জীবনে আপনার স্নেহ ও ভালবাসা ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

মা-থিন্ স্নেহ-ভরে হেসে বল্‌লে, "বিদায় নেবার এত তাড়া

কেন, দিদি? আমরা যে রেঙ্গুণ অবধি যাচ্ছি—আপনাকে জাহাজে তুলে দিতে। আমরা কি পরের মত এ সময়ে আপনাকে এখানে ছেড়ে দিতে পারি, ভাই?"

মা-থিনের কথা শুনে আমার অশ্রু আর বাধা মান্‌লো না! আমি দু' হাতে এই অনন্যসাধারণ মেয়েটিকে জড়িয়ে ধর্‌লুম।

ট্রেণে উঠে মামাবাবু বল্‌লেন, "বিপুল, মিছেই তোমরা এই কষ্ট ভোগ কর্‌বে। বিশেষ ক'রে তুমি মোটে কাল ফিরেছ, এখন তোমার বিশ্রাম দরকার—নইলে অসুখে পড়্‌তে পারো। আমার অনুরোধ, মা-থিন্‌কে বুঝিয়ে নিয়ে, ফিরে যাও এখান থেকে।"

বিপুলবাবু তখন ব্যাগ ব্যাগেজগুলি গুচোচ্ছিলেন—মৃদু হেসে বল্‌লেন, "আপনার কথা একটু পরে শুনছি। দেখ্‌ছেন না, সিগ্‌ন্যাল প'ড়ে গেছে—এখনি ট্রেণ ছাড়্‌বে? এখনও যে কুঁজোয় জল ভরা হয় নি।"

দুইজন ভৃত্য ২টী কুঁজোয় জল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। মা-থিন্, তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বল্‌ছিল। এমন সময়ে ট্রেণ ছেড়ে দিল।

মা-থিনের বাড়ী থেকে বার হবার সময়ে কেউ এক-রকম কিছু আহার করে নি। আর আমাকে তাঁরা বৃথা অনুরোধ জানান্ নাই। ট্রেণ যখন ছাড়্‌ল, তখন বেলা একটা বাজে।

মা-থিন্ প্রচুর পরিমাণে খাবার সঙ্গে এনেছিল। সে প্লেটে সাজিয়ে সকলের সুমুখে রেখে দিল। পরে বিপুলবাবু বল্‌লেন, "আলো-দি! আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি—মা আপনার ভাল আছেন। কিন্তু আপনি মিছে অতটা উতলা হ'য়ে নিজেকে

পীড়ন করছেন। এখন শুনুন্—আপনার জন্য আমরা কেউ খেতে পাই নি—এমন কি অনূপও না। এখন বলুন্, আমাদের খেতে দেবেন্ কি না ?"

আমি লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হ'য়ে বল্লুম, "আপনার মত শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন যে বুঝ্তে পারছেন না—যে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু খাওয়া কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার ? আচ্ছা নিন্, আমি খাচ্ছি।"

সকলের আহার শেষ হ'লে, মামাবাবু আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন, "মার মন এম্নি নরম ব'লে তো মা-থিন্ আমি...একে বল্তে চাইনে কিছু! কিন্তু বেটী এমন ক'রে ধর্ল যে, আমার সাধ্য রইল না যে কিছু গোপন করি।"

মা-থিন্ বল্লে "তা' সত্য মামাবাবু। কিন্তু আমি বল্ছি, যদি তেমন কিছু সংবাদ হ'তো তবে, অমন টেলির ভাষা হ'তো না। হ'তো কী ?"

—"ঠিক্ মা, তাই। কিন্তু হাজার যুক্তি-তর্ক দেখাও—এই আলো বেটীকে বোঝানো কিছুতে যাবে না।"

বিপুলবাবু একটী বার্থে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্লেন। তাঁর ঘুম তখনও পুরা হয় নি। ভদ্রলোক ফিরে এসে আমাদের জন্য একটা দিনও শান্তিতে থাক্তে পেলেন না ভেবে, আমার মন দুঃখিত হ'য়ে উঠ্ল।

পথে কারও মনে শান্তি না থাকায় এক রকম চুপি-চুপি অবস্থায় পরদিন প্রত্যুষে যখন রেঙ্গুণে ট্রেণে উপস্থিত হলুম, দেখি—মামাবাবুর সম্বন্ধী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁকে পূর্ব্বেই 'তার' পাঠিয়ে আমাদের রওনা-সংবাদ জানানো হয়েছিল।

তিনি হাসিমুখে আর একখানি 'তার' আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "বুঝেছি, কী অবস্থায় সব ছুটে এসেছেন। কিন্তু ভয় নেই—আবার 'তার' এসেছে।"

আমি আকুল আগ্রহে 'তার্‌টী' পড়্‌লুম। এখানিও ঠাকুর্দ্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বৌমা হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন। বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন। 'আলো'কে পাঠাবার বিশেষ তাড়া-হুড়া কর্‌বার দরকার নেই। তবে যত শীঘ্র পারে, যেন চ'লে আসে! আমরা তার অভাবে অত্যন্ত কাতর।"

টেলি প'ড়ে আমার মুখে সে-দিন সেই প্রথম হাসি ফুট্‌ল। আমি মামাবাবুর হাতে তার্‌টী দিয়ে মা-থিন্‌কে জড়িয়ে ধর্‌লুম—বল্‌লুম, "উঃ, কী ভাবনাই হ'য়েছিল, দিদি?"

বিপুলবাবু ভেবে—পরে হেসে বল্লেন, "যাক্,বাঁচা গেল! নইলে আমার যে চোখ পুলিশের পীড়নেও কখনও সজল হয় নি, সেই চোখই আজ আলো-দির অশ্রু দেখে ব্যথিত হ'য়ে সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌তে চাইছিল।"

যা হোক্, আমরা সকলে মামাবাবুর বাসায় উপস্থিত হলুম। আমি, মা-থিন, অণিমা ও বিপুলবাবু সকলে মামী-মা'কে প্রণাম কর্‌লুম। মামী-মা মা-থিন্‌কে দেখে এবং সব কথা শুনে এতদূর আনন্দিত হ'লেন যে, তা তাঁর মুখ দেখে বুঝ্‌তে কষ্ট হ'লো না।

* * * *

সকলের স্নানাহার শেষ হ'লে, মামাবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আলো, তবে কাল্‌কের জাহাজে যাওয়া ঠিক্ হোক্ মা?"

আমি মনঃস্থির ক'রেই রেখেছিলুম—বল্‌লুম, "না মামাবাবু, আমি কালই যাবো। আমি যতক্ষণ না মা'কে দেখ্‌ছি, ততক্ষণ কিছু-

তেই স্থির হ'তে পার্‌ব না। কে জানে, দাদু আমার কথা ভেবে কিছু গোপন কর্‌ছেন কি না!"

তারপর মা-থিন্ ও বিপুলবাবু অনেক বোঝালেন। মামী-মা বোঝালেন—অণিমা অনুরোধ কর্‌লে—এমন কি অনুপটী পর্য্যন্ত কাতর-অনুরোধ জানাতে কসুর কর্‌লে না। কিন্তু আমার মন কিছু-তেই শান্ত হ'তে চাইল না। তখন মামাবাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা, দেখি—কি বন্দোবস্ত হ'তে পারে।"

মামাবাবু সাজ-গোজ ক'রে অফিস্ চ'লে গেলেন। বিদেশে —বিশেষতঃ মানুষ যখন আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বহুদূরে থাকে, তখন সামান্য অসুখের সংবাদেও যে সে কিরূপ বিচলিত হ'য়ে ওঠে, তা আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় বেশ পরিস্ফুট হয়েছিল। আমার চোখের সুমুখে নূতন দেশে বেড়াবার প্রচুর প্রলোভন। অমন ঈশ্বর-প্রেরিত বন্ধু মা-থিনের মত একটী অভিজাত মেয়ের কোমল হৃদয়ের আকর্ষণ—সবার উপর। এরূপ সুযোগ জীবনে আর হয় তো না-ও আস্‌তে পারে। সে সম্ভাবনা পূরা-মাত্রায় থাক্‌লেও, আমার মন এমন বেঁকে বস্‌ল যে, কোন দিক্ দিয়ে তাকে শান্ত করা গেল না।

আমি মা-থিনের দু'টী হাতের ওপর মুখ রেখেছিলুম। বল্‌লুম "যদি বেঁচে থাকি, যদি ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রসন্ন হন্, তবে আবার খুব শীঘ্রই এ-দেশে ফিরে আস্‌ব। প্রকৃত পক্ষে কিছুই দেখ্‌লাম না এক্ষেত্রে। আমার মনের সাধ মনেই র'য়ে গেল। মা-থিন্-দি, আমার এই অনুরোধ ভাই, আপনি আমাকে ভুলে যাবেন না যেন।"

মা-থিন্ ত্রিদিবের স্নেহ-ভরে আমাকে তার বুকে চেপে ধ'রে

বল্‌লে, "আমার মত হতভাগীকে যে-চোখে আপনি দেখেছেন, যে সাহায্য আপনারা করেছেন, কখনও কি তা ভুল্‌তে পারি, ভাই? আমি প্রত্যেক দিনটী আপনার আশা-পথ চেয়ে থাকব। আপনি আবার যখন আস্‌বেন, তখন আপনার সঙ্গে ব্রহ্মের সমস্ত প্রদেশ ঘুরে বেড়াব। বিপুল হবে তখন আমাদের প্রহরী। আমার অনুরোধ, আমাকে যেন ভুলে যাবেন না—দু'দিনের পরিচিত ভেবে।"

অণিমার মনে আর শান্তি ছিল না। ধাড়ী মেয়ে কাঁদ্‌তে বসেছিল। সেও বায়না নিয়েছিল—আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় ফিরে যাবে—আমার কাছে থাক্‌বে। কিন্তু মামী-মা কিছুতেই মত কর্‌ছিলেন না। তিনি বল্‌ছিলেন, এম্‌নিই বহু দিন লেখা-পড়ার ক্ষতি হ'চ্ছে। আবার কল্‌কাতায় গেলে, সেখানে বেশী দিন থাক্‌লে—না হবে লেখা-পড়া, না হবে কিছু। কারণ দু'চার দিনের জন্য তো আর স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া যায় না। সবার ওপর, মামী-মা একা সংসারে পেরেই বা উঠ্‌বেন কেন? দুষ্টু অনুপকে সাম্‌লাবে কে?"

সে কথা শুনে অনুপ বল্‌লে, "আমিও তবে আলো-দির সঙ্গে যাই না কেন, মা?"

মামী-মা ছেলের কথা শুনে প্রথমটা গেলেন রেগে। পরে হেসে বল্‌লেন, "বেশ্ তো, তবে আমিই বা বাকী থাকি কেন, চলো, আমি শুদ্ধ যাই।"

সকলে হেসে উঠ্‌লুম।

এমন সমস্যা দাঁড়িয়েছিল—আমি তো যাবো, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবেন কে? ঠাকুর্দা তো অবিলম্বে যাওয়ার জন্য 'তার' ক'রে-

ছেন। কিন্তু যাবো কার সঙ্গে—সে বন্দোবস্ত করেন্ নি। মেয়েছেলের বিপদ্ এইখানেই—তা সে যত শিক্ষিতা হোক্ না কেন। অবশ্য যখন স্বাধীন রাষ্ট্রের শক্তি নারীর পেছনে থাকে, নারীর বিশেষ ভয় কিছু থাকে না—নইলে নারীর বিপদ্ পদে-পদে।

এ সমস্যার সমাধানও অনতিবিলম্বে হ'য়ে গেল। মামাবাবু ফিরে এসে জানালেন, তিনি দশ দিনের বাড়্তি ছুটীর জন্য দরখাস্ত ক'রে অতি কষ্টে মঞ্জুর করিয়ে এলেন। তিনিই আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্বেন।

যাক্, বাঁচা গেল। অণিমা, মামাবাবুর কাঁধে মুখ রেখে চোখের জল বার ক'রে বল্লে, "আমি আলো-দিকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আপনার সঙ্গেই চ'লে আস্ব, বাবা! কত আর খরচ হবে আপনার?"

মামাবাবু সস্নেহে হেসে একবার মামী-মা'র গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, "খরচ আর কত হবে মা! তবে চলো, দুই বোনে গল্প কর্তে কর্তে যাবে—আর আমিও নিশ্চিন্ত থাক্ব।"

অনুপ চোখ দু'টো বড় ক'রে বল্লে, "আর আমি, বাবা?"

পিতা ক্ষণকাল পুত্রের আকুল আগ্রহ-ভরা মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন, "বেশ, তুমিও চলো। ফের্বার মুখে তোমরা দু'জনে গল্প কর্তে কর্তে আস্বে। আমিও নিশ্চিন্ত থাক্ব।"

যাক্, বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। মামাবাবুর মত এমন স্নেহ-প্রবণ হৃদয় জানিনে, আর কত আছে?"

* * * *

পরদিন বৃহস্পতিবার। বেলা ১টার সময় জাহাজ ছাড়্বে। 'এ্যারোণ্ডা' জাহাজখানি বেলা দশটা থেকে ষ্ট্র্যাণ্ড্ জেঠীতে লাগান হ'য়েছে।

আমরা যথাসময়ে জাহাজে উপস্থিত হলুম। মা-থিন্ ও বিপুলবাবু জাহাজের ওপর অবাধে আমাদের সঙ্গে গেলেন। আস্‌বার সময়ে মামী-মা'কে প্রণাম করলে, তিনি কেঁদে বল্‌লেন, "আমার মাথার দিব্যি মা, তুমি আবার একবার এসো।"

আমি, "আস্‌বো, মামী-মা" ব'লে সান্ত্বনা দিয়ে আস্‌লুম।

জাহাজ ছাড়্‌বার প্রথম ঘণ্টা পড়্‌ল। মা-থিন্ ও আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে ডেক্-চেয়ারে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে আছি। উভয়ের চোখ বেয়ে অজস্র অশ্রু নেমে আস্‌ছে। বিয়োগ-ব্যথায় দু'টী হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠেছে। মা-থিন্ আপন অশ্রু মুছে, আমার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে, আমার হাত দু'টী নিজের হাতে তুলে বল্‌লে, "আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো বোন্,—বলো, তুমি আবার আস্‌বে?"

এই প্রথম, মা-থিন্ আমাকে আত্মীয় ভেবে 'তুমি' সম্বোধন করলে।

আমি বল্‌লুম, "আস্‌বো দিদি। তোমাকে আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না। আমি আবার আস্‌বো। তোমার এই সুন্দর দেশ দেখে আমার তৃপ্তি এখনও মেটে নি—আমি আস্‌বো। তোমার স্নেহ-হৃদয়কে দাবীর ওপর দাবী দিয়ে বিরক্ত ক'রে তুল্‌ব। আমাকে ক্ষমা করো, ভাই। অনেক উপদ্রব আমার সহ্য ক'রেছ। ভগবান্ বুদ্ধদেব, তোমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমাকে সর্ব্ব-সুখী করেছেন। আমি কায়মনে প্রার্থনা করি—তুমি এখন থেকে অসীম সুখে সুখী হও।"

বিপুলবাবু অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়্‌তেই তিনি ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে আমাকে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন,

"আমি আপনার অগ্রজ, আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন দিদি। আপনি আবার আস্‌বেন যেন!"

আমি তাকে প্রণাম ক'রে বল্‌লুম, "আমি আবার আস্‌ব. দাদা। আপনাদের ভুলে, আমি বেশী দিন থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি আবার আস্‌বো।"

জাহাজ ছাড়্‌বার তৃতীয় ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন, সকলে নাম্‌তে আরম্ভ কর্‌ছিলেন। মা-থিন্ আমাকে জড়িয়ে ধ'রে মুখ-চুম্বন ক'রে বল্‌লে, "আবার এসো, বোন্!"

"আস্‌ব দিদি, আস্‌ব!" ব'লে আমি দু'টী হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাঁরা নেমে গেল। অণিমা ও অনুপ এসে বল্‌লে, "জাহাজ-ছেড়েছে, আলো-দি।"

আমি তখন এই বর্ম্মাদেশের মেয়েটীর দিকে তন্ময় হোয়ে চেয়েছিলুম।

শেষ

বাংলার অপরাজেয়া কথা-শিল্পী

দীপিকা দে'র উপন্যাসের উচ্চ-প্রশংসা

New Theatres Ltd.—Renowned Director—**Mr. Nitin Bose** says—"I appreciate your undoubted talents to imagine original situations and to care plots in a novel way."

Film Corporation of India—R. N. Maitra says—"your novel is very interesting."

Hindusthan Standard—"The authoress has shown fairly good promise and the narrative has been kept well-balanced."—29. 6. 39.

সাহানা—"আখ্যায়িকার বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন ও নির্ব্বাচিত বিষয় বস্তুটী বেশ প্রাণস্পর্শী ভাবে ফুটাইয়া তোলায় লেখিকা সফল হইয়াছেন।" (আষাঢ় ১৩৪৬)

অতি আধুনিক—"উপন্যাসখানি শেষ অবধি এক নিঃশ্বাসে পড়্‌তে হ'য়েছে। লেখিকার স্বহস্ত-অঙ্কিত ছবিগুলি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে।"—(বৈশাখ ১৩৪৬)।

বাতায়ন—"এর রচয়িত্রী দীপিকা দে ইতিপূর্ব্বে নৃত্য-কলানৈপুণ্যে যশস্বিনী হ'য়েছেন ও সঙ্গীতে ও চিত্রাঙ্কণে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানির বর্ণনা-ভঙ্গী ভাল—মনে তৃপ্তি এনে দেয়।"—২৬।২।৪৬।

স্বদেশ—"উপন্যাসখানি খুব কৌতুহলোদ্দীপক। প্রত্যেকটি চরিত্র বেশ পরিস্ফুট।" ১৯।২।৪৬।

দুন্দুভি—"মনস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাত এমন ভাবে দেখানো কম কৃতিত্বের কথা নহে। চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যে চিত্ত আকর্ষণ করে।" ১৯।২।৪৬

খেয়ালী—"লেখিকার চরিত্র-সৃষ্টির তারিফ কচ্ছি।" ৩২।২ ৪৬

বাংলার অপরাজেয়া কথা-শিল্পী

দীপিকা দে-প্রণীত

বস্তীর মেয়ে ১।০

দুর্দ্দম সাহসের সঙ্গে লেখা। বাংলা-সাহিত্যে বাস্তব-উপন্যাসগুলির মধ্যে ইহা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দাম ১।০

গ্রামের মেয়ে ১।০

গ্রামের মেয়ের মর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস। লজ্জা, মান, সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের বেদীতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া তার জীবনের চরম সার্থকতা। প্রেমের এইরূপ সত্য-সুন্দর চিত্র বাংলা-সাহিত্যে বিরল। নব-দম্পতিকে উপহার দিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

সাপুড়ের মেয়ে ৩।।০

সাঁওতালী মেয়ে ১।০

বেদের মেয়ে ১৲, জিপ্‌সী-মেয়ে ১৲, জাপানী মেয়ে ১৲ অচিন্-দেশের মেয়ে ২।।০

রীতিমত গল্প ৫৲

(পাঁচ পর্ব্বে সম্পূর্ণ)

প্রতি পৃষ্ঠা বিচিত্র জীবন-কোলাহলে ধ্বনিত। চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট বাস্তবতা পরিলক্ষিত হইবে। প্রতি পর্ব্ব—দাম ১৲

রীতিমত প্রহসন ।।০

রীতিমত প্রহসনই বটে। হাসিতে হাসিতে পেটে খিল্ ধরিবে।

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ

The Best Oriental Dancer

Kumari Dipika Dey

(Grand-daughter of Sj. Panchcori Dey, the greatest Detective Novelist) is now considered to be one of the most talented dancers of India."— (Advance 6. 4. 37.) She has the distinction of having earned the highest admiration of such eminent persons as Sarat Chandra Chatterjee, Subhas Chandra Bose, Asoke Nath Sastri, Lady Abola Bose, Lady Protima Mitra, Anurupa Debi etc. and 10 Gold Medals and 25 Silver medals from them by her 40 unique and picturesque Oriental Dances demonstrated with supreme success at the 8th All-India Music Conference,, Muzafferpur, All-Bengal Music Conference, Bengal Music Association, Calcutta and Cultural Boards like University Institute, Albert Hall, Rammohan Hall, Ashutosh Hall, Assembly Hall, Y. W. C. A,—Y. M. C. A,—C. A. C. A.—Bangia Sahitya Parisad, Rabi-Basar. Aloke-Tirtha etc. "Her talent has been widely recognised among Artists & Connoisseurs and her dances are marked by a hightend Conception of the beauty of expression and considerable command over rhythmic movement and gesture—"(Amrita Bazar Patrika 29. 3. 37., 17. 8. 37.) Bengal can really be: proud of her dancing daughter."—(Dipali 20. 11. 36.)

বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উচ্চ-প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী স্বনামধন্যা লেডী অবলা বসু ব্রোচ্-মেডেল্ উপহার দিয়া বলেন—"দীপিকা দে'র নৃত্য আমার অত্যন্ত চমৎকার লাগ্‌ল—তার নৃত্যে আমাকে সে বিশেষরূপে আনন্দ দিয়েছে।"

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাণী—"দীপিকা দে'র প্রাচ্য-নৃত্য যা দেখ্‌লাম, তা সত্যই চমৎকার। আশীর্ব্বাদ করি, কল্যাণ হোক্।"

বিশ্ববিখ্যাত দেশ-প্রেমিক—রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ-চন্দ্রের লিপি—"তোমার নৃত্যকলা দিন-দিন উন্নতি লাভ করিয়া দেশের সাধনা ও কৃষ্টিকে জয়যুক্ত ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলুক্।"

বাণীর বরপুত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর লিপি ;—"কল্যাণীয়া দীপিকা দে'র 'জিপসী' ও 'ভীল্‌বালা' নৃত্য আমার বড়ই ভাল লাগিল। নৃত্যকালে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ওই নৃত্যপরা কিশোরী আমাদেরই ঘরের একান্ত পরিচিত সেই মেয়েটী।"

স্বনামধন্যা লেডী প্রতিমা মিত্র বলেন—"দীপিকা দে অপূর্ব্ব প্রতিভাময়ী নৃত্য-শিল্পী—তাহার নৃত্যগুলি মাধুর্য্য-মণ্ডিত।"

নৃত্য-বিচারক, সুকবি—শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় বলেন—"অনেক নৃত্য-নিপুণাকে দেখ্‌লুম, কিন্তু এমন অসাধারণ নৃত্য-প্রতিভা আর কখনো দেখিনি।"

নৃত্য-নাট্য-শাস্ত্রজ্ঞ, নৃত্য-বিচারক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ, এম-এ, পি-আর-এস্ বলেন—"অল্ বেঙ্গল মিউজিক্ কন্‌ফারেন্সের ডিমন্‌ষ্ট্রেসনে নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে দীপিকা দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবশুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। পাদচারী ও অঙ্গহারে যে সকল সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ সে আয়ত্ব করিয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব। তাহার প্রতিভার দীপ্তিতে বাঙ্‌লার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।"

নৃত্য-বিচারক, নৃত্যবিদ্—শ্রীনরেন বসু মল্লিক বলেন, "দীপিকা দে—বাঙলার প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাময়ী নৃত্য-শিল্পী।"